ভ্রমণ কাহিনী

চীন সাগর থেকে আটলান্টিক

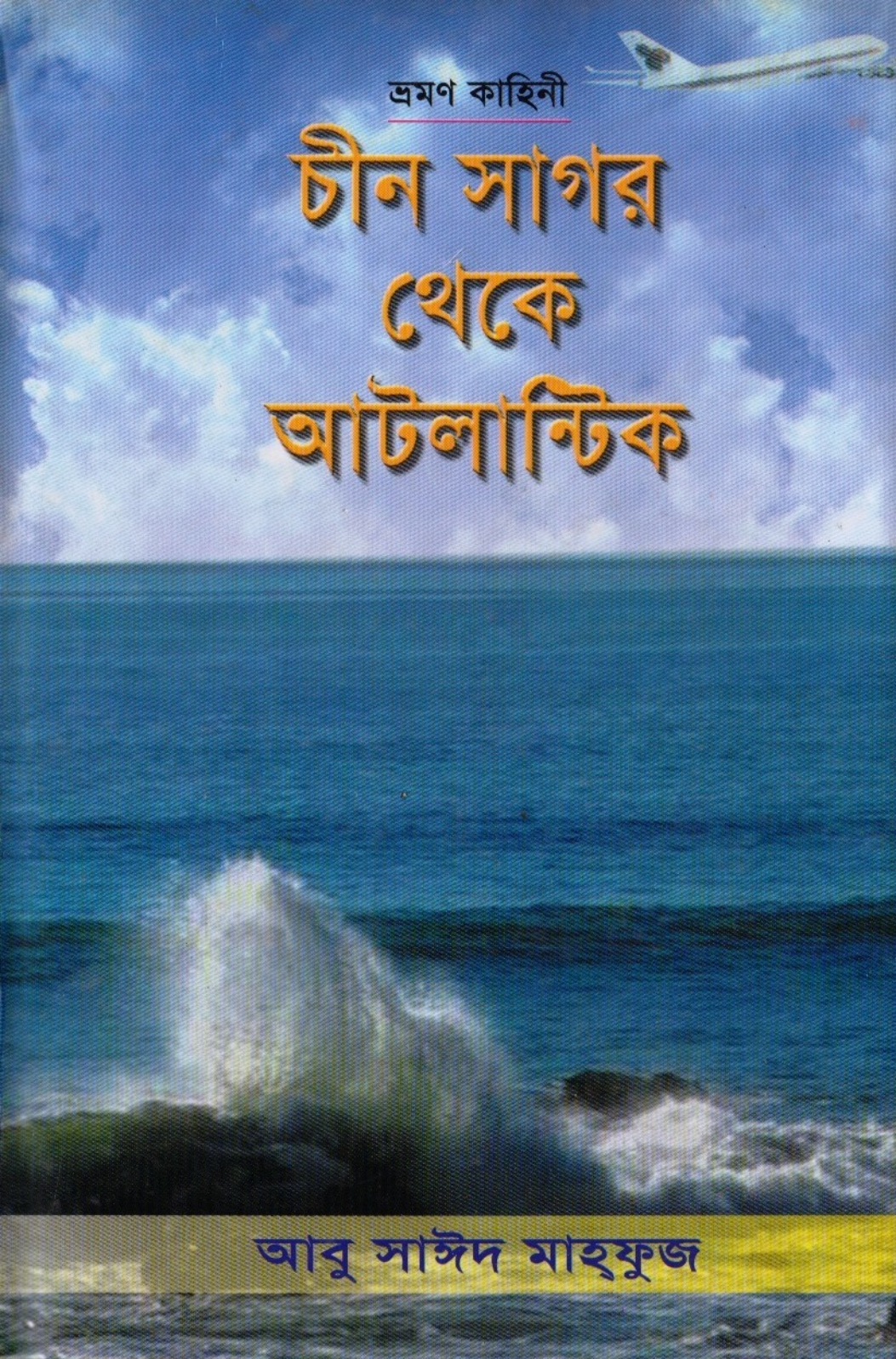

আবু সাঈদ মাহফুজ

ভ্রমণ কাহিনী

চীন সাগর থেকে আটলান্টিক

আবু সাঈদ মাহফুজ

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
আল হিকমাহ্ মাল্টিমিডিয়ার
পক্ষ থেকে
আবুল খায়ের নাঈমুদ্দীন

প্রকাশ কাল ঃ
আগস্ট '২০০১ইং

স্বত্ত্বঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
আবুল খায়ের নাঈমুদ্দীন

কম্পোজ ঃ
সাকসেস কম্পিউটার একাডেমী
পাবলিক হল গেইট, চৌমুহনী,
নোয়াখালী।

মূল্য ঃ বাংলাদেশ - জ্যাকেট বাঁধাই ৬০ টাকা
$ 5 ডলার
U.S.A 8 পাউন্ড

Vhraman Kahini ***Chin Shagor theke Atlantic by Abu Sayed Mahfuz.*** *Published by, Abul Khair Nayemuddin on behalf of Al-Hikmah Multimedia.*

www.pathagar.com

লেখকের কথা

কোন এক মনিষী নাকি বলেছেন, হয়তো লেখ,নয়তো দেখ। আর পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ পাক তো বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর যমীনে ভ্রমণ কর।" ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি ভ্রমণ করে আমি যা শিখেছি শিক্ষা জীবনে ৭/৮টা ডিগ্রী নিয়ে তার অর্ধেক ও মনে হয় শিখিনি। যেখানেই আমি গিয়েছি চেষ্টা করেছি ব্যতিক্রমধর্মী কিছু জানতে। ১৯৯৪ সালে যখন ব্যাংককে গিয়েছিলাম সেখানে ভ্রমণরত আমার এক আফ্রিকান বন্ধু আমাকে নিয়ে হেসেছিল আমার কার্যক্রম দেখে। মানুষ ভ্রমণ করতে যায় ফূর্তি করার জন্য। আর আমি যখন ব্যাংককে গিয়ে পুরনো মস্‌জিদ খুঁজছি। ভাঙ্গা মস্‌জিদের ছবি তুলছি আমাকে দেখে তখন কারো কারো হাসারই তো কথা। যেখানেই গিয়েছি আমি চেষ্টা করেছি সাংবাদিকতার চোখ দিয়ে দেখতে। খুঁজতে চেয়েছি ব্যতিক্রম। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিইনি, এটাই আমার আনন্দ। এ প্রেক্ষিতে আমার লেখা অন্যান্য লেখার চে' ব্যতিক্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

সংকলিত লেখাগুলির কোনটি ১৯৯৪ সালে লেখা। বিশেষতঃ মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড সংক্রান্ত লেখাগুলি। এতদিনে পানি অনেকদূর গড়িয়েছে। কোন কোন লেখায় আমার মত এবং তথ্যের কিছু হেরফের ঘটেছে এতদিনে। ১৯৯৪ সালের মালয়েশিয়া আর আজকের মালয়েশিয়া এক নয়। আমার লেখাগুলি দৈনিক ইনকিলাব, সংগ্রাম, দিনকাল, পাক্ষিক পালাবদলসহ বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আমার লেখা ভাল লেগেছে জানিয়ে বেশ কিছু পাঠক চিঠি ও দিয়েছে। গ্রন্থস্ত করার জন্যও বেশকিছু পাঠক অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছে।

তবুও বই প্রকাশের ব্যাপারে তেমন চিন্তা করিনি। অনেকদিন পর এবার যখন দেশে গেলাম অনেক বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা পেলাম। বিশেষ প্রেরণা পেলাম এই বইয়ের প্রকাশক আমার স্নেহাস্পদ ছোট ভাই আবুল খায়ের নাঈমুদ্দীনের কাছ থেকে। যার লেখার প্রেরণা এবং হাতেখড়ি বলতে গেলে আমার হাতে। তার নিজের লেখা ৫/৬টি বই প্রকাশিত হয়েছে দেখে উৎসাহী হলাম।

www.pathagar.com

একজন লেখককে অনেক দিক লক্ষ্য রাখতে হয় পাঠকের জন্য। পাঠকের আবেগ, অনুভূতি, প্রয়োজনীয়তা, উপরন্ত আমার প্রতিটি লেখায় আমি লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছি আমার আদর্শ । আমার সে আদর্শ হলো আমাদের ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধ রক্ষা, উন্নয়নের প্রেরণা প্রদান, আমাদের পশ্চাৎপদতার কারণ নির্দেশনা ইত্যাদি। মালয়েশিয়া সম্পর্কে প্রায় সবক'টি লেখায় আমি টানতে চেয়েছি কিভাবে এ দেশটি গত কয়েক দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপানে পা দিয়েছে। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং আমেরিকা সংক্রান্ত লেখাগুলোতে আমার টার্গেট ছিল ধর্মের চিরন্তন অপরিহার্যতা তুলে ধরা। বস্তুত ঐ সমস্ত অমুসলিম দেশে গিয়েই ধর্মের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেছি। ধর্ম এবং আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোন প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে ধর্ম আমাদের দেশের চে' অনেক বেশী আদৃত। এ পার্থক্যটাই আমরা অনেকে জানিনা।

আমার এ বই একজন পাঠককেও যদি উপকৃত করে তাহলে আমার লিখন সফল হয়েছে বলে ধরে নেব।

আবু সাঈদ মাহফুজ

আগষ্ট-২০০১

মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হাজারো শুকরিয়া দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ও অনেক ত্যাগ তিতিক্ষায় **'চীন সাগর থেকে আটলান্টিক'** ভ্রমন কাহিনী বইটি প্রকাশ করা গেল।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন, জ্ঞান আহরনের জন্য সুদূর চীন দেশে হলেও যাও। সব বই পাঠে নতুনত্ব থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু ভ্রমন কাহিনীতে চিরদিন নতুন জ্ঞানের সমন্বয় থাকবেই। তাছাড়া আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী। অন্য আরো দু' তিনটি ভাষা তাঁর আয়ত্তে আছে। লেখক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গবেষক, ও শিক্ষাবিদ। তাঁর লেখায় পাঠককে সহানুভূতিতে মুগ্ধ করার মতো ভাষা ও অলংকার যথেষ্ট আছে । বাক্যকে শ্রুতি মধুর করার জন্য বাগধারা ও উপমার ব্যবহার রয়েছে। শিক্ষনীয় তথ্যপূর্ণ জ্ঞান এবং সাহিত্যের সুবিন্যাস্ত সৌন্দর্য্যে ভরপুর উক্ত বইটি ।

মূলত ঃ এ লেখক আবু সাঈদ মোঃ মাহফুজ ১৯৯২ইং সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে এক নাগাড়ে বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন। তাঁর সফরের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতায় রচিত পান্ডুলিপি প্রেরিত হয়- বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের কয়েকটি পত্রিকা অফিসে এরপর ছাপা হয় ধারাবাহিক ভাবে।

বাংলাদেশের দৈনিক ইনকিলাব ,সংগ্রাম ও পাক্ষিক পালাবদল (লেখক পালাবদলের বৈদাশিক প্রতিনিধি ছিলেন) অঙ্গীকার ডাইজেস্টসহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখাগুলো বিভিন্ন শিরোনামে ছাপা হয়। বিশেষ করে সাদা হাতির দেশে, নামক হেড লাইনে প্রবাসের পাতায় লেখা গুলো ইনকিলাবে ধারাবাহিক ছাপা হওয়ার পর লেখাগুলো গ্রন্থস্ত করার জন্যেও বেশ কিছু চিঠি আসে। তাই আমরাই কেবল তাঁর ভ্রমন কাহিনী নিয়ে বই করার অনুমতি পাই এবং বইটি প্রকাশ করি।

উক্ত বই পাঠে পাঠক সুখ লাভের মাধ্যমে জ্ঞানের ভান্ডার সম্প্রসারিত করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস । গুনীজন বইখানিকে সুনজরে দেখলেই আমাদের শ্রম ও ব্যয় স্বার্থক হবে বলে আশা করি। আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পাঠকবৃন্দ সদয় প্রকাশে জানালে আমরা সংশোধনে সচেষ্ট থাকবো।

আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন । আমীন!

ইতি -

প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। আমেরিকাতে মেয়েরা	৯
২। সূর্যোদয়ের দেশে	১৪
৩। চীন সাগর থেকে আটলান্টিক	১৯
৪। আমেরিকান ঘরে থ্যাংকস গিভিং	২৩
৫। সিংগাপুরে কয়েকদিন	২৭
৬। মালয়েশিয়ার ক্যাম্পাসে কেমন আছি	৪১
৭। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ঃ বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা	৪৭
৮। সাদা হাতির দেশে	৫৩
৯। ওয়াশিংটনে একদিন	৭৪
১০। কেলানতানে কয়েক দিন	৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমেরিকাতে মেয়েরা

কিছু চরম এবং পরম বাস্তবতার কথা লিখছি আজ। করতে চাই কিছু ভুল ধারণার অপনোদন, যে ধারণা এক সময় আমার ছিল, আপনাদের কারো ছিল বা আছে।

পাশ্চাত্য জগৎ সম্পর্কে 'দিল্লী কা লাড্ডু' মন-মানসিকতা তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকলের অল্প বিস্তর রয়েছে। এ ছাড়া ও পাশ্চাত্যের এই জগৎ এর উলঙ্গপনা বা যৌণতা সম্পর্কেও তৃতীয় বিশ্বের অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে এবং অবশ্যই অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও তা নেতিবাচক। আমি আমার আগের দু'একটা লেখায়ও তা উল্লেখ করেছি যে, এটা আমরা যত ভাবি তত নয়। এর চে' অনেক বড় সমস্যা রয়েছে অন্যখানে। অন্য অনেক দেশেই এমন উলঙ্গপনা রয়েছে আমাদের দেশেও কম কোথায়। আমার মনে আছে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অনেক সহপাঠিরই বৈকালীন ভ্রমণ কেন্দ্র ছিল নিউ মার্কেট, গাউছিয়া। স্বভাবতই উদ্দেশ্য একটাই , চক্ষুভোগ। এই আমেরিকাতে আপনি যদি ঐ সমস্ত দেখতে না চান তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ততঃ বাংলাদেশের চেয়ে ও ভাল থাকতে পারবেন। এখানে স্বাধীনতা আছে। আপনি উলঙ্গ হতে চান, কেউ কিছু বলতে পারবে না (অবশ্য তাই বলে একেবারে উলঙ্গ নয়)। সেটারও স্থান আছে Top less, Bottom less bar বা ক্লাব আছে যেখানে গেলে সম্পূর্ণ নগ্নই দেখতে পাবেন। আর আপনি ভাল থাকতে চাইলে কেউ আপনার ধারে ঘেষতে পারবে না। তাতে Sexual Harrasement এর বিপদে পড়তে হবে। Sexual Harrasement এর শাস্তি গুরু ।

আমি অন্য একটি চরম বাস্তবতার কথা বলছি, যৌনতা উশৃংখলতা যে এত খারাপ তা আমেরিকা আসার আগে টের পাইনি। স্বীকার করতে বাধা নেই আমার যখন তারুণ্য টালমাটাল করছিল সবে ১৪/১৫ বছরে পা দিয়েছি তখন শুনতাম, পড়তাম পাশ্চাত্যের যৌনতার কথা, উলঙ্গপনার কথা। মনে মনে বিশ্রী বিকৃত মূলক ভাবনা আসতো, ইস্ পাশ্চাত্যের তরুণদের জীবনটাই ধন্য। আহ্ আমি যদি সে সব দেশে জন্ম নিতাম?

তারপর যখন আরেকটু বড় হয়েছি সামাজিকতার কারণে হোক, পারিপার্শ্বিক কারণে হোক কিংবা না বুঝে হোক, যৌনতা সম্পর্কে কিছু একটা নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি এসেছে। শুধু এতটুকু বুঝেছি বা মেনেছি যে এসব খারাপ। লোকে খারাপ বলবে, আমার সম্মান নষ্ট হবে। কিন্তু সত্যি, কোন দিন এটা বুঝার যোগ্যতা আমার হয়নি যে, এই উশৃংখলতার, উলঙ্গপনার পরিণতি কত জঘন্য। আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় আল্লাহ পাক সম্ভবতঃ পরিকল্পিত ভাবে আমাকে এসব দেখাচ্ছেন, যেহেতু আমার হাতে একটা কলম দিয়েছেন তা দিয়ে আমি যেন সকলকে

www.pathagar.com

জানাই। পৃথিবীর প্রায় ৭০/৮০ দেশের ছেলেমেয়ের সাথে পড়েছি এবং বন্ধুত্ব সূত্রে, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক এবং আমেরিকার প্রায় ৯/১০ টি রাজ্য ঘুরে মনে হচ্ছে যৌনতার পরিনাম, উলঙ্গপনার কুফল আমি দেখেছি।

আমেরিকার এই ২ বছর জীবনে আমি প্রচুর পরিমাণে টিভি দেখেছি এবং দেখি। একটা বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠানকে বলা হয় Talk show - এসব show - তে বিভিন্ন দিন একেকটা বিশেষ দিক আলোচনা করা হয়, বাস্তবতা দেখানো হয়। আমি এসব দেখি। এসব অনুষ্ঠানে জঘন্য উলঙ্গপনা দেখানো হয়। যতবারই এরকম Talk show - দেখেছি তত বারই কলম হাতে নিয়েছি এবং লিখেছি। আজ ২৪ জুলাই শুক্রবার ১৯৯৭। এখন বেলা ১২টা। আমি যখন এ লেখা লিখছি এর মাত্র ঘন্টা দুয়েক আগে একটা show - দেখেছিলাম। সে show - সম্পর্কে বর্ণনা দেব এখন।

টিভি পর্দায় বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যুগলকে উপস্থিত করানো হয়েছে। সমস্যা হলো ছেলে বন্ধুটি মেয়ে বন্ধুটির অমতে (Bachelor party) ব্যাচেলর পার্টি করতে চায়। ব্যাচেলর পার্টি হলো মূলতঃ যুবক যুবতীদের উলঙ্গ নাচ এবং আনন্দ ফূর্তি করা। এখন মেয়ে বন্ধুটি কোনক্রমেই ছেলে বন্ধুটিকে ব্যাচেলর পাটিতে যোগ দিতে দিবে না। অর্থাৎ মেয়েটি কোনক্রমেই চায় না যে ছেলেটি অন্য কোন উলঙ্গ মেয়ের সাথে জড়াজড়ি করুক। কিন্তু ছেলেটির মত হলো আমি করবোই এবং সে অংশগ্রহণ করেছে। আর মেয়েটি যখন জানলো সে ব্যাচেলর পার্টিতে অংশ নিয়েছে তখন মেয়েটি এমনভাবে কান্না জুড়ে দিয়েছে যে কান্না দেখে পৃথিবীর যে কোন পাষাণ হৃদয়ের মানুষের ও চোখে পানি এসে যাবে এবং যে কান্না ছিল এ সমাজের লক্ষ লক্ষ নারীর কান্না প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু কে শোনে কার কান্না? কে শোনে এই দুঃখী মেয়েটির কান্নার। শুনুন পাঠক বন্ধুরা! এ দেশ এমন এক দেশ, যে দেশে কান্নার কোন স্থান নেই। এদেশ, এ সমাজ বাস্তবতার দেশ, শক্তির দেশ, ডলারের দেশ। বাহুদুর এবং বিজয়ীর দেশ। দুর্বল পরাজিত শক্তিহীনের কোন স্থান এ দেশে নেই। পরাজিত হয়ে কাঁদবেন, Who cares. আপনি অসহায়? কেউ আপনাকে হয়তো করুণা করতে পারে। কিন্তু সমাজে আপনার কোন স্থান নেই ।

টি.ভির যে Talk show 'র কথা বলছিলাম অন্য এক যুগলকে দেখানো হয়েছিল সেই ব্যাচেলর পার্টির সমস্যা। মেয়ে বন্ধুটি যখন জানলো যে, ছেলেটি গত রাতে এই কাম করেছে, মেয়েটি সাথে সাথে ছেলেটিকে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলে চলে গেল। মেয়েটি চলে যাবার পর লোকজন ছেলেটির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলো যে সে দুঃখিত কিনা বা অন্য কিছু? ছেলেটি তখনই বললো, এটা কোন ব্যাপারই না, সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, আমি নিশ্চিত, মেয়েটি আবার ফিরে আসবে। এবং হ্যাঁ সত্যি সত্যিই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছিল। এছাড়া সে আর যাবে কোথায়,

www.pathagar.com

এসমাজে কোন ছেলেটি বা কোন মেয়েটি আছে যে যাকে বিশ্বাস করা যায়। যার কাছে মন খুলে কথা বলা যায়। টি.ভি Talk show -তে প্রত্যহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে এসব দেখানো হয় কিভাবে স্বামী বা স্ত্রী, প্রেমিক- প্রেমিকা একে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের সাথে রাত কাটায়, আর অপর পক্ষে জানার পর কাঁদে কিংবা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ধূর্ত স্বামী বা স্ত্রীটি কিংবা প্রেমিক বা প্রেমিকাটি অপর পক্ষকে ফাঁকি দিয়েছে আর বোকা অন্য পক্ষটি কাঁদবে বা কাঁদছে; করার কিছুই নেই, নেই যাওয়ার কোন স্থান। একটাই পথ আছে। আপনি ও করুন। আপনিও ফাঁকি দিন, আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে। কিন্তু সমস্যা হলো এ সমাজেও সব মানুষ ঐ

যুক্ত রাষ্ট্রের একটি ইসলামী স্কুলের ছেলে -মেয়েদের সাথে লেখক।

উলঙ্গপনাকে, যৌনতাকে পছন্দ করে না। এ সমাজে বিপদটা তাদেরই। তারা শুধু কাঁদবেই এ সমাজে। কারণ এ সমাজ প্রতিযোগীতার সমাজ, স্মার্ট লোকদের সমাজ। বোকাদের জন্য এ সমাজ নয়।

আরো কাহিনী শুনবেন, কত অসহায় এদেশের অসহায় অবলা নারীরা। যারা কম্পিউটারের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত তারা সহজে বুঝবেন। কম্পিউটারে ইন্টারনেটে আপনি ঘরে বসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লক্ষ লক্ষ লোকের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে পারবেন। কম্পিউটারে বসে মিটিং করতে পারবেন। বন্ধু-বান্ধবী বানাতে পারেন এবং এই কম্পিউটারে বসে Sex বা যৌন সংগম করতে পারেন। যেটাকে বলা হয় Cyber sex (সাইবার সেক্স)। ইন্টারনেট সমাবেশের জন্য অনেক হল কক্ষ আছে । হলকক্ষে কথা বা দেখা হবার পর ইচ্ছা করলে প্রাইভেট রুমে যেতে পারেন। অথবা Instant message পাঠাতে পারেন

www.pathagar.com

আপনাদের সেই ব্যক্তিগত কথাবার্তা আর কেউ শুনবেনা বা দেখবেনা। মজার ব্যাপার হলো, এটা সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে আপনি কথা বন্ধ করে দিতে পারেন, ছেড়ে চলে যেতে পারেন। একই সময় আপনি ৩/৪/৫ জনের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ চালিয়ে যেতে পারেন। মিথ্যা বলতে পারেন। নিজকে সবচে' সুপুরুষ বা বিশ্বসুন্দরী পরিচয় দিতে পারেন। আরো প্রতারণা করতে পারেন যে আপনি ইন্টারনেটে অন্য কারো ছবি পাঠিয়ে সেটা নিজের বলে পরিচয় দিতে পারেন।

গত ৭/৮ মাস যাবৎ আমি ছোটখাট একটা গবেষণা চালিয়েছি। জানতে চেষ্টা করেছি কেমন আছে এদেশের তরুণ তরুণীরা। ইন্টারনেটে আমার অনেক গুলো বন্ধু এবং বান্ধবী ছিল। বিভিন্ন ধরণের ছেলে মেয়ের সাথে আমার ৪/৫ মাস যাবৎ বন্ধুত্ব চলে। এক সময় তাদের অনেককে আমার টেলিফোন দেই, তাদের অনেকেই ঠিকই ফোন করে আমাকে। এমন একটি বিবাহ বিচ্ছেদিত মেয়ে আমাকে একদিন টেলিফোন করে ৬ ঘন্টা এক নাগাড়ে আমার সাথে কথা বলে। সম্মানিত পাঠক বন্ধুরা, শুনেছেন! আমি কি বলেছি? জীবনে কখনো এক নাগাড়ে ৬ ঘন্টা কাউকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখেছেন এবং তা কোন লোকাল কল নয় মিশিগান এবং ভার্জিনিয়ার মধ্যে। দুটি ভিন্ন রাজ্য। এক সী প্রায় এক হাজার মাইল। সেই টেলিফোনে মেয়োটর কমপক্ষে ৬০/৭০ ডলার টেলিফোন বিল আসবে। এই ৬ ঘন্টায় মেয়েটি তার জীবনের সব কথা এমনভাবে বলে তাতে বড়ই করুণা হয় মেয়েটির প্রতি।

অন্য একটি মেয়ের সাথে টেলিফোনে আমার কথা হয়, তার নাম সূনী (Suny) বয়স ১৯। তার কোলে একটি সন্তান। এই সন্তানটির বাবা কে সুনী তা জানে। তবে ছেলেটির সাথে তার সম্পর্ক তেমন কিছুই নেই। এ ছেলের সাথে যৌন মিলনে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। ছেলেটি মাদকাসক্ত এবং এখন জেলে রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে, এভাবে অবাধে যৌন মেলামেশায় কেউ তাকে বাধা দেয় কিনা বা অপছন্দ করে কিনা। এতে সুনী জানায় যে, তার দাদা-দাদী কখনোই এসব পছন্দ করে না তাই তারা এসব জানে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, সে কোথায় ছেলেটির সাথে মিলিত হয়। সুনী বললো তার মায়ের বিছানাতেই। তার পর হেসে দিয়ে বললো She does not care, she sleeps with other man. সুতরাং যে মা নিজেই অন্যের সাথে রাত কাটায় সে মা তার মেয়েকে কি বলবে বা বলতে পারবে?

অপর একটি মেয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে এবং দেখা ও হয়েছে। তার বয়স মাত্র ১৩। তাকে প্রশ্ন করলাম, সে কারো সাথে ঘুমিয়েছে কিনা, মেয়েটি হেসে দিয়ে বললো, কেন? তারপর চাপা গলায় বললো, বেশ কয়েকবার। ১৩/১৪ বছরেই

www.pathagar.com

বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুমিয়েছে এমন অনেক মেয়ের সাথেই ইন্টারনেটে আমার কথা হয়েছে। তাছাড়া টি.ভি Talk Show তে ও তাদেরকে আনা হয়। অনেকদিন আগে ১৩ বছরের এক পতিতাকে হাজির করা হয়েছিল Jenny Jone Talk show তে। এতে সে বর্ণনা করেছিল, সে কিভাবে ৯ বছর বয়সে মায়ের বয়স্ক বয়ফ্রেন্ডের সাথে যৌনক্রীড়ায় লিপ্ত হয়েছিল, তারপর ধীরে ধীরে পতিতাবৃত্তির দিকে পা বাড়িয়েছিল।

কম্পিউটার ইন্টারনেটে দুঞ্জজন ব্যক্তির কথা শুরুতেই প্রথম জিজ্ঞেস করবে M/F? M অর্থ Male আর F অর্থ Female যখন একজন M অন্য জন হবে F তখনই কথার সূত্রপাত । ২য় প্রশ্ন হলো কার বয়স কত। এই নোংরা যৌন মাতামাতিতে জড়িতদের মধ্যে বলা যায় ৮০/৯০ ভাগই ১৩/১৪/১৫ বছরের তরুণ-তরুণী এবং আরো দুঃখজনক হলো, এদের অনেকেই ভারত উপমহাদেশ বা আরব মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইমিগ্র্যান্ট মুসলমান। আমাকে ইন্টারনেটের এই জঘন্য নোংরামী সম্পর্কে অবহিত করেছিল এক তুর্কী পাকিস্তানী মুসলিম মেয়ে। মাত্র ১৪ বছর বয়সী এই কিশোরীটি ইন্টারনেটে আমাকে এমন সব কথা বলতে শুরু করেছিল যা শুনে পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই যার অন্ততঃ কান গরম হবে না। শরীরের অন্য অংশের কথা নাই বললাম।

সম্মানিত পাঠক/ পাঠিকা। যা বলতে চেয়েছি; আসলেই শান্তি নেই এখানে। ইমিগ্রেন্ট মুসলমানদের সন্তানরা এখানে যে ভাবে বড় হচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি শংকিত। আমি কোথাও সমাবেশে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেলেই এ বিষয়গুলি উল্লেখ করি। মস্‌জিদে জুমার নামাজে কখনো কথা বলার সুযোগ পেলে এই বিষয়টাই বলতে চাই, কোথায় যাচ্ছি আমরা। আমেরিকা নামক নামে সারা বিশ্ব আজ বিভোর। যারা মনে করেন এ দেশের মেয়েদের কতইনা স্বাধীনতা! যদি কোন কিশোর তরুণটি সেই আমার মত ভেবে থাকে ইস্ পাশ্চাত্যের কিশোর তরুণরাই না কত সুখে তাদেরকে বলছি, ছোট্ট ভাইটি, বোনটি, এটা ভুল, এ আবেগে আমিও ছিলাম। যৌণতা, উশৃংখলতা বা উলংগপনায় কিছুই নেই, সুখ নেই, বরং বাড়ে অশান্তি, অস্থিরতা।

(পালাদল '৯৭ ছাপা হয়েছে)

www.pathagar.com

সূর্যোদয়ের দেশে

সূর্যোদয়ের দেশ বলতে আমরা জাপানকে চিনি। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা জাপানকে কেন সূর্যোদয়ের দেশ বলা হবে। জাপান একটি অর্থশালী প্রভাবশালী দেশ বলেই কিনা জানিনা। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ছোট্ট দ্বীপ ফিজিই সর্বপ্রথম সূর্যের মুখ দেখার কথা। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ঠিক সাথে লাগানো এই ছোট্ট দ্বীপটিই সর্বপ্রথম সূর্যের মুখ দেখে, তারপর অকল্যান্ড।

যুক্ত রাষ্ট্রের টেম্পল ইউনিভারসিটির ক্যাম্পাসের সামনে লেখক।

গ্রীনিচ মান সময়ানুযায়ী ফিজি এবং অকল্যান্ডের ৩ ঘন্টা পর জাপান সূর্যের মুখ দেখে। তাই আপাতঃ আজকের এই পরিসরে আমি জাপানকে সূর্যোদয়ের দেশ ধরে নিচ্ছি না। তবে তাই বলে এখানে আমি ফিজি বা অকল্যান্ডকে ও বুঝাচ্ছি না। জাপানকে যেমন গায়ের জোরে সূর্যোদয়ের দেশ বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে আমিও তেমনি একটু গায়ের জোর খাটাচ্ছি। আমার এ লেখা কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়। নিতান্ত ভ্রমণ কাহিনী।

আমার আজকের বলার বিষয় মালয়েশিয়ার একটি পরিচিত এবং আলোচিত রাজ্য কেলানতানের পূর্ব পাশ্বের দক্ষিণ চীন সাগরের পশ্চিম তীরকে নিয়ে। মালয়েশিয়ার কেলানতান রাজ্যের দক্ষিণ চীন সাগরের এই পশ্চিম তীরকেই আমি আজ সূর্যোদয়ের দেশ বলে চালিয়ে দিচ্ছি। তবে আমার দাবীর পেছনে যুক্তিও আছে। হ্যাঁ ম্যাপটা খুলে বসুন, চলে আসুন মালয়েশিয়ায়, তারপর

www.pathagar.com

কেলানতানে, এর পর আসুন পূর্বসীমানায় চীন সাগরের তীরে। তারপর সোজা নজর দিন পূর্ব দিকে দেখবেন চীন সাগর, সুলুসাগর পেরিয়ে ফিলিপাইনের মিন্ডানাও দ্বীপ এবং বোহেল দ্বীপের মাঝে যে সোজা সাগর গলিপথ আছে তা দিয়ে বরাবর চলে যেতে পারবেন পূর্ব দিকে একেবারে সূর্যের ত্রিসীমানায়। কি বুঝলেন? কেলানতানকে সূর্যোদয়ের দেশ বলা যায় কি? অন্ততঃ আপাতাতঃ। থাক ওসব তাত্বিক বিশ্লেষণে গিয়ে লাভ নেই আমার কথা হলো আমি চীন সাগরের পাড় থেকে সূর্যোদয় দেখেছি। যেদিন আমি কেলানতান যাবার পরিকল্পনা নিয়েছি সেদিনই কেলানতানের বন্ধুটি বলল, তার বাড়ী চীন সাগর থেকে মাত্র ২০০ মিটার হবে। পরম আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। পৃথিবীর পূর্ব মাথা থেকে সূর্যোদয় দেখব, উফ, কি মজা। রমজানের ছুটিতে কেলানতান গেলাম সাগর পাড় থেকে সূর্যোদয় দেখব।

১১ই মার্চ শুক্রবার আমরা কেলানতান পৌঁছি। আমরা না বলে আমিও বলতে পারি কারণ আমার সাথে আমি ছাড়া বিদেশী আর কেউ ছিল না। আর এ ব্যাপারে যে আমাকে পরম আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছিল আমার বন্ধু ADNAN। যার কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। তার এবং তার পরিবারের সর্বোচ্চ সহযোগিতা আমি পেয়েছিলাম। Realy,I am very pleased and thankful to Adnan and his family. Who have assisted me as they could. ১১ তারিখ বিকেলেই আদনান আমাকে বলল, তুমি কি সাগর তীরে যেতে পছন্দ করবে নাকি এক অজ পাড়া গা'তে যাবে আজ। কাল না হয় সাগর তীরে যাব। বললাম, তাই হোক। ১১ মার্চ বিকেলে আমরা পল্লী গাঁয়ে গেলাম। সেই যেন বাংলার ধানক্ষেত। এই যেন বাংলার কৃষক, কোন ফারাক নেই। সমান মানুষ। তামাটে রংয়ের দেহ। পার্থক্য এতটুকুই একজন অন্য জনের কথা বুঝে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেই ধান ক্ষেত পাঠক্ষেতের মাঝের রাস্তাও কিন্তু পাকা করা। একবার মাঠের মাঠে একদল কৃষক দেখে আদনানকে মোটর সাইকেল থামাতে বললাম, রাস্তায় মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেলাম দুজনেই ক্ষেতের আল ধরে। কৃষকরা তাকাল আমাদের দিকে, আমাদের দেশেও দেখেছি কোন মোটর সাইকেলধারী ক্যামেরা ওয়ালা লাল চামড়া ওয়ালাকে ধান ক্ষেতের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলে কৃষকরা তাকিয়ে থাকে। এগিয়ে গেলাম তাদের কাছে কৃষকরাও হাতের কাজ থামিয়ে এগিয়ে এল। Adnan মালয় ভাষায় কি কি যেন বললেন, যৌবনের কাছাকাছি বয়েসী একজন আমার সাথে ইংরেজীতে কথা বলতে চেষ্টা করলো, আমার মালয় ভাষা-জ্ঞানের দৌড় যদ্দুর তার ইংরেজীতে দখলও তদ্দুর। তার সাথে বেশী দূর কথা বলতে পারলাম না। তবুও গ্রামের একজন কৃষক সামান্য পড়ালেখা করে যতটুকু সাহস করেছে তা অনেক বেশী।

www.pathagar.com

তাদেরকে নিয়ে আমরা ছবি তুললাম, তারা তো মহাখুশী। বিশেষতঃ যখন বলা হলো এ ছবি পত্রিকায় ছাপা হবে।

নানা কারণে প্রথম দিনেই আমার সাগর পাড়ে যাওয়া হয়নি। আদনানের বাড়ী থেকে সাগর ৮/৯ কিলোমিটার। কথা ছিল সাগরের ঠিক তীরে যে বন্ধুটির বাড়ী, তার বাড়ী গিয়ে ২দিন থেকে রাত কাটাব, আর সকালে সূর্যোদয় দেখব। আর মাত্র ২ রাত আমি কেলানতানে থাকছি। তারপরই কুয়ালালামপুরের দিকে যাত্রা। ১৪ই মার্চ সোমবার যেভাবেই হোক সাগর পাড়ের বন্ধুটির বাড়ী যেতে হবে। না হয় সূর্যোদয় দেখা হবে না। সাগর পাড়ের বন্ধু নাম আজহাম। ১৪ মার্চ রাত ৯টা। আমি সিরিয়াস হয়ে গেলাম। এখনই সময় এ দু'রাত যদি সাগর পাড়ে না যেতে পারি তাহলে কেলানতানে আসাটাই মাটি।

রাত আছে মাত্র ২টা। এক সকালে তো আকাশ মেঘলাও থাকতে পারে। ADNAN এর আম্মা বললেন, ৪টা ভাত খেয়েই যেতে হবে। হয়ত বা ADNAN দের বাড়িতে এটাই হবে শেষ ভোজন। খাওয়ার পর্ব শেষ হলো, কিন্তু বাইরে বৃষ্টি। এ বৃষ্টিতে বেরুনোর কোন যুক্তি হয় না। কিন্তু আমার মুখভঙ্গি দেখে

আদনান কোন প্রতিবাদ না করে বৃষ্টিতেই বের হয়ে পড়ল। গায়ে ওভারকোট মাথায় হেলমেট বেধে আদনান মোটর সাইকেল স্টার্ট দিল। আমি পেছনে বসে পড়লাম। আধা মাইলও যেতে পারিনি ভিজে একাকার হয়ে গেলাম। আদনান এক বাজারে থামল। বলল, আজহামকে ফোন করি। করলাম ফোন কিন্তু আজহাম বাসায় নেই। তার ছোট বোন ধরল, সে কোন এক স্থানে গিয়েছে বলল, আমরা সেখানে গেলাম কিন্তু সেখানে আজহাম নামে কাউকে আমরা পেলাম না। ইতিমধ্যে দেখলাম আমার সারা শরীর তো ভিজে গেছেই আমার দামে কেনা অত্যন্ত শখের জুতাও ভিজে যাচ্ছে। নিজের শরীর জামা কাপড় ভিজেছে, জ্বর আসতে পারে সে জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু জুতাটা ভিজছে দেখে কষ্ট লাগলো। ব্যাগ খুললাম, কাপড়ের জুতা বের করে পরলাম, শখের জুতাটা ব্যাগে ভরলাম। আবার শুরু করলাম যাত্রা। সূর্যোদয় দেখতে যাবার অভিলাষ। রাত প্রায় ১০ টার দিকে আমরা আজহামদের বাড়ীর কাছে পৌছলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজহাম এখনো ফিরেনি। আর তাদের বাড়িতে আর কোন মেহমান ধারণের ক্ষমতা ও নেই। তার বিবাহিতা বোনেরা বেড়াতে এসেছে। সুতরাং Go back, আমার মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। আদনান বললো, Don't wrry. আমার বাড়ী চল আবার, তোমাকে কাল ভোর রাতে আবার নিয়ে আসব, তুমি চিন্তা করো না। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই আমরা সাগর পাড়ে পৌছব।

আমরা ফিরে এলাম আদনানদের বাড়ীতে। রাত তখন ১১টা। প্রায় সকলেই ঘুমে অচেতন। আমরাও প্রচন্ডভাবে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার জেগেও

www.pathagar.com

গেলাম ভোর রাতে। আমার আদনানকে জাগাতে খারাপ লাগছিল তাকে আর কত কষ্ট দেব। ইতোমধ্যে সে নিজেই জেগে গেছে। বলল। Don't be late. আবার সেই ভোঁ দৌড়। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল মোটর সাইকেলে তেল নেই। গত রাতেই তেল শেষ হয়ে যাবার পর রির্জাভ এ দিয়ে দেখা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এতক্ষণে রিজার্ভ জালানীও শেষ হয়ে গেছে। আর এই পল্লী গাঁয়ে কোন ক্রমেই এই ভোর রাতে জ্বালানী পাওয়া যাবে না। মনে মনে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লাম। এতে ভাবলাম এত বাধা ডিঙ্গিয়ে কি কাজ করা যায়? নিজের উপর কিছুটা ধিক্কার এল। মনে মনে আল্লাহকে বললাম, প্রভু আমরা তো কোন অন্যায় কাজে যাচ্ছি না। আমি মনে মনে অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ কখন মোটর সাইকেলটা বন্ধ হয়ে যায়। আমার মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে পড়লো। আল্লাহ একটু সাহায্য করো, এত টাকা খরচ করে কিলানতান এলাম, যদি সেই সূর্যোদয়ই না দেখলাম তাহলে সব মাটি, জীবনে তো আর কখনো আসার সুযোগ নাও হতে পারে।

মানুষ যখন একান্ত মনে আল্লাহর কাছে কিছু চায় আল্লাহ তা পূরণ করেন। একজন নিতান্ত যুক্তিবাদী বা বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবু মনের শক্তিকে কোন দর্শনই অস্বীকার করতে পারে না। সে যাক, আমাদের ক্ষেত্রে কিছুটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। আমরা সাগর তীরের পাকা রাস্তায় মোটর সাইকেল থামিয়ে বালুচর দিয়ে সাগরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পূর্বাকাশের কালিমা ক্রমেই টকটকে রং ধারণ করছে। সামান্য একটু মেঘও আছে, কিন্তু সে মেঘটাও বিরাট শিল্পের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোলা লাল আকাশের এখানে ওখানে দু/এক চিলতে মেঘ পরম ছন্দের সৃষ্টি করেছে। আমি আবেগে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। সুন্দর। উফ্ বড়ই সুন্দর। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার মত ভাষা আমার নেই। আমার মনে পড়লো গানের সেই কলি "তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর"। আদনানকে বললাম মনের মত করে ছবি তুলতে। সে আমার ছবি তুলতেই ব্যস্ত। তার ছবি তোলার জন্য বার বার বললে সে না না করলো। হয়তো বা আজকের এই সুযোগ সে শুধু আমাকেই দিতে চাইছে। সে তো জীবনে অনেকবার আসতে পারবে কিন্তু আমি তো কোন দিন আর আসতে পারবো না। তবু ও তার ২/৪ টা ছবি নিলাম।

এক সময় বললাম আমার এই স্মৃতি বিজড়িত স্থানে দু'জনে একত্রে ছবি তুলতে চাই। আমাদের একটু দূরে কিছু লোক আছে তাদের একজনকে অনুরোধ করবো একটা ছবি তুলে দিতে। আমি সতর্কতা হিসেবে আদনানকে বললাম, দেখ সাগর পাড়ে নাকি এমন এমন ঘটনা ঘটে যে তুমি কাউকে তোমার ক্যামেরা দিয়েছ একটা ছবি তুলে দিতে। সে তখন ক্যামেরাটা নিয়ে ভোঁ দৌড়। আমার এ কথায় আদনান কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, মালয়েশিয়ায় কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনা।

www.pathagar.com

মালয়েশীয়দের কাছে তুমি কখনো এমনটি প্রত্যাশা করতে পার না। আমি এতে কিছুটা লজ্জা পেয়ে বললাম, "Sorry Brother" সত্যই মালয়েশিয়াতে এমন ঘটনা সচরাচর ঘটার কথা নয়, অন্তত মালয়দের দ্বারা। অন্য দোষগুণ যাই থাক, ঝগড়াঝাটি আর প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা মালেদের মধ্যে পাওয়ার কথা নয়।

যে ভদ্রলোক আমাদের ছবি তুলে দিলেন তিনি আমরা যতদূর আশা করেছিলাম তার চে' বেশী ভাল মানুষ। আমরা I.I.U 'র ছাত্র শুনে ভদ্রলোক খুশী হলেন। তিনি I.I.U 'র এক ছাত্রাবাসের কাছের এক অফিসে চাকুরী করেন। তাই আলাপ জমল কিছুক্ষণ। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

সাগর পাড় থেকে ফিরে পাশ্ববর্তী বাজারে গিয়ে আদনানকে বললাম, নাস্তা করা দরকার। সে বলল, Ok আমি বললাম, আমাদের নাস্তার পয়সাটা আমিই Pay করব। সে হেসে বললো , "তোমার খুব ইচ্ছা?" আমি বললাম, হ্যাঁ। বলল ঠিক আছে। আমি মনে মনে বড় অংকের একটা বিলের প্রত্যাশা করছিলাম। কারণ, ভালো মানের নাস্তা ছাড়াও সমুদ্র সৈকত হিসেবে চড়াদাম নিতে পারে। কিন্তু আমি মনে মনে যে বিলের জন্য প্রস্তুত ছিলাম তার চে' অনেক কম বিল আসল, কেন্টিনে বসে চোখ পড়ল একটা বিরাট সাইনবোর্ড। মালয় ভাষায় লেখা। আদনান বললো, জান এখানে কি লেখা রয়েছে? সে বলল, এই সাইনবোর্ড দিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করা হয়েছে। এই সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে, "যারা অযথা সময় নষ্ট করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।"

বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে আমরা সূর্যোদয়ের দেশ থেকে ফিরে চলে এলাম। বিদায় কেলানতান, বিদায় চীন সাগর।

(অঙ্গীকার ডাইজেষ্ট, জুলাই/আগষ্ট'৯৫ সংখ্যা।)

•

www.pathagar.com

চীন সাগর থেকে আটলান্টিক

১৯ সেপ্টেম্বর' ১৯৯৫ সালের মঙ্গলবার সারাদিন প্রচন্ড ব্যস্ত। একটুখানি ভুল হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। আজকেই থিসিস জমা দিতে হবে, ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। না হলে মার্কিন ইমিগ্রেশ এন্ট্রি করতে দিবে না। আজ মিস করলে এ সেমিষ্টার ধরা যাবে না। সারা দিনের প্রচন্ড ব্যস্ততার পর বিকেল ৫টায় ওয়াইপিএম হোষ্টেলে এসে গা এলিয়ে দিলাম, ভাবনা এসে জড়ো হলো, 'সত্যি সত্যি আমি মালয়েশিয়া। ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার প্রিয় মালয়েশিয়া যেখানে আছেkelantan, যেখানে আছে আমার প্রিয় ক্যাম্পাস এবং আছে munie ভাবতে ভাবতে চোখের কোণে পানি চলে এলো।

রাত সোয়া ৯টায় কুয়ালালামপুর সুবাং বিমানবন্দরে জাহিদ,ফজলু, লুৎফুর ভাইদেরকে বিদায় দিয়ে ইমিগ্রেশন পেরুলাম। সবুজ বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেখে ভালোভাবে চেক করলো। রাত ৯:৫৫ মিনিটে শুরু হলো প্রথম যাত্রা। বিদায় মালয়েশিয়া, বিদায় kL.

রাত ১১:৫৫ মিনিটে সিংগাপুর থেকে বিমান ছাড়ার কথা ছিল, ছাড়লো ২০ মিনিট পর রাত ১২:১৫ মিনিটে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর। আকাশে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যে একটা প্রচন্ড শব্দ শুনলাম। ডান পাশের জানালা দিয়ে বিমানের ডানা দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরুতে দেখলাম। যাত্রীরা কিছুটা আতংকিত হয়ে পড়লো, বিমানবালা বার কয়েক যাত্রীদেরকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলো, আমি প্রথমে একটু চমকে উঠলেও পরক্ষণে ভাবলাম এটাই সম্ভবতঃ স্বাভাবিক। একটু পরেই পাইলটের ঘোষণা এলো, দুঃখ প্রকাশ করা হলো যে বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে তাই আমরা এক্ষুণি আবার সিঙ্গাপুর ফিরে যাচ্ছি। আশ্বস্ত করা হলো যে, সব কিছু নিয়ন্ত্রনর মধ্যে রয়েছে। সাথে সাথে বলা হলো বিমানবন্দরে নামার সাথে সাথেই আপনাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা রয়েছে। যারা দেরীর কারণে আত্নীয় স্বজনকে ফোন করে জানাতে চান তাদেরকে ফোন কার্ড দেওয়া হবে এবং

সাথে সাথে দেরী না করে কোন ফ্লাইটে কত নং গেট থেকে আমরা যেতে পারবো জানানো হলো। তাদের এই চমৎকার ব্যবস্থাপনায় আমি মুগ্ধ হলাম। সমুসা,কেক,অরেঞ্জ,জুস,কফি সবই খেলাম, ১০ ডলারের একটা ফোন কার্ড পেলাম যা দিয়ে u s তে মামাত ভাই মান্নানকে ফোন করে অর্ধেকও শেষ করতে না পেরে University তে Call করলাম। বন্ধুদের সাথে কথা বলেও ১০ ডলারের কার্ড ফুরালোনা। মালয়োশিয়া, সিংগাপুরে তখন রাত আড়াইটা বাংলাদেশে সাড়ে ১২ টা তাই এত গভীর রাতে কাউকে বিরক্ত করা সমীচিন মনে করলাম না। রাত ৩ টা ২৫ মিনিটে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। আমার সীট পড়েছিল জানালার পাশেই।

www.pathagar.com

বিমানবালাকে ডেকে বললাম, আমি একজন সাংবাদিক, তুমি কি Kindly আমাকে Infom করবে, যখন আমরা কোনো গুরুত্তপূর্ণ স্থান অতিক্রম করবো? বিমানবালা বললেন,Video পর্দায় সব দেখানো হবে। সত্যিই চমৎকারভাবে ম্যাপের মাধ্যমে দেখানো হলো কোথায় আছি আমরা, বিমানের গতি কত, আবহাওয়া কেমন, ঘড়িতে সময় কত, যেখান থেকে এসেছি এবং যেখানে যাব কোথাকার স্থানীয় সময় কত। কখন গিয়ে পৌছবো।

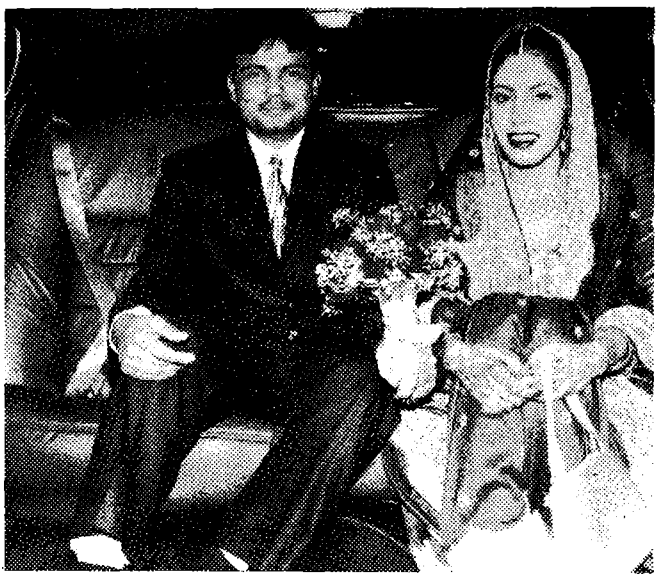

ভ্রমন কালে গাড়ীতে বসা অবস্থায় স্ত্রীসহ লেখক।

আমি হালাল খাবার চাইলাম। জানতে চাইলো আমি আগে Inform করে ছিলাম কিনা। বললাম, না। বললো, যেহেতু আমি আগে Inform করিনি, সেহেতু আমাকে স্পেশাল কিছু দেওয়া যাবেনা তবে তাদের কাছে মুসলিম ফুড এর প্যাকেট আছে, যাতে ছিল ভাত, চিংড়ীমাছ, ডিম এবং সব্জী। পরদিনও আমাকে তাই দেওয়া দেওয়া হলো, আমার কাছে ভাল লাগলো না তাই Pure মাছ চাইলাম। মহিলা (বিমানবালা) আমার মাথার কাছে সীটে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিলএবং বললো যে, সে Admition call করে দিয়েছে; সেখান থেকে আমার জন্য মাছের ব্যাবস্থা করা হবে। আমার আশপাশে যাত্রীদের এ সময় হরদমছে লাল পানি টানতে দেখলাম, আমাকে তাই ঘন ঘন অরেঞ্চ জুস পরিবেশন করা হলো। সত্যি সিংগাপুর এয়ারলাইন্সের এই জামাই আদর আমার বেশ ভাল লাগলো। শুধু খাবার-দাবার কেন ২ বার টুথব্রাশ-টুথপেষ্ট ও দেয়া হলো, বারবার সতেজকারক তোয়ালে দেয়া হলো।

www.pathagar.com

ভোর রাতে সাড়ে ৩ ঘন্টার মাথায় সূর্যোদয় দেখা স্বাভাবিক ধারণা থাকলেও সেই সূর্যোদয় দেখলাম ৮ঘন্টা পর, সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছি, সূর্য আমাদের পিছু নিয়েছে। আমার ঘড়িতে যখন সকাল ১০টা তখন সূর্যের লালিমা দেখে বিমানে বসে বসেই ফজর নামাজ সারলাম।

আমস্টার্ডাম থেকে নতুন বিমানবালা ও নতুন যাত্রীসহ আমার কাছে সবই নতুন। আমিও দেড় ঘন্টার যাত্রা বিরতি পেয়ে বিমান বন্দরে ঘুরে ফিরে নতুন হয়ে এলাম। হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড বিমানবন্দর অবস্থিত আমস্টার্ডাম-এ। ইউরোপীয় দেশ। ঘুরে ফিরে দেখলাম, ২টা ভিউকার্ড কিনে Munie এবং হান্নানকে পাঠালাম। হলান্ড থেকে চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই চমকে উঠবে। প্রতিটি কার্ড কেনা এবং পাঠাতে আড়াই ডলার খরচ হয়েছে। যদিও হল্যান্ডের মুদ্রামান ইউ, এস ডলার থেকে কম ০১:১.৫। আমষ্টারডম থেকে আমার জন্য মজার মজার মাছ আনা হলো।

আমষ্টারড়ম যখন পৌছলাম তখন আমার ঘড়িতে বিকেল ৫টা অথচ আমষ্টারডমে বেলা ১১টা। বিমান যখন মধ্যাকাশে ছিল তখন প্রচন্ড রোদ, তাপদাহ, বিমান যখন নামতে শুরু করে তখন দেখি আমষ্টারডমের আকাশ প্রচন্ড মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা। আমরা মধ্যাকাশ থেকে আমষ্টারডামের আকাশে নেমে আসি। ওহ ঠান্ডা, কুয়াশা কোথায় গেল এতক্ষণকার তাপদাহ । আমি খুব টায়ার্ড অনুভব করছি। গত রাতে অনেকেই বসে বসে বা কাৎ চিৎ হয়ে ঘুমাতে পারলেও আমার ঘুম আসেনি। এক পলকে চেয়ে থাকি জানালার বাইরে কৌতুহলী কিশোরের মত। কখনো নীচে দেখা যায় রঙ্গিন আলোর শহর। কখনো বা বসে চিঠি লিখি আম্মাকে,বন্ধুদেরকে, Munie কে। সূর্যোদয়ের পর থেকে উপভোগ করি প্রকৃতির আসল সৌন্দর্য। না, পৃথিবীর কোন ভাষা সে সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবেনা। বলবেন, অপূর্ব? পৃথিবীতে অনেক সৌন্দর্য দেখেই তো অপূর্ব বলেছেন। আমি নিজেও বলেছি অনেকবার। আজকের এ রূপ সকল রূপকে হারিয়েছে। আমরা ভেসে যাচ্ছি । নীচে সাদা মেঘের সমুদ্র পাহাড়। সেই সাদা মেঘের সমুদ্রে পড়েছে টকটকে লাল সূর্যের রক্তিম আলোক। উপরে গাঢ় নিখাদ নীল আকাশ। দূরে দেখেছি সাগর, ভিডিও পর্দা বলছে সেটা কৃষ্ণসাগর ,মাঝে মধ্যে দেখেছি অন্য একটি বিমান উড়ে যাচ্ছে দূর সুদূরে কোথাও। আকাশে সূর্যের লালিমা এখনো মিলিয়ে যায়নি। এবার একটু ভাবুন, এমন সৌন্দর্য দেখেছে কেউ এই জনমে? কিছুক্ষণ পর আবার দেখলাম বালির পাহাড়। হাজার হাজার মাইল শুধু বালির পাহাড় রং বেরং চিত্র বিচিত্র , অপূর্ব। ভিডিও ম্যাপ বলছে আমরা এইমাত্র পারস্য সাগর পেরুলাম। অর্থাৎ মধ্যপাচ্যের আরব মরুভুমি পাড়ি দিচ্ছি। ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত বিমান পাড়ী দিচ্ছিলো এসব মরুভুমি। মাঝে -মধ্যে দেখলাম মরুভুমির মাঝখানে চলে গেলো সরু সড়ক

www.pathagar.com

পথ শত শত হাজার হাজার মাইল। কখনো চোখে পড়লো একটি ছোট্ট শহর কিছু দালান কোঠা।

আমষ্টারডাম ছাড়লাম। আটলান্টিকের আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মেঘের ফাকে এক সময় বৃটেন। ভিডিও ম্যাপ দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা বৃটেনের দক্ষিণ প্রান্ত ছুয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আটলান্টিক হয়ে নিউইর্য়ক। আমরা এখন সম্পূর্ণ আটলান্টিক এর উপর, নীচে শুধু সাদা মেঘ। আটলান্টিকের তর্জন গর্জন কিছুই চোখে পড়ছেনা। নিউইর্য়ক জন এফ কেনেপি এয়ারপোর্টে অবতরণের পূর্বে বিমান প্রায় ২০/২৫ মিনিট যাবৎ আটলান্টিকের তীর ঘেষে চললো, এই সেই নিউইর্য়ক। আটলান্টিক। আমরা উড়ছি আটলান্টিক আর নিউইর্য়কের মাঝে। যুক্তরাষ্ট্রে (নিউইর্য়ক) তখন বেলা ২টা, মালয়েশিয়ায় রাত ২টা। বাংলাদেশ রাত ১২টা। ঘুমাচ্ছে আমার মা, আব্বা। ঘুমাচ্ছে মালয়েশিয়ার বন্দুরা ক্যাম্পাস, Munie.

পালাবদল'৯৭

www.pathagar.com

আমেরিকান ঘরে থ্যাংকস গিভিং

আমেরিকাতে আমার বয়স মাত্র দু'মাস। সঠিক হিসেব কষে বললে-৬২ দিন কয়েক ঘন্টা, মিনিট এবং সেকেন্ড। ক্লাস শুরুর কয়েকদিনের মধ্যে শুনতে শুরু করলাম, ২৩ নভেম্বর থ্যাংকস গিভিং দিবস। প্রথম ধরে নিয়েছিলাম থ্যাংকস গিভিং হলো, সেমিষ্টারের শেষ ক্লাস। বিদায় ক্লাস হিসেবে শিক্ষক -ছাত্র পরস্পরকে ধন্যবাদ দেয়। আমার এ ধরে নেয় বেশ কিছু দিনই চললো। হঠাৎ একদিন নিউইয়র্ক এসে যখন ঝরনা আপার বাসায় থ্যাংকস গিভিং উদযাপনের বর্ণনা শুনলাম তখন ভাবলাম থ্যাংকস গিভিং হলো খৃষ্টানদের বড়দিনের পূর্ব প্রস্তুতি জাতীয় উৎসব। কিন্তু না, আমার এই ধরে নেয়াতে ও ছেদ পড়লো। যখন একদিন ক্লাসে আলোচনা হচ্ছিল। বংশগতভাবে আমেরিকান মাত্র ৫ বছর আগে ধর্মান্তরিত মুসলিম মেয়ে নুরা জানাল যে, এক কথায় এই থ্যাংকস গিভিং হলো- সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ইউরোপীয় এবং ভারতীয়রা এদেশে আসার পর সকল জাতির সুন্দর সহাবস্থানের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বা এ জাতীয় কিছু।

সে যাক, থ্যাংকস গিভিং উদযাপনের প্রধান খাবার "টার্কি" নিয়েও আমার বিড়ম্বনা ছিল। প্রফেসর ইব্রাহীম আবু রাবী'র সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন থ্যাংকস গিভিং দিবসে এদেশীয়রা প্রধানত টার্কি খায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো টার্কি খেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ তো। টার্কি তো অনেক খেয়েছি মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটিতে টার্কিস (তুর্কি) দোকানে। ব্যাস চললো ক'দিন। ঠিক থ্যাংকস গিভিং দিবস নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল প্রফেসর স্পাইট এর ক্লাসে। স্পাইট জানতে চাইলো আমি কখনো টার্কি খেয়েছি কিনা। বললাম, অনেক খেয়েছি। মালয়েশিয়াতে আমার প্রিয় খাবার ছিল। মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অনেক টার্কিস (তুর্কি) আছে । তাদের খাবার দোকানও ছিল। প্রফেসর স্পাইট হেসে বললেন, হেই! এই টার্কিস সেই টার্কিস নয়। এই টার্কিস একটা পক্ষী জাতীয় প্রাণী। মুরগীর মত দেখতে তবে অনেক বড়।

তাজ্জব ব্যাপার তো! জানলাম অনেক কিছু থ্যাংকস গিভিং দিবস সম্পর্কে। সবার সামনেই বললাম কোথায় গেলে থ্যাংকস গিভিং সম্পর্কে ভালভাবে জানা যাবে? ক্লাশের সেই মুসলিম মেয়েটি নুরা আমার কাছে জানতে চাইলো পরের বৃহস্পতিবার আমি ব্যস্ত থাকবো কি না, আমার সময় থাকলে সে আমাকে দাওয়াত দিতে চাইলো। সিদ্ধান্ত হলো তার স্বামী এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

নূরা বাবা -মা'র একমাত্র সন্তান। ৫ বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। বাবা-মা- নানী/দাদী এখানো খৃষ্টান। থাকছে একত্রেই । কারো আপত্তি নেই। রাত সাড়ে ৫ টায় । হ্যাঁ রাত সাড়ে ৫ টাই। আমরা এখন সোয়া ৪ টায় বাসা থেকে

www.pathagar.com

বেরিয়ে সড়কে পা দিতেই ২০/২৫ গজ দূরে একটা গাড়ীর সামনে এক তাগড়া যুবককে দেখি। তার দিকে ঔৎসুক্য দৃষ্টি ফেলতেই ভদ্রলোক সশব্দে সালাম জানালেন। ভাবলাম, ইনিই তিনি। কারণ আমেরিকায় সালামটা খুবই দুর্লভ। পয়সা দিয়ে কিনতে গেলেও পাওয়া দুস্কর। অমুসলিমরা তো সালাম দেয়ার প্রশ্নই নেই। মুসলমানরাও সালাম ভুলে যাচ্ছে। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাকে দেখলে বলবে হাই। কে কি মনে করে জানি না, আমার বিরক্ত লাগে। তাই আমি সালামই দিই। কেউ কেউ অবশ্য তখন সালামের উত্তর দেন।

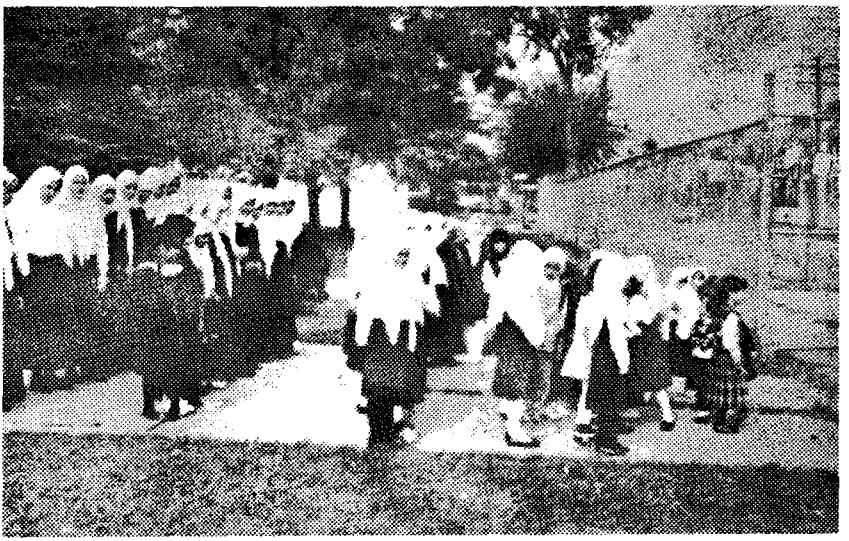

যুক্ত রাষ্ট্রের একটি ইসলামী স্কুলের সামনে দাড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্যারেড করছে।

যাই হোক, নূরা'র হবু বর খামিস, দুলাভাইয়ের লম্বা সালাম শুনে এগিয়ে গেলাম সে দিকেই। হাত এগিয়ে দিয়ে বললো , সম্ভবতঃ তুমিই মাহফুজ। আমি হেসে দিয়ে বললাম সত্যিই তুমি বুদ্ধিমান। তারপর আরবীয় কায়দায় করমর্দন। ওহ! বলতে ভুলে গেছি, খামিস দুলাভাই' জাতে ফিলিস্তিনি। ১১ বছর থেকে আমেরিকায়। যারা জীবনে একবার অন্ততঃ কোন জাত আরবের সাথে করমর্দন করেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আরবীয় করমর্দন কি? আর প্রথমবার করমর্দন করলে ভালভাবেই জানবেন করমর্দন কাহাকে বলে, উহা কত প্রকার ও কি কি?

আমার দুলাভাই বেশ রসিকজন। নূরা বোনটি আমার সুখীই হবে। ভদ্রলোক চমৎকার রসবোধ সম্পন্ন। সুঠাম দেহ। সাহসটাও কিছু আঁচ করলাম তার গাড়ী চালানো দেখে। ঘন্টায় ৮০ মাইল দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। ওভারটেক করে যাচ্ছে একে একে। বাসায় এসে বসতেই নূরা এসে সালাম জানাল। এলো তার বাবা

www.pathagar.com

জেমস, হাত বাড়িয়ে বললো, আমি জেমস। বললাম, আমি মাহফুজ। একে একে তার মা এবং দাদী এলো। তারপর কথাবার্তা অনেক কিছু হলো। সে সব খুচরা আলাপ বাদ দিয়ে ভোজন পর্বে যাই। ছোটকাল থেকেই আমি খুব খেতে পারতাম। গ্রাম দেশে তিরস্কার করে বলে "খাউয়া"। সেই খাউয়া ছিলাম আমি। একমাত্র সন্তান না হলেও আম্মা সব সময় মুরগী বা গরুর ভাল টুকরোগুলো রেখে দিতেন আমার জন্য। পোলাও করলে কথা ছিল আমি খাব আগে।

এই খাউয়ারা একটু নামী দামী হলে তখন বলা হয় ভোজন রসিক। শুনেছি বিদ্রোহী কবি নজরুল ভাল ভোজন রসিক ছিলেন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক তো ছিলেন ভোজন রসনার জগতে কিংবদন্তী। আমেরিকান পরিবারে খাবার টেবিলে বসে আমি কমপক্ষে ৭/৮ বছর পেছনের কথা স্মরণ করতে চাইলাম । কখন এমন খাবার ভর্তি টেবিলে বসেছিলাম। এই ৫/৭ বছরে আমার কোন ভাই বোনের বিয়ে হয়নি যে বিবাহ উৎসবে কিংবা কোন ভাই বোনের শ্বশুরালয়ে গিয়ে এমন টেবিলে বসব। গত ৫/৭ বছরে নিজেরও বিয়ে হয়নি যে এমন জামাই আদর পাব। আর সত্যি বলতে কি মালয়েশীয়ার ৩ বছর জীবনে এমন টেবিল স্বপ্নেও দেখিনি। আমার অনেক লেখাতেই মালয়েশিয়ার সুনাম করেছিলাম, তবে কোন কোন লেখায় এটাও লিখেছি যে, যদি বলি মালয়েশিয়রা Trns রাঁধতে জানেনা এতে তাদের বদনাম করা হবে কি না জানি না। তবে মিথ্যা হবে না। আমি মনে করি, মালয়েশীয়রা শুধু বাঁচার জন্য খায়।

সে যাক টেবিলে বসতেই নূরার বাবা বললো, আমরা খেতে বসলে প্রত্যহ নূরা দোয়া করে, তারপর নূরার দিকে তাকালে নূরা হাত তুলে বিস্‌মিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে "সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিল" ভাল খাবার খেতে বসতে সুযোগ দেয়ার জন্য, দোয়া করলো আমরা সবাই যেন ভালভাবে চলি, কল্যাণের পথে চলি। মুনাজাত শেষে সবাই বললো, আমীন।

খাবার টেবিলে ডিমের দিকে তাকিয়ে আমার মত পেটুক কিংবা ভোজন রসিকের ভয় ধরেনি বরং জিহবায় লালা ধরার অবস্থা। টার্কির বিভিন্ন প্রকার রান্না, হরেক রকম সব্জি, বিচিত্র ফল-ফলাদি। নানান রকম মিষ্টান্ন আর নাম না জানা অন্য খাবার। জেমস আমার প্লেটে বিভিন্ন খাবারের একটু একটু দিয়ে বললো, সবগুলো একটু খেয়ে দেখ কোনটা ভাল লাগে। খেলাম রে ভাই, জনমের খাওয়া। বাকী রাখলাম শুধু লবনহীন, সেদ্ধ আলুর ভর্তা, আর ময়দার তৈরী এমন অন্য একটা কিছু। আহার পর্ব শেষে সোফায় গা' এলিয়ে দিলাম। কেমন ঝিমু ঝিমু ভাব। নূরার দাদী বললো, কি ব্যাপার তোমার ঘুম পাচ্ছে? বললাম হ্যাঁ, দাদী বললো, ওমা আহার পর্ব তো সবে শুরু। দ্বিতীয় দফা চললো ফল দিয়ে তৈরী বিভিন্ন খাবার এবং মিষ্টান্ন চা পর্ব।

www.pathagar.com

ভাবলাম আমেরিকানরা অন্য কাজ তো পারেই, খেতেও জানে। গল্পের এক পর্যায়ে বললাম, সত্যি তোমাদের সাথে কমপক্ষে একটা দিক দিয়ে আমাদের ভাল মিল আছে তাহলো খেতে জানা। আমরা বাঙ্গালীরা আর কিছু না পারি, কিন্তু খেতে জানি। বললাম এখন নভেম্বর মাস। বাংলাদেশে শীতকাল। যাও বাংলাদেশে দেখবে পিঠা কাহাকে বলে, নারীরা কত সুনিপুণ রন্ধন শিল্পী।

আমারা ড্রইং কক্ষে টিভি দেখছিলাম, এক পর্যায়ে নূরার দাদী বললো, তুমি টিভি দেখ? বললাম হ্যাঁ তো। বললো, টিভিকে বিশ্বাস করো? বললাম কেন? বুড়ী বললো, টিভিকে কখনোই বিশ্বাস করবে না। এরা সব সময় পক্ষপাতিত্ব করে। আমি বললাম, তুমি কি খবরের কথা বলছো নাকি নাটকের কথা । বুড়ী বললো সবই। আমি বললাম, বল কি তাহলে তুমি খবর পাও কিভাবে? বললো, স্থানীয় পত্রিকা New York Time, T.V এগুলি সব দেখলে তারপর হয়তো বা তুমি আসল ঘটনা আঁচ করতে পারবো। সে আরো বললো সাংবাদিকরা সব সময় পক্ষপাতদুষ্ট। মনে মনে ভাবতে বসলাম- বুড়ী তো মন্দ বলেনি। আসলেই একাধিক পত্রিকা না পড়লে আসল ঘটনা আঁচ করা কঠিন। একই ঘটনা ভিন্ন পত্রিকায় সম্পূর্ণ উল্টোভাবে লেখা । এভাবেই তো প্রচার মাধ্যমগুলো জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাত যখন সাড়ে ৯টা তখন এখানে গভীর রাত । বললাম এবার যে উঠতে হয়। সবাই এক ডাকে বলে উঠলো, বসো, বসো, আরেকটু বস। ভেবনা এটা তোমারই ঘর। যতক্ষণ ইচ্ছা থাক। ভাবলাম ভারী সুন্দর সৌজন্যবোধ তো।

রাত সাড়ে ১০ টায় যখন উঠতে যাচ্ছি তখন নূরা এসে আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বললো, তোমার রুমমেটের জন্য। গাড়ীতে বসে বসে ভাবলাম, অনেক অনেক দিন আগে এমন খাবার খেয়েছি রে ভাই।

(অঙ্গীকার ডাইজেষ্ট, ঈদ সংখ্যা-৯৬)

www.pathagar.com

সিংগাপুরে কয়েকদিন

১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। পরীক্ষা চলছে, মাঝখানে লম্বা বিরতি। আবার পরীক্ষা ২১ তারিখে। পরীক্ষার পর অনেকগুলো পরিকল্পনা। মাথায় এলো সিঙ্গাপুর যাবার এটাই মোক্ষম সময়। যেই ভাবা সেই কাজ রাত ১টার সময় ফোন করলাম সিঙ্গাপুরে অবস্থানকারী বন্ধু হাবিব ভাই এবং জুয়েল ভাইকে। পেয়েও গেলাম সাথে সাথে। জানালাম, ১৫ এপ্রিল রাতেই সিঙ্গাপুর আসছি। দিনে গিয়ে টিকেট কিনে আনলাম। রাত ১০ টায় ছাড়বে বাস।

১৫ এপ্রিল শুক্রবার। সারাদিন এটা-ওটা গুছালাম। মনের ভেতর কি যেন পিট পিট করছে। সন্ধ্যার পর আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। মেপে দেখিনি, তবে মিনিটে ৮০ বারের কম হবে না বোধ হয়। খেতে গেলাম কেন্টিনে, খেতে পারলাম না ঠিকমত। আমার এ সমস্যা অনেক দিনের। কোথাও যাবার প্রস্তুতি নিলেই কেন যেন টেনশন শুরু হয়ে যায়।

বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি, আমাদের ৩ ইন্দোনেশীয় বন্ধু। আমার সহপাঠি মুখতার সস্ত্রীক বাড়ি যাচ্ছে, অন্য দু'জন এসেছে তাকে সী অফ করতে। তাদের সাথে কিছুক্ষণ এটা-ওটা আলাপ শেষে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন মুখতারের বৌ হাত তুলে সম্ভাষণ জানায়। আমি যে মুখতারের ক্লাসমেট, ভদ্র মহিলা আগে থেকেই জানতেন। মুখতার সস্ত্রীক ঘুরে বেড়ানোর সময় তার সাথে আমার কথা হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু ভদ্র মহিলা ইংরেজীর ই- বা আরবী কথাবার্তার আলিফও জানতেন না, তাই তাঁর সাথে কখনো নিতান্ত সম্ভাষণ বিনিময়ও হয়নি। বাসে উঠতে যাব, 'ন'টার গাড়ী ক'টায় ছাড়বে' এ অবস্থা মালয়েশিয়ায়ও আছে। ১০টায় ছাড়ার কথা থাকলেও প্রায় ৩০ মিনিট পর বাস আসে। কিন্তু আমার টিকেটে যে বাস নম্বর দেয়া ছিল এটা সে বাস নয়। পড়ে গেলাম চিন্তায়, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, ড্রাইভার বলল, এটাই যাবে সিঙ্গাপুর, অন্য কোনোটা নয়। আর আমাকে যে ১৩ নম্বর প্লাটফর্ম দেয়া হয়েছিল, এটা সে ১৩ নম্বর প্লাটফর্মেই এসেছে। এদিকে সমস্যা হলো ড্রাইভার ভাল ইংরেজী বলতে পারে না। তাকে প্রশ্ন করলে উত্তরে বললো এটাই যাবে

সিঙ্গাপুর। কিন্তু আমি যখন পাল্টা প্রশ্ন করলাম যে, আমার বাস নম্বর তো মিলছে না, তখন দেখলাম তার ইংরেজী দৌড় শেষ। ভেতরে গিয়ে সিটে বসলাম, তারপর পাশের ভদ্র লোকের সাথে আলাপ করলাম সমস্যা সম্পর্কে। ভদ্রলোক চীনা, কিন্তু ইংরেজী জানেন না। এগিয়ে এলেন তার পাশে বসা তরুণী। সম্ভবতঃ স্বামী-স্ত্রী। তরুণীর বয়স ১৮/২০ বছর হবে। ইংরেজী মোটামুটি ভালই বলতে পারেন। তিনিই আমার ব্যাপারটা নিয়ে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কি যেন কথা বলে আমাকে বলেন, 'তুমি বসে থাক অসুবিধা নেই।' ভদ্র মহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম।

www.pathagar.com

তরুণীটি আমার উপকার করে আমাকে খুশী করলেও রাতের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আমাকে এবং আমার আশেপাশের সহযাত্রীদেরকে কিছুটা বিরক্ত করেছিল। তরুণীর পাশে বসা যুবকটি তার স্বামী কিংবা প্রেমিক যা-ই হোক না কেন, চীনাদের কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয়, তাই বাস যখন শহর ছাড়িয়ে রাজপথে নামে এবং বাসের বাতি নিভিয়ে দেয়া হয় তখন এই চীনা দম্পতি কিংবা যুগল তাদের যতটুকু সাধ্যে কুলিয়েছে ততটুকু অগ্রসর হয়েছে। বাসের বাতি নেভানো থাকলেও যাত্রীদের দিকে ফেরানো টেলিভিশনের উজ্জল আলোতে চীনা যুগলের আনন্দ-ফূর্তি কারো চোখে পড়তে তেমন বেগ পেতে হয়নি। তাদের আনন্দ -ফূর্তি নিতান্ত নিঃশব্দও ছিল না। ওষ্ঠযুগলের মধুর সংঘর্ষে সৃষ্ট শব্দ টেলিভিশনের শব্দের ফাঁকেও শোনা যাচ্ছিল।

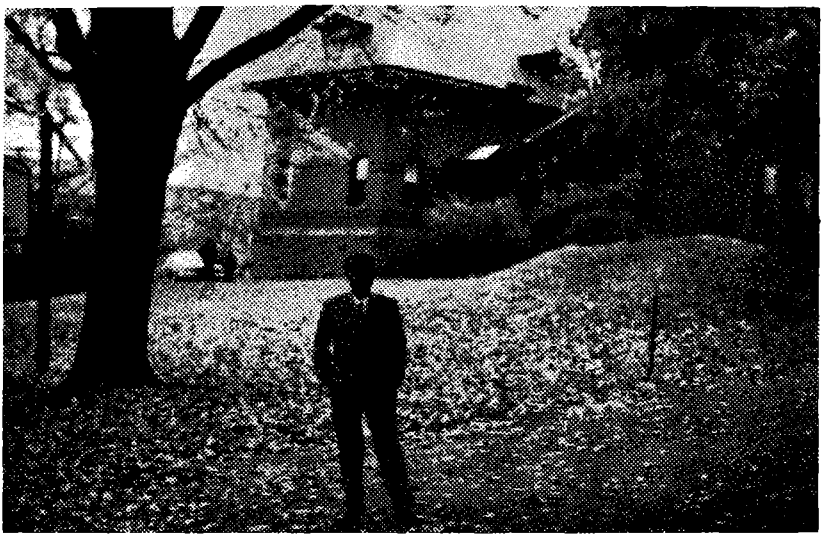

বিশ্ববিখ্যাত লেখক মার্ক টুইনের বাড়ীর সামনে লেখক মাহফুজ। ছবি- ১৯৯৭

রাত ৩ টার দিকে আমরা মালয়েশীয় ইমিগ্রেশন পার হচ্ছিলাম। আমি বাস থেকে ঝটপট নেমে গিয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টারে আমার পাসপোর্ট এগিয়ে দিলে কর্তব্যরত অফিসার নেড়েচেড়ে মিনিট দুয়েক দেখলেন পূর্ণ প্রবেশ অনুমতি বা রি-এন্ট্রি ভিসা ঠিকমত আছে কিনা, দেখেই সীল মেরে দিলেন। কিছুক্ষণ পরই আবার সিঙ্গাপুর ইমিগ্রেশন পেলাম। প্রশ্ন করল, তুমি কি ছাত্র? তারপর একটা ফর্ম দিল পূরণ করার জন্য। ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই ১৪ দিনের ভিসা দিয়ে বিদায় করে দিল। আমার সামনেই বসা ছিল সাদা চামড়ার কয়েক তরুণ, বয়স ২০/২৫ বছর হবে। আমার খুব ধারণা হচ্ছিল ইউরোপীয় হবে। ভাবলাম ছাত্র হতে পারে। কিন্তু আলাপ করার কোন ফুরসত পেলাম না। সিঙ্গাপুর ইমিগ্রেশনে যখন দেখলাম আমার মত তারাও ফর্ম

www.pathagar.com

পুরণ করেছিল আমার পাশাপাশিই, তখন কেন জানি আমার ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল। বাসে ফিরে আসার পর আমার ঠিক সামনের ছেলেটিকে বললাম, তুমি কি ছাত্র? সে বলল, হ্যাঁ। তার নাম ইসমাইল। তুর্কী। সে ফিলিপাইনের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স করছে। সে তুর্কী শোনার পর আমার আরেকটু ভাল লাগল। আমাদের ক্যাম্পাসে হাতে গোনা যে ক'টা দেশের ছেলেরা বিশেষভাবে ভদ্র, নম্র ও ধার্মিক, তুর্কিস্তান তন্মধ্যে অন্যতম। ঝগড়াঝাটি, মারামারি করা, মেয়েদের পেছনে ঘোরা, কিংবা নিজের পেছনে ঘোরানো এসবের কোনটাতেই তারা নেই।

ইসলাইলের সাথে অনেক কথাই হলো। আরো ভালো লাগলো। তার কথাবার্তায়ও ইসলামী সংস্কৃতির ছাপ আছে। কথার ভেতরে ইনশাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লক্ষ্যণীয়ভাবেই ব্যবহার করছিল। বিদায় মুহূর্তে ঠিকানা বিনিময় হলো।

ভোর ৪টার সময় সিঙ্গাপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে আমরা বাস থেকে নামি। সকাল হতে আরো ৩ ঘন্টা বাকী। ভাবছিলাম কি করব। এই রাতে জুয়েল ভাইকে ফোন করে বিরক্ত করাও ঠিক হবে না, অথচ তার বাসাও চিনি না। আগে শুনেছিলাম সিঙ্গাপুর শহরে চোর, ডাকাত কিংবা হাইজ্যাকারের ভয় নেই। তাই গন্তব্যহীন হাঁটলাম প্রায় ঘন্টা খানেক। এই নিশীথ রাতে সিঙ্গাপুর কেমন লাগে তা দেখছিলাম, কিংবা সময় কাটাচ্ছিলাম। রাতের সিঙ্গাপুর মূলতঃ টেকসীর দখলে বলা যায়, প্রচুর ভাড়াটে টেকসী ঘোরাফেরা করছে। প্রতিটি খালি টেকসীর চোখ আমার দিকে। এই নিঝুম রাতে একজন বনি আদম এগিয়ে যাচ্ছে। এক সময় কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। চোর ডাকাত বা হাইজ্যাকারের নয়। এই এক ঘন্টা আমার কাছে অনেকটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সিঙ্গাপুর শহরে কোন ডাকাত বা হাইজ্যাকার নেই। ভয় হচ্ছিল পুলিশের। কোনো টহল পুলিশ যদি আমাকে ফলো করে, কোনো কারণ ছাড়া আমি ঘন্টাধিককাল কেন ঘুরে বেড়াচ্ছি ভবঘুরের মত। মন একটু একটু চাইছিল যত রাতই হোক, কিংবা জুয়েল ভাই যাই মনে করুক, ফোন করাই দরকার। পকেটে আগে থেকে বুদ্ধি করে কিছু সিঙ্গাপুরী কয়েন নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সমস্যা হলো কোথাও কোন কয়েন বক্স খুঁজে পেলাম না। যেখানেই রাস্তার পাশে টেলিফোন সেট দেখে এগিয়ে গেলাম না কার্ড ফোন, কয়েন বক্স নেই। এক সময় একটা দোকান খোলা পেলাম। ৭ উরনৎনশ । পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এই ৭ উরনৎনশ দোকান আছে। আমেরিকান মালিকের অধীনে এসব দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে আর থাকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য। দোকানের সামনে মেইল সড়কে ২/৩ জোড়া কপোত - কপোতী গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছিল আর আড্ডা জমাচ্ছিল। ভাবলাম ৭ উরনৎনশ এর ভেতরে গিয়ে তাদের সহযোগিতা চাইব। কিন্তু এই নিঝুম রাতে শুধু শুধু বিরক্ত না করে প্রথমে একটা আমের রস কিনলাম, মুদ্রা বিনিময়ের সুযোগে জেনে নিলাম সিঙ্গাপুর শহরে কোন কয়েন বক্স আছে কিনা, তার কাছে ফোন কার্ড

www.pathagar.com

আছে কিনা, এবং আমার গন্তব্য ওঅকঅগ গঘটঐগঅ কোন দিকে। উত্তরে ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ফোন কার্ড শেষ হয়ে গেছে তাদের দোকানে। তবে আমি কিছুদুর সামনে এগুলেই একটা কেন্টিন খোলা পাব, সেই কেন্টিনের সামনেই কয়েন বক্স আছে। আর ভদ্রলোক ওঅকঅগ গঘটঐগঅ যে দিকে দেখালেন সে দিক থেকেই আমি হাঁটতে হাঁটতে উল্টো দিকে প্রায় দেড় মাইল চলে এসেছি। আর কেন্টিনটা বা কয়েন বক্সের খোঁজে যেতে হলে আরো আধা মাইল যেতে হবে। তবু আমাকে যেতে হবে। ভোর হতে আরো ২ঘন্টা বাকি। আর জুয়েল ভাইয়ের বাসাও আমি চিনি না।

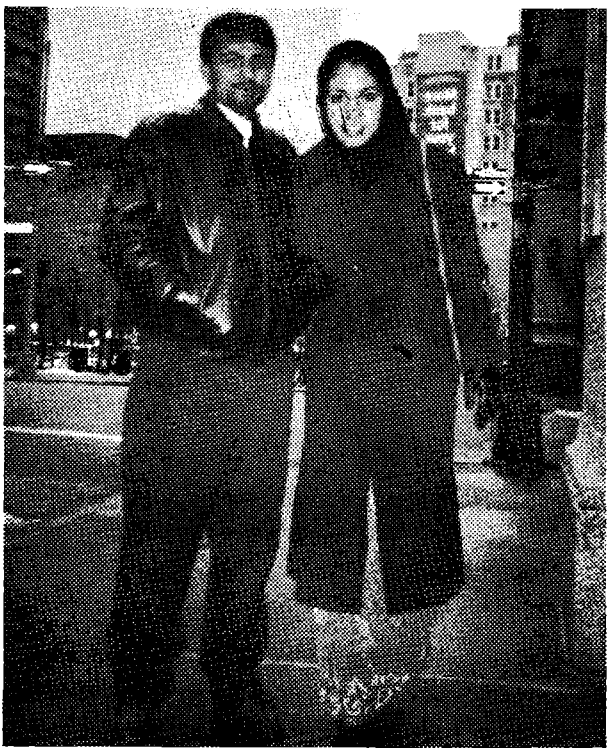

সিঙ্গাপুরের বহুতলা ভবনের সামনে স্ত্রীসহ লেখক মাহফুজ।

মিনিট দশেক হাঁটার পর কেন্টিন পেলাম এবং কয়েন বক্সও পেলাম, তবে প্রথমে কয়েন বক্স চিনতে কষ্ট হয়েছিল। ছোট একটি বক্স, ব্যক্তিগত টেলিফোন সেটের চেয়ে সামান্য বড়। ইতস্ততঃ করতে করতে সাহস করে একসময় ফোন করেই বসলাম। ঠিক করে নিয়েছিলাম, ৩ বার রিং হবার পরই কেটে দেব। ফজর নামাজের সময় হতে আরো আধা ঘন্টার মত দেরী। ভাবলাম এ মধ্যে যদি জেগে যায় ভাল। হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর একই বিনীত সুরে ইংরেজীতেই বললাম, ঐ ংতশঢ় ঢ়ষ ড়সনতয ংভঢ়ব আক্ষষঢ়বনক্ষ ওয়ংনরর. জুয়েল ভাই নিজেই কথা বলছিলেন, বললেন, ঢনড়, ওয়ংনরর জসনতযভশফ, এষং দতশ ঐ বনরস ঢষয়? খুব খুশী হলাম। সাথে সাথে বাংলায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম, জুয়েলভাই আমি মাহফুজ,

www.pathagar.com

এক ঘন্টা থেকে সিঙ্গাপুর শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে জাগাতে চাইনি, কিন্তু আর যে পারলাম না!' জুয়েল ভাই খুব আগ্রহের সাথেই বললেন, 'আরে বলেন কি? আপনি আমাকে ফোন করবেন না? আমি তো বলেই দিয়েছিলাম আমাকে ফোন করার জন্য।' আমি বললাম, আমি কিভাবে আসব? বললেন, কাউকে পাঠাতে হবে? বললাম, তা লাগবে না আপনি শুধু কষদতঢ়ভষশ বলে দিন। ৫১ নং বাসা খুজে পেতে একটু দেরী হলো। ৩ কি ৪ তলা বাড়ির দোতলার একটা প্লট। সাহস করে সিড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠেই দেখি দরজায় বাংলা ষ্টিকার লাগানো 'আস্সালামু আলাইকুম'।

জুয়েল ভাইয়ের সাথে কিছু গল্প গুজব করে আমি রাতের ঘুমের কাজা দিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে হাবিব ভাই এসে পৌঁছলেন। বেলা সাড়ে ১১টায় আমার প্রথম পদযাত্রা শুরু হয়। প্রথমেই গন্তব্যস্থল ঠিক করি সিঙ্গাপুর ইসলামিক সেন্টারে। আমার কাছে যে ফোন নম্বর ছিল সে নম্বরে ফোন করলে তারা আমন্ত্রণ জানায়। বাসা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই চলে যাই মাটির নিচে, রেলগাড়িতে। এ রেলগাড়ী কোথাও সম্পূর্ণ মাটির তলে, কোথাও বা মাথার উপরে আকাশপথে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ পদ্মা, যমুনার পূর্বাংশে প্রচলিত মিটার গেজের মতই এ রেলগাড়ী। সংক্ষেপে বলা হয় খছঝ (খতড়ড় ছতসভধ ঝক্ষতশড়ভঢ়) পুরো সিঙ্গাপুর শহরের আনাচে কানাচে ঘুরেছে এ রেলগাড়ী বা রেল লাইন। মূল শহরের লাইন সম্পূর্ণ মাটির নীচে। মূল শহর থেকে বেরিয়ে উপশহরে এসে এ লাইন ক্রমশঃ মাথার উপরে উঠে গেছে। অনেক উপরে, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নীচে সড়ক পথ, গাড়ী ঘোড়া। এ রেল লাইনে পুরো সিঙ্গাপুরে মোট ৪২টি স্টেশন রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টি রেল স্টেশন মাটির নীচে। বাকীগুলো মাথার উপরে। নীচে মানে অনেক নীচে গভীর তলদেশে।

আমার স্মরণ আছে মাটির নীচের স্টেশনে যাবার জন্য আমরা ৩/৪টি সিঁড়ি বদল করেছি, প্রতিটি সিঁড়িতে ২৫/৩০টি তাক রয়েছে। সিঁড়ি মানে চলন্ত বৈদ্যুতিক সিঁড়ি। তার মানে ৮০/৯০ বা ১০০ তাক নীচে এসব স্টেশন। মজার ব্যাপার হলো ২/৩টি জংশন ষ্টেশনও রয়েছে সে সব স্থানে; রেল লাইন বা স্টেশনগুলি উপর - নীচে। তার মানে আরো নীচে গিয়ে অন্য লাইন ধরতে হবে। এসব লাইনে গাড়ী নিমিষে আসে নিমিষেই চলে যায়। গাড়ির গতি জানার সুযোগ হয়নি, তবে গতিবেগ ১০০ কিলোমিটারের কম হবে বলে মনে হয় না। মাটির নীচে বাতাসের প্রতিকূলতা কম। এসব গাড়ি ৩/৪ মিনিট পর পর আসে। প্রতি ষ্টেশনে ৮/১০ সেকেন্ড থাকে, মুহূর্তেই আবার উড়াল দেয়। এক ষ্টেশন থেকে অন্য স্টেশন যেতে ১ থেকে দেড় মিনিট লাগে। আমি ঘড়ি দেখে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করেছি কোন বারই ১ মিনিট/ ৪৫ সেকেন্ডের বেশি লাগেনি। পুরো স্টেশন, পুরো গাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। গাড়ির সবগুলো দরজা একই সময় খুলবে এবং বন্ধ হবে। মনে

www.pathagar.com

করুন গাড়ির দরজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আপনি ঢুকতে যাচ্ছিলেন, ড্রাইভার দেখে ফেলবে, দরজা খুলে যাবে এবং আপনাকে সাবধান করে দেয়া হবে। শুধু গাড়ির দরজা নয় মাটির নীচের স্টেশনগুলিতে স্টেশনেরও দরজা আছে রেল লাইনের দিকে।

ট্রেন এসে দাঁড়াবে ঠিক গাড়ির এবং স্টেশনের দরজা বরাবর হয়ে। একই সমান্তরালে কুলে যাবে দু'টো দরজাই। গাড়ির ভেতরে বসার সিটের পর দাঁড়ানোর ব্যবস্থাও আছে। দাঁড়াতেও বেশি কষ্ট নেই। এত দ্রুত চললেও ঝাঁকুনি নেই বললেই চলে, শুধু ছাড়া এবং থামানোর সময় মৃদু ঝাঁকুনি লাগে। ষ্টেশনের আওতায় পৌছার পর থেকে ষ্টেশনে বা গাড়িতে কোথাও ধূমপান বা পানাহার করা নিষিদ্ধ। করলে ৫০০ ডলার জরিমানা দিতে হবে। স্টেশনে এবং গাড়িতে এখানে - সেখানে স্টিকার লাগানো আছে এ নিষেধাজ্ঞ দিয়ে। গাড়ির ভেতরে অন্য একটি স্টিকার দেখলাম যাতে লেখা আছে ঙরনতড়ন ফভৎন য়স ঢ়বভড় ড়নতঢ় ঢ়ষ ড়ষলনষশন ংবষ শননধড় ভঢ় লষক্ষন ঢ়বতশঁষয় সাথে কিছু ছবি আঁকা আছে এক বুড়ো, ব্যাগওয়ালা মহিলা এবং বাচ্চা ওয়ালা মহিলা দেখলে সীট ছেড়ে দেয়া।

গাড়ি এক মাথা থেকে অন্য মাথা বরাবর দেখা যায়। গাড়ি চলার সময় যখন বাঁকা লাইন পড়ে তখন গাড়ি এমনভাবে ঘুরে যে এক মাথা থেকে অন্য মাথাকে চমৎকারভাবে ঘুরে যেতে দেখা যায়। পানিতে মাছ যেমন মোড় নেয়ার সময় সুন্দর করে লেজ ঘুরায়, গাড়ির সামনের মাথায় দাঁড়ালে বাঁক নেয়ার সময় পেছনের অংশকে সে রকম লেজই মনে হয়। গাড়ির টিকেট বা চেকিং সিস্টেমও ভারী মজার। পুরো এলাকার কোথাও কোন গার্ড বা পুলিশ নেই। কম্পিউটার গার্ড দিচ্ছে। কোথেকে এলেন, কোথায় নামলেন- কম্পিউটারে সব রেকর্ড করা আছে। আমরা প্রথমেই যে ষ্টেশনে ঢুকলাম। সেখানে আমার সঙ্গী দু'জনের টিকেট কার্ড আগেই ছিল, যা অনেকটা ক্রেডিট কার্ডের মত। আমার দু'সঙ্গী আমাকে নিয়ে একটা কাউন্টারে গেলেন, একটা পুরনো কার্ড এবং ১০ ডলারের একটা নোট এগিয়ে দিলেন, কাউন্টারের কর্তব্যরত মহিলা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই পুরনো কার্ডটা ফেরত দিলেন, প্রদত্ত এ ১০ ডলার নাকি এই কার্ডে প্রবিষ্ট করালাম এবং সাথে সাথে গেট খুলে গেল আর অন্য স্থানে ঐ কার্ডটা বেরিয়ে গেল। ব্যাস! স্টেশনে ঢুকে ট্রেনে করে আপনার গন্তব্য স্টেশনে চলে গেলেন, সে স্টেশন থেকে বেরুনোর সময় আবার কার্ড প্রবিস্ট করিয়ে গেট খুলে বেরুতে হবে, ব্যাস। এতেই কম্পিউটার বুঝে যাবে আপনি কোথেকে এসছেন। সে স্টেশন থেকে এ স্টেশনের ভাড়া কত এবং ভাড়া কেটে রেখে দেবে কম্পিউটার নিজেই।

মজার ব্যাপার হলো আপনার কার্ডের কোথায় ভাড়াটা লুকিয়ে আছে আপনি তো দেখছেন না। এখন মনে করুন আপনার কার্ডের ভেতর আর মাত্র ৫০ পয়সা আছে, অথচ আপনি যে স্টেশন থেকে এখানে এসেছেন তার ভাড়া ৬০/৭০

www.pathagar.com

পয়সা বা তারও বেশি, তখন আপনি বেরুনের সময় কার্ড ঢুকালেও কিন্তু গেট খুলবেনা বরং আপনার কার্ডটাই আটকে যাবে। আবার মনে করুন আপনার কাছে কার্ড নেই তখন ইচ্ছে করলে ষ্টেশন থেকে আপনি কার্ড কিনতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে আপনাকে চার্ট দেখে নিতে হবে যে আপনার ভাড়া কত। তারপর ষ্টেশনে রক্ষিত বক্সে নির্দিষ্টসংখ্যক মুদ্রা ফেলে সুইচ টিপ দিলে অটোমেটিকভাবে আপনার জন্য সেই মুল্যমানের কার্ড চলে আসবে। ১০ডলারের কার্ড আর ৫০সেনের কার্ড দেখতে অবিকল একই রকম। ভেতরের মাহাত্ম্যটা আপনি না বুঝলেও কম্পিউটার বুঝে।

এখানে বাস সিস্টেমটাও খুব সুন্দর। কোন কন্ডাকটার নেই। চিল্লাচিল্লি ডাকাডাকি নেই। সময় হলে বাস ভর্তি হয়ে যাক কিংবা একেবারে খালী থাকুক বাস ছেড়ে যাবে। ভাড়া নেয়ার জন্যও কেউ আসবে না। আপনি বাসে উঠেই যেখানে যাবেন সে ষ্টেশনের ভাড়া একটি বক্সে ফেলবেন টিকেটটা নিয়ে গিয়ে সীটে বসবেন। আর আপনার কাছে যদি কার্ড থেকে থাকে সে কার্ড আপনি বাসেও ব্যবহার করতে পারেন। কার্ডের আলাদা বাক্সে কার্ড প্রবিষ্ট করিয়ে সমপরিমাণ ভাড়ার সুইচ টিপলে আপনার টিকেট এবং ভাড়া কেটে আপনার কার্ড ফেরত আসবে।

সবচে মজার ব্যাপার হলো মনে করুন আপনি ট্রেনে চড়েছেন সে ক্ষেত্রে বাসের কম্পিউটার কিন্তু ঠিকই টের পেয়ে যাবে যে আপনি এইমাত্র ট্রেন ভ্রমন করে এসেছেন। আর সে ক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে অর্ধেক ভাড়া কাটবে এবং আপনার টিকেটে লেখা হয়ে যাবে, ভাড়া কত ছিল আর কত রাখা হয়েছে।সে যাক বেলা ১১টার দিকে আমরা সিঙ্গাপুর ইসলামিক সেন্টারে পৌছলাম। তখন জোহরের নামাজের সময়। সেন্টারে 'মসজিদ মুহাজিরীন' -এ আমরা জোহরের নামাজ আদায় করলাম। বড় মসজিদ। নিচ তলায় মসজিদের বিভিন্ন সংস্থার অফিস, মহিলা এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। দোতলায় নামাজ ঘর। প্রতিটি কাতারে ৪০/৪৫জন মুসল্লী নামাজ আদায় করতে পারবে।আমরা দ্বিতীয় কাতারের মাঝামাঝি দাঁড়ালাম অর্থাৎ জোহরের নামাজের সময় ৫০/৫৫ জন মুসল্লী ছিল।

নামাজ শেষে ইসলামিক সেন্টারের অফিসে গেলে নতুন মুখ দেখেই ২/৪ জন এগিয়ে এলেন, খোজ খবর নিলেন। জৈনুদ্দিন নামে জনৈক দাড়িওলা ভদ্রলোক আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, তোমরা বডড দেরি করে ফেলেছো। আজ শনিবার দুপুর ১ টায় ছুটি, তবু তোমরা যেহেতু আগে থেকে ফোন করে এসেছ, দেখা যাক কি করা যায়।' তিনি কিছুক্ষন পর ফিরে এসে আমাদেরকে জাফর কাশিম নামে জনৈক অফিসারের কাছে নিয়ে গেলেন। জাফর সাহেব প্রথমে আমাদের পরিচয় নিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ছোট খাট একটা বর্ণনা দিলেন। সাথে সাথে তাদের বেশ কিছু প্রচারপত্র তাদের প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন ঠঅছঐঝঅঞ্চ র ২টি সংখ্যা সহ কিছু কাগজ পত্র দিলেন, যাতে অমুসলিমদের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রাথমিক পরিচিতিমুলক বুলেটিনও ছিল। আলাপের এক পর্যায়ে আমি বললাম, 'দেখ আমি বিষেশত সিঙ্গাপুরের মুসলমানদের সম্পর্কে জানতে চাই। এই সম্পর্কে আমি একটা বই লিখব।' ভদ্রলোক মনে হলো এতক্ষণ কথা বলে আমার উপর আস্থা আনতে পারলেন। তারপর ভেতরে গিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান একটা বই নিয়ে এলেন, যে বইটি সিঙ্গাপুরী মূল্যে ১ ডলারের কম হবে না। ১৭/১৮ ইঞ্চি লম্ব, ১২/১৩ ইঞ্চি প্রস্থ, এই বইটি সম্পূর্ণ মোটা আর্ট পেপারে চার রংয়ে ছাপানো। বইটির নাম খয়ড়রভলড় ভশ জভশফতসষক্ষন । বইটির একপাশে সিঙ্গাপুরের মুসলমানদের সম্পর্কে বর্ণনা থাকলেও বইটিকে মূলতঃ একটি ফটো অ্যালবাম বলা যেতে পারে। মুসলমানদের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং মসজিদের রঙ্গিন ছবিতে বইটি ভরা।

সিঙ্গাপুর ছোট্ট একটি দ্বীপ। ৬০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনেরও কম। ১৯৬৫ সালের আগে এটি মূলত ঃ মালয়েশিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও দেশটি বিশ্বের মাঝে বেশ পরিচিত। বিষুব রেখার মাত্র ১৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এ দ্বীপটিতে প্রাকৃতিক সম্পদও তেমন কিছুই নেই। প্রধান আয় মূলতঃ পর্যটন এবং ব্যবসা। ১৮১৯ সালে এ প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজারের মত। আর বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ। ১৯৮৩ সালের আদমশুমারী অনুসারে ২৪ লাখ মুসলিম। এদের ৯০%ই মালয়েশিয়া, ভারতীয় বা আরব বংশোদ্ভূত, যারা ব্যবসা করতে এসে ইসলাম প্রচার করেছিল।

সিঙ্গাপুরের নাম শুনলেই আমরা চমকে উঠি। আমেরিকা, ইউরোপকে আমরা যত মনে করি, সিঙ্গাপুরকে মনে হয় কেউ কেউ তার চে বেশী মনে করি। দেশে থাকতে এক বন্ধুর কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, সিঙ্গাপুরে নাকি প্রতিটি বাড়িতে প্রতিটি ঘরে ঢোকার আগে দরজার বাইরে বারবণিতার জুতা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভেতরে একজন আছে। বারবণিতারা নাকি ঘরে ঘরে গিয়ে খদ্দের খোঁজে। কথাটা ডাহা মিথ্যা। মন্তব্যটা আমার একার নয়। সিঙ্গাপুরের অধিবাসী কিংবা প্রবাসী প্রায় প্রতিটি মুসলমানের। সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বেশ কিছু বাংলাদেশী মুসলমানের সাথে আমি কথা বলেছি, যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন। প্রত্যেকের প্রায় একই মন্তব্য, সিঙ্গাপুর এমন একটি দেশ যেখানে ভাল থাকতে চাইলে ভাল থাকার বেশ সুযোগ আছে, আর খারাপ হবার ইচ্ছা করলে সিঙ্গাপুরের অজস্র মাধ্যম খারাপ হবার পথে সুন্দরভাবে নিয়ে যাবে।

৬০০ বর্গ কিলোমিটারের কম আয়তনের ৩/৪ লক্ষ মুসলমানের এই দেশে ৮৪ টি মসজিদ আছে এবং কোনো মসজিদই নামের মসজিদ নয়, প্রতিটি মসজিদেই আজান হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হয় এবং আরো নতুন মসজিদ তৈরী হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে প্রতি ১৮ ঘন্টায় একজন করে অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। সম্ভবতঃ সিঙ্গাপুরেই অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের হার বেশী। আর সিঙ্গাপুরের

www.pathagar.com

মসজিদগুলিও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইসলাম পালন করে না। ইসলামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছে। আসলে ব্যাপারটা হলো সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার ৭৭% চাইনীজ। আর স্বভাবগতভাবে চীনারা চরম বস্তুবাদী। তারা টাকা-পয়সা আর মুনাফা ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই বুঝে না। কিন্তু তারা নাস্তিকও নয়, ধর্মবিরোধীও নয়। তাই মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের মাথা ব্যাথাও নেই। সরকারের (স্বভাবতই চীনা) কথা হলো, তুমি যে ধর্মই পালন কর, দেশের উন্নতি কর, কাজ কর। অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করে কাজের ক্ষতি করবে, সরকার সেটা চায় না। অপরদিকে চরম বস্তুবাদিতার কারণে মানুষ শান্তির খোঁজে বেরিয়ে এসে ইসলামের ছায়াতলে এসে দাঁড়ায়। তবে এ কথার অর্থ এটা কিছুতেই নয় যে, সিঙ্গাপুর সম্পর্কে যা রটেছে সবই মিথ্যা। না, তা নয়। খারাপ হবার সকল উপায়-উপকরণই এদেশে আছে। আপনার হাতের কাছে বিশাল অট্টালিকা পতিতালয় আছে। যে কোন নারী পার্ট টাইম বা ফুল টাইম দেহ ব্যবসা করতে পারে। এমনও শোনা গেছে কোনো কোনো স্ত্রী স্বামীর অফিস টাইমে পতিতালয়ে পার্ট টাইম দেহ ব্যবসা করে। কোন বাধা নেই।

সিংগাপুরের মসজিদ এঙ্গোলিয়ার সামনে লেখক মাহফুজ।

সিঙ্গাপুর একটি ছোট্ট দ্বীপ, অর্থাৎ চার পাশেই সমুদ্র সৈকত। সূর্য যখন অস্ত যায়, ঠিক সেই আলো-আঁধারী গোধূলীলগ্নেই সৈকতের আবছা আলোতে দেখতে পাবেন বিবস্ত্র যুবক-যুবতীর ঝাপটাঝাপটি। অজস্র মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, রুচিবোধসম্পন্ন মানুষরা চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু লাভ নেই। সামনেই আবার দেখতে পাবেন অন্য যুগল, হয়তো বা আপনার চলার পথের পাশেই। অনেক সময় কৌতুহলী অবুঝ কিশোররা তাকিয়ে

www.pathagar.com

তাকিয়ে নোংরা মজা লুটে। কিন্তু ক্রিয়ারত যুবক-যুবতীর তাতে সামান্যতম ভাবান্তরও হয় না।

বিকেলে গিয়েছিলাম সেরাংগুন রোডে। সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এটাকে বাংলাবাজার বলে। অজস্র বাংলাদেশী এখানে। বৈধ-অবৈধ সব। এই মার্কেটে হাঁটতে চলতে আপনি বাংলা কথা ওওশুনবেন। বাজারের পাশ্বেই মসজিদ। MASJID ANGULJA । এ মসজিদে বাংলা অনুবাদ মিশকাত শরীফ আছে। সামান্য দূরেই একটা হোটেল আছে, হোটেল মানে, রেস্টুরেন্ট। নাম হোটেল সোনারগাঁও। মালিক বাংলাদেশী। বেয়ারা-কর্মচারী, বাংলাদেশী-অবাংলাদেশী সবই আছে। রেস্টুরেন্টের ভেতরে বেশ সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। দেয়ালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদের বড় ছবি আয়নার ফ্রেমে বাঁধানো আছে। প্রচুর বিদেশী বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ আস্বাদনের জন্য এ হোটেলে এসে থাকে। দাম বেশী হলেও বাংলাদেশী খাবারের যথাযথ স্বাদ পাওয়া যায়। দাম বেশী মানে বেশ আমরা ৪ জন খেলাম একটু করো করে মাছ আর সবজি দিয়ে, বিল আসলো ২৮ ডলার। তার মানে বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৭০০ টাকা।

পরদিনের পরিকল্পনা ছিল সিঙ্গাপুরের সবচে বড় আকর্ষণ Sentosa দ্বীপ। আমার সাথে ছিলেন ঢাকায় থাকাকালীন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাবিব ভাই এবং নিয়াজ ভাই। বস্তুত পক্ষে যাঁরা ছিলেন সিঙ্গাপুরে আমার একমাত্র সঙ্গী।

বাসা থেকে বেরুতেই প্রায় ১১টা বেজে গেল। হাবিব ভাইরা থাকেন অনেক দূরে, সেখান থেকে এলেন তারপর বেরুলাম। মূল শহর থেকে টেকসী নিলাম ভাড়া আসলো ৭ ডলার। নদীর এপার থেকে ওপাড়ে যেতে হবে ফেরীতে, দূরত্ব অর্ধ বা সিকি মাইল হবে বোধ হয়, অথচ ভাড়া সাড়ে ৬ ডলার। Sentosa গিয়ে ফেরী থেকে নেমে ইতস্ততঃ অপরিকল্পিত ঘুরছিলাম, ২/৪টা ছবি তুললাম। মনে হলো আমরা হয়তবা ভুল পথে এসেছি, কারণ এত ব্যস্ত এত পরিচিত দ্বীপে আমরা যে পথে যাচ্ছি সে পথে তেমন জন সমাগম দেখিনি। এক সময় এক বুড়ো চাচাকে অতিক্রম করছিলাম। চাচার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পাকা-কাঁচা মিলিয়ে দাড়ি চুল। গায়ে বাংলাদেশী স্টাইলের পাঞ্জাবী। চাচা বার বার আমাদের দিকে তাকালেন, তাই আলাপচারিতা বাংলাতেই শুরু করলাম। চাচার বাড়ী নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ। এই চাচাই আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিলেন যে আমরা ভুল পথে এসেছি। চাচা ৫ বছর যাবৎ সিঙ্গাপুর কাজ করেন। আমাদের চাচাত ভাই অর্থাৎ চাচার ছেলে এবং ভাতিজা কাজ করেন এই Sentosa দ্বীপেই। তাই সেনতোসা'র সবকিছু চাচার নখদর্পণে। এই দ্বীপটি মাত্র কয়েক বর্গ একরের হবে। দ্বীপের মধ্যে হাঁটার দরকার বা ব্যবস্থা নেই। পুরো দ্বীপটি পরিকল্পিত খেলাঘর। এখানে রয়েছে জাদুঘর, রয়েছে

www.pathagar.com

Under Water World বা পানির নিচের জগৎ। যাকে বলে চীনা বুদ্ধি। পানি বা নদীর তলায় সুন্দর কাঁচের ঘর তৈরী করা হয়েছে স্থলভূমি থেকে সেখানে যাবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ভারি সুন্দর ঘর। কাঁচের ঘরের বাইরেই নানা প্রকার জলজন্তু। বিভিন্ন আয়তন ও রঙ্গের মাছ ছাড়া ঝিনুক-শামুকসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক জীব। পুরো দ্বীপটি ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে বাস এবং ট্রেন সার্ভিস। ট্রেন আসলে খেলনা বলা যেতে পারে; দৈর্ঘ্য বা প্রস্থে। বিভিন্ন শিশু পার্কে শিশুদের জন্য খেলনা গাড়ি যে ধরণের, এটাও সে ধরনের। তবে মজার ব্যাপার হলো এটা চলে একটি মাত্র মোটা লাইন দিয়ে শূন্যের উপর দিয়ে।

বিকেল ৪টায় সেনতোসা থেকে ফিরে এলাম। বাকী সময়টা কাটলো হাবিব ভাই, নিয়াজ ভাইদের বাসায়। নিয়াজ ভাই এক পলক ঘুমিয়ে নিলেন, আমি পারলাম না। মাথায় রাজ্যের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। মাগরিবের পূর্বক্ষণে পায়েস আনলেন নিয়াজ ভাই। চমৎকার রান্না, যাকে বলে অমৃত স্বাদ। রাতে আবার সেই বাংলা বাজার বা সেরাংগুণ রোড। রাতের খাবারের জন্য বের করা হলো একটা মুসলিম হোটেল। রান্না অবিকল মালয়েশীয় স্টাইল। খাওয়া পর্বের শেষ পর্যায়ে আমি গলায় একটু গাম্ভীর্য এনে হাবিব ভাইকে বললাম, আপনি কি চান আগামীকালও আমাকে সঙ্গ দেন? হাবিব ভাই কিছুটা চমকে উঠলেন, ভাবলেন হয়ত বা কিছু একটা বিষয়ে আমি মাইন্ড করেছি। তিনি কিছুটা শুকনো গলায় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ চাই, কিন্তু কি হয়েছে? আমি বললাম তাহলে আজকে রাতের খাবার বিল আমি পরিশোধ করবো। হাবিব ভাই সাথে সাথেই শুকনো মুখে সতেজ ভাব ফিরিয়ে এনে বললেন, ওই সে জন্য, তাহলে না আমরা চাইনা যে আগামীকালও আপনি আমাদের সাথে থাকেন। যাক, শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে বিল দিতে দিলেন না।

পরদিন সকালেই আমার চলে আসার কথা, কিন্তু বেশ কিছু জরুরী কাজ থেকে গেল, যেমন সিঙ্গাপুরের কিছু নামকরা মসজিদে গিয়ে ছবি তোলার ইচ্ছা ছিল, শহরের বড় বড় ভবন নিয়ে ছবি তোলা ইত্যাদি। তাই যাত্রা বিলম্ব হলো। প্রচন্ড তাপদাহেও নিয়াজ ভাই সময় দিলেন। শহরে ঘুরে ঘুরে ছবি তুললাম। হাঁটার অভ্যস্ততা ছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম করার কারণে হাঁটতে আমার কষ্ট হলোনা, সমস্যা হচ্ছিল নিয়াজ ভাইকে নিয়ে, কিন্তু বেচারা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতেও পারছিলেন না, আর কোনো রিকসাও নেই যে উঠব। এভাবে হাঁটতে গিয়ে এখানে কেউ টেকসী নেয় না; তাছাড়া ব্যয়বহুলও।

দুপুরে খাবারের জন্য জুয়েল ভাই দাওয়াত করলেন, সেরাংগুন রোড এলাকায় সেই সোনারগাঁও হোটেলে, বাংলাদেশী খাবারের দোকান। বিদায়ের আগে জুয়েল ভাইয়ের বাসায় গেলাম, স্মৃতি ধরে রাখার জন্য রাস্তায় ৪জনে মিলে ছবি তুললাম। 'শখের পিঠা নাকি কাঁচা হয়' তাই ছবিটা নষ্ট হয়ে গেল। আমাকে এগিয়ে

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য হাবিব ভাই, নিয়াজ ভাই বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। হাবিব ভাই, জুয়েল ভাইকে বিদায় দেয়ার কিছুক্ষণ পরই বাস ছাড়ে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া সীমান্ত পেরিয়ে জোহরবারু রাজ্যে আসার পর আমাকে বাস বদল করতে হয়েছে।

জোহর বারু এসে বাসে বসতে গেলাম, মিনিটখানেকের মধ্যে বাসের পেছন দিক থেকে এক যুবক এগিয়ে এলো, গায়ের রং তামাটে-কৃষ্ণ মিশ্র। লম্বা নাক, টানা চোখ। বোঝা যাচ্ছিল, উপমহাদেশীয়। যুবকটি প্রথমেই ইংরেজীতে বলল, You are from? কোন নতুন লোককে প্রথমেই কিছু জিজ্ঞেস করার আগে ভদ্রতা প্রকাশ করা অন্ততঃ Excuse me বলা এসব নিয়মের আশা করেছিলাম, তাই এমন সম্বোধন না শুনে বিরক্ত হলেও যথাসময়ে স্বাভাবিক গলায় বললাম, বাংলাদেশ। সাথে সাথে যুবকটি বাংলায় কথা বলতে শুরু করলো। তার বাড়ি মানিকগঞ্জ। সে সিঙ্গাপুরে থাকে। বলল লেখাপড়া করে। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে এবং চেহারা দেখে আমার বিশ্বাস হতে কষ্ট হচ্ছিল যে, সে সিঙ্গাপুরে লেখাপড়া করে। পরে যখন জানলাম তার ভাই-চাচা কেউ কেউ আদম বেপারী, তখন তাকে মোটেই ভাল লাগছিল না। তবুও ছেলেটি আমার সহযোগিতা কামনা করছিল, সে কোনদিন মালয়েশিয়া আসেনি, তার চাচার (আদম বেপারী) বাসার ঠিকানা আছে, সে চিনে না। তার প্রতি আমার মোটেও আগ্রহ না থাকলেও তার অসহায়ত্বের ভাব আমাকে দুর্বল করছিল কিন্তু তার চাচার বাসার ঠিকানা যা লেখা দেখলাম তাও আমি চিনি না। তাই তাকে বললাম যে, এ ঠিকানা আমি চিনি না,তবুও কুয়ালালামপুর গেলে আমি চেষ্টা করব। আমার অনাগ্রহ এবং অসহযোগিতা হয়ত বা আমার অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল, যদিও সত্যি সত্যি তাকে সহযোগিতা করার অভিপ্রায় আমার ছিল এবং কোনো ফ্যাসাদে না পড়ি, সে সতর্কতাও ছিল।

ছেলেটি আমার অনাগ্রহ টের পেয়ে কিছুটা করুণ সূর দিয়ে বলল, 'ভাইয়া আমি আপনার দেশী, আপনি আমাকে এ সহযোগিতাটুকু করবেন না? সিংগাপুরে আমরা কোনো বাংলাদেশী পেলে যথাসম্ভব সহযোগিতা করি। এ বলে সে একটা উদাহরণও পেশ করলো যে একদিনএক বয়স্ক বাঙ্গালির পেছনে সে প্রায় ১ঘন্টা এবং ২০ ডলার টেকসী ভাড়া ব্যয় করেছে। ছেলেটির এ উদাহরণ বা কথা আমার ব্যক্তিত্বে আঘাত হানলো। তবুও কিছুটা জবাবদিহি, কিছুটা কড়া স্বর মিশিয়ে বললাম আপনি কি বলছেন? একজন মানুষ হিসেবেই একজন বিপদগ্রস্তকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা আমার দায়িত্ব। এতটুকু মানবতাবোধ আমাদের আছে। তাছাড়া আপনি আমার বাংলাদেশী ভাই। আমি তো বললাম যে কুয়ালালামপুর গেলে যথাসম্ভব দেখব। আমি ঠিকানা না চিনলে কি বলব যে, আমি চিনি। আমরা ছাত্র, এত ঘুরাঘুরি করে জায়গা চেনার সময় আমাদের হয় না। যাক ছেলেটা কিছুটা দমে গেল।

www.pathagar.com

বাসে, ট্রেনে বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে হৈ হল্লোড় করার অভ্যাস আমার থাকলেও আমার পাশে বসে-পড়া নিজ দেশী এই যুবকের সাথে আমার একান্ত প্রয়োজনীয় ২/৪টি বাক্য বিনিময় ছাড়া আর কোন কথা হয়নি। কারণ প্রথমতঃ আমি কেন যেন আদম বেপারী শুনলেই বিরক্ত হই, তাছাড়া ছেলেটা ছাত্র পরিচয় দিলেও তার আচরণ কেমন যেন মনে হলো।

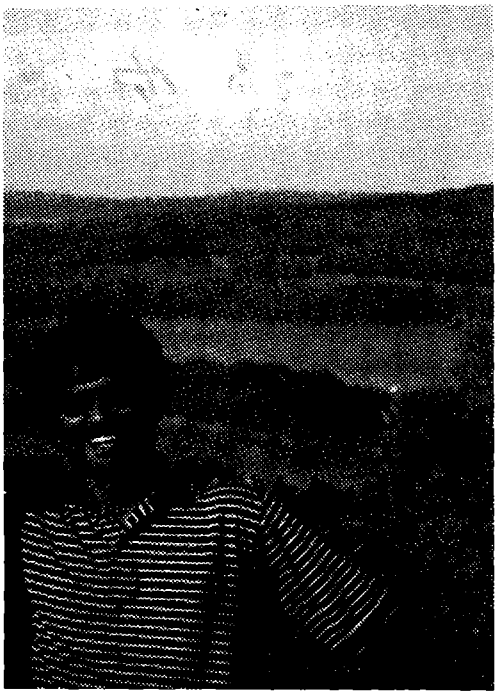

সিংগাপুরে ভ্রমণ কালে হাস্যোজ্জ্বল লেকের ধারে লেখক।

রাত ১২ টার দিকে রাস্তায় এক স্থানে বাস থামানো হলো; চা-নাস্তার বিরতি। ছেলেটি প্রস্তাব করলো বাইরে থেকে ঘুরে আসবে ২/৩ বার প্রত্যাখ্যান করলেও যেতে হলো আমাকে। কোন ব্যক্তিকে পুরোপুরি পছন্দ না হলে তার সাথে সকল কথায় যেমন মেতে ওঠা যায় না, তেমনি সকল কথায় সরাসরি দ্বিমতও করা কঠিন তাহলে সেটা রাগের পর্যায়ে চলে যায়। ছেলেটি বার কয়েক অনুরোধ করার পরও না যাওয়া মানে তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাই গেলাম। দু'টো ড্রিংকস নিলাম, আমি চেষ্টা করলাম মূল্য পরিশোধ করতে। মানুষ বন্ধু-বান্ধবের রাগ ভাংগনের জন্য যেমন আচরণ করে, মনে হলো ছেলেটা বুদ্ধিমত্তার সাথে সেভাবে আমাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। আমি মনে মনে মিটি মিটি হাসলাম। ছেলেটাকে কিছুটা ভাল লাগলেও যেন ফ্যাসাদে না পড়ি, সে জন্য সতর্ক থাকতে ভুললাম না। ছেলেটিকে কিছু ভাল লাগতে শুরু করার কারণ হলো সে যখন দেখছিল আমি তার সাথে বেশী কথা বলতে আগ্রহী নই, তখন সে আর আমাকে বিরক্ত করলো না। একজন মানুষ যখন অন্য একজন মানুষের দিকে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যায় তখন দ্বিতীয় পক্ষ যদি পিছুটান দেয়, এতে প্রথম পক্ষ যদি অনাগ্রহ বেড়ে যায়। আমার এক্ষেত্রে কিছুটা তা হয়েছিল।

www.pathagar.com

রাত ১টার সময় আমরা কুয়ালালামপুর এসে নামলাম। সে আমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে তার চাচার বাসায় ফোন করতে অনুরোধ করে। ফোনে অপর পক্ষের সাথে বাংলায় কথাবার্তা বলতে পেরে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। তারপর ছেলেটা আমাকে অনুরোধ জানায় তাকে বাসায় পৌঁছে দিতে। টেকসী ভাড়া যত টাকা আসে সে পরিশোধ করবে এবং আমাকে ফিরে আসার টেকসী ভাড়া দিয়ে দিবে। আমি তার উপকারটুকু করতে রাজী হলাম নিতান্ত পূণ্যের আশায়। জীবনে এমন পূণ্য করার সুযোগ তো পাই না। কোন ভয় করলাম না এজন্য যে কুয়ালালামপুর শহরে নিশাচরদের পদচারণা আছে বলে কখনো শুনিনি। আর এ ছেলে আমাকে কিছু করতে পারবে বলে আমার ভয় হয়নি। আমাদের এক ঘন্টা লাগবে বাসাটা খুঁজে পেতে। একই জায়গায় বারবার ঘুরলাম। শেষে যে লোকটা বাসা থেকে বের হয়ে আমাদেরকে নিয়ে গেল তার সুন্দর একখানা হাসি দেখে আমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল। অপরাধীরা কখনো সুন্দর করে হাসতে পারে না। হাসিটা মূলত হৃদয়েরই বহিঃ প্রকাশ। সত্যি সত্যি আমি নিজকে দোষারোপ করতে লাগলাম তাদের আচরণ দেখে। এই গভীর রাতে তাঁরা আমাকে না খাইয়ে ছাড়লো না। গরুর গোশত, ইলিশ মাছ ভাজা এবং মশুরের ডাল দিয়ে খাওয়ার কথা স্মরণ করে এখনো লালা ঝরছে। এসব আগেই রান্না করা ছিল সকালে পান্তা ভাতের সাথে খাওয়ার জন্য। বারবার থাকতেও বলল, কিন্তু আমি সেখানে থাকতে অস্বস্তি বোধ করি কিনা তাই চাপাচাপি করলো না। ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করল। ছেলেটি তার প্রস্তাবমত আমাকে টেকসী ভাড়া বরাবর সাধাসাধি করলো। কিন্তু সেটা কি সম্ভব!

পাক্ষিক পালাবদল'৯৪

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার ক্যাম্পাসে কেমন আছি

মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের ক্যাম্পাস-জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশে ৪/৫ বছরই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কাটানোর সুযোগ হয়েছে। সত্যি বলতে কি, সে সময়টাতে সব সময় থাকতে হয়েছে তটস্থ কিংবা ভীত সন্ত্রস্ত। এরপরও ছিল জোর যার মুল্লুক তার অবস্থা। কখনো কখনো নিজকে ছাত্র পরিচয় দিতে লজ্জা হতো।

এখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশে থেকেই শুনেছিলাম কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে এসে International Islamic University - এর ছাত্র বললেই অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। হয়েছিলও তাই। বিমান থেকে নেমে গন্তব্যহীন হাঁটছি অনেকটা জনস্রোতকে অনুসরণ করে। এক সময় ইমিগ্রেশনে বিরাট লম্বা লাইন পেলাম। আমার সঙ্গী সিরাজ ভাইকে দাঁড় করিয়ে আমি পাশের এক কাউন্টারে গিয়ে Excuse me বলে পরিচয় দিলাম। হ্যাঁ, ঠিক জায়গাই এসেছি; ভদ্রলোক আমার Offer letter দেখতে চাইলেন। নেড়েচেড়ে দেখে বললেন তোমার ভর্তির তারিখ তো পার হয়ে গেছে, আমি পরবর্তী পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখালাম যে, জরিমানাসহ ভর্তির তারিখ আরো দু'দিন আছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন জটিলতায় সঠিক সময়ে আসতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে বলেও জানালাম। অফিসার একটা কাগজে খচখচ করে ২/৩ কলম লিখে সই ও সীল মেরে দিলেন এবং একটা খালি কাউন্টার দেখিয়ে সেখানে যেতে বললেন। সেখানে পঁচিশোর্ধ এক যুবক প্রথমেই হেসে ভাংগা বাংলায় বললেন'বাংলাদেশ থে আইছো?' বললাম, ইয়েস। ৫ মিনিটের মধ্যেই ১ মাসের ভিসা দিয়ে খালাস করে দিলেন। আমি Thank you বললে জবাবে ভদ্রলোক সালাম দিলেন। লজ্জা পেয়ে গেলাম, নিজকে আধুনিক দেখাতে গিয়ে স্বকীয়তা হারাতে যাচ্ছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Admission and Record (A&R) Division এর Postgraduate বিভাগে গিয়ে রিপোর্ট করতেই কর্তব্যরত এক মহিলা আমার

X-Ray Report সহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। তারপর দেরীর ব্যাখ্যা জানার পর কোন জরিমানা ছাড়াই একটা সাময়িক পরিচয়পত্র দিলেন। ঘন্টা দুয়েক পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী আরবী এবং ইংরেজী পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো জীবনের একটি বিরাট অংশব্যাপী আরবী পড়ার পরও এখানকার Arabic Test -এ প্রথমবার ফেল করেছিলাম। অথচ SELEt (Selection English Language Effeciency Test) পাস করে

www.pathagar.com

গিয়েছিলাম। মনেপড়লো আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা। দেশে একজন ছাত্র ইংরেজী শেখার যত সুযোগ পায় সে হিসেবে আরবী শেখার কোন সুযোগই পায় না। রেডিও-টিভিতে সংবাদ ছাড়াও প্রচুর অনুসঠান রয়েছে ইংরেজীতে। ঢাকা থেকে এখন ডজন খানেক ইংরেজী দৈনিক বেরোয়, অথচ আরবীতে না আছে রেডিও-টিভিতে কোন প্রোগ্রাম, না আছে কোন সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকা। ফলে সাধারণতঃ একজন ভাল ছাত্র উচ্ছ মাধ্যমিক পাস করে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারলেও কম ভাল ছাত্রই কামিল পাশ করে ভালভাবে আরবীতে কথা বলতে পারে। একবার শুনেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান মদিনা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আরবীতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে। আমাদের অবস্থা ও তাই হয়েছিল। ইন্টারভিউ বোর্ডে যখন আমাকে বারবার প্রশ্ন করছিল যে তোমার অনার্স এবং মাষ্টার্স কোন ভাষার মাধ্যমে পড়েছ, তখন বারবারই পাশ কাটানো উত্তর দিচ্ছিলাম, কিভাবে বলব যে আমার Arabic Major ছিল।

আমাদেরই এক সহপাঠী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এখানে এসে আরবীতে ফেল করেছিলেন। অবশ্য ব্যাপারটা যে আমাদের বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রেই কেবল হয়েছিল তাও কিন্তু নয়। আরবী মাতৃভাষাভাষীরা ছাড়া বাকী প্রায় সকলেই Arabic Test- এ ফেল মেরেছিল। বসনিয়ার ওমর স্পাহিক, সোমালিয়ার আবদুর রশীদ, তুর্কীস্তানের মুহম্মদ, ভারতের আবদুস সালাম এরা সবাই মিশরের আল আজহারে পড়ে এসেও আরবীতে ফেল করেছিল। অবশ্য English Test (SELET) ফেল করার সংখ্যাও কম নয়। তাছাড়া ইংরেজীর চাইতে আরবী আসলেই কঠিন।

আমরা এসেছিলাম দেরীতে। সর্বশেষ কর্ন এ অংশ নেয়ায় Result পেতে পেতে ক্লাস চালু হয়ে যায়। SELET- এ পাশ করেছি দেখে তাড়াতাড়ি ইংরেজী বিভাগ থেকে চিঠি নিয়ে ভর্তি বিভাগ (A&R) এ গিয়ে Postgraduate-এর দায়িত্বশীল হামাদানকে দিলাম। ভদ্রলোকের আচরণে মুগ্ধ হতে হলো। কোন পিয়ন আর্দালী না ডেকে নিজেই গিয়ে আমার Result slip খানা ফটোকপি করে আনলেন পার্শ্ববর্তী কক্ষের ফটোষ্ট্যাট মেশিন থেকে। এখানে অবশ্য কোথাও পিয়ন আর্দালী বা জ্বী হুজুর সিস্টেম নেই। কোন অফিসেই কোন আবদুল নেই যে, কলিং বেল টিপে বড় সাহেব অর্ডার দেবেন আবদুল ৩ কাপ চা নিয়ে আয়। একান্ত প্রয়োজনই হয় তবে সেটা Self Service গরম পানি করে নিজ হাতে চা চিনি নিয়ে চা বানিয়ে খেতে হবে।

দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত হবার পর ৩য় সপ্তাহে আমি ক্লাসে প্রবেশ করলাম। প্রফেসর আনিস আহমদের ক্লাস। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর (সহ-সভাপতি) প্রফেসর খুরশিদ আহমদের ভাই প্রফেসর আনিস আহমদ। বিষয়

www.pathagar.com

ছিল Reserch Methodology ভদ্রলোক চমৎকার ইংরেজী বলেন। যেমন সহজ সুন্দর শব্দ চয়ন, তেমন উচ্ছারণ। কোন ছাত্র যদি শরীর মন নিয়ে ক্লাসে থাকে, তবে তাঁর বক্তব্য না বুঝে উপায় নেই। আমি যদিও SELET পাস করে ফেলেছিলাম কিন্তু ইংরেজীতে ছিলাম বেশ দুর্বল। কিন্তু আনিস স্যারের ক্লাস বুঝতে কষ্ট হয়নি।

অপর ক্লাসটি ছিল প্রফেসর আবদুর রহমান দয়ী'র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও জীবনের একটি বিরাট অংশ কাটিয়েছেন নাইজেরীয়াসহ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। দয়ী স্যারের ইংরেজী আনিস স্যারের মত না হলেও বুঝতে খুব কস্ট করতে হতো না। তবে সহজে বুঝার প্রদান কারণ ছিল দু'জন শিক্ষকই উপমহাদেশীয়। সুতরাং উপমহাদেশীয় উচ্চারণ উপমহাদেশীয়দের বুঝতে বেশী বেগ পাওয়ার কথা নয়।

দয়ী স্যারের ক্লাসটা ছিল ছাত্র নির্ভর। অর্থাৎ প্রতিদিন একজন ছাত্র গিয়ে স্যারের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসবেন এবং শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন। তার দৃষ্টিতে এটাই নাকি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ পদ্ধতি হওয়া উচিত। আর মজাটা ছিল সেখানেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন উচ্চারণের ইংরেজী সত্যিই মজার। প্রথম প্রথম আমার দাদারও সাধ্যি ছিল না যে কি বলছে বুঝবো! যেমন আমরা উপমহাদেশীয়রা ইংরেজী R এর উচ্চারণ যেভাবে করি, পৃথিবীর আর কোন দেশেই সম্ভবত সেভাবে করে না। এর পর what, why, when এগুলোর উচ্চারণ আমরা হোয়াট, হোয়াই, হোয়েন অর্থাৎ 'হ' প্রধান করি। অথচ আর কোন দেশের উচ্চারণেই এভাবে 'হ' প্রধান হয় না। ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ফিলিপাইন এরা সাধারণতঃ th এর উচ্চারণ ক্ষেত্রভেদে 'স' বা 'জ' করে যেমন think এর উচ্চারণ করবে 'সিঙ্ক' Then এর উচ্চারণ করবে 'জেম' আরবরা P কে দস্তুর মত B বলে চালিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ফিলিপাইনীরা এ কে সব সময়ই P হিসেবে চালিয়ে দেয়। বাংলাদেশের নোয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা যেভাবে প আর হ এর ফারাক করে না। যেমন Family কে ফিলিফাইনেরা পামেলী আর ফিলিপাইনকে বলে পিলিপিন। Six (6) কে আরবরা বলে সিকিস। এভাবে মুখের পরিবর্তন তো আর লিখে বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়।

বৃটিশ টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় "MIND your lenguage" এ অনুষ্ঠানটা দেখলেই বুঝা যায় পৃথিবীর বিভিন দেশের কি বিচিত্র ইংরেজী। আর খোদ বৃটিশ ইংরেজী আর আমেরিকান ইংরেজীতেই বিস্তর তফাৎ। আমার অন্য এক শিক্ষক ছিলেন সুদানী, নাম ইবরাহীম জীন; ডক্টরেট করেছেন কানাডা থেকে। কি বিচিত্র তার ইংরেজী, মনে রাখাও কঠিন। একদিন ক্লাসে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা বলতে গিয়ে ত্রিশ হাজার বা Thirty thousand কে বলেছেন ছারটি ছাউজেন্ড, Both of them বলতে

www.pathagar.com

গিয়ে বললেন বোস অফ জেম। সাথে সাথে লিখে নিলাম শব্দগুলি। ভাগ্যিস ভদ্রলোক আরবীতে বক্তৃতা দেন, নচেৎ এম উচ্চারণের ইংরেজী আদৌ বুঝতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আরব আফ্রিকানরা ইংরেজী O এর উচ্চারণ S এর মতই করে, আর A এর উচ্চারণ আ এর মত করে যেমন মনে করুন এক আফ্রিকান বন্ধু আপনার কাছে টাকা চেয়ে বলতে চাইছে Can I have Some money? তখন এটাকে সে বলবে "কান আই হাব সম মনি?"

আফ্রিকান ছেলেরা আরবীও ইংরেজী পানির মত বলে যায়। আরবীতে ওদের মেধাও বেশ ভাল। যে কোন প্রকার ব্যবস্থাপনা বা নেতৃত্ব প্রদান-জাতীয় কার্যক্রমে আফ্রিকানরা উপমহাদেশীয় বা বাঙ্গালীদের মত। ক্যাম্পাস পলিটিক্স বা ছাত্র প্রতিনিধিত্ব মূলক কাজে হয়ত ঃ বাঙ্গালী নয়ত আফ্রিকান। বিদেশী ছাত্রদের ছাত্র সংসদ International Student Society (ISS)- এ প্রতি বছরই নেতৃত্বে বাংলাদেশী বা আফ্রিকানরা থাকে। গত বছর জামালপুরের আবদুল লতিফ ISS-এর প্রেসিডেন্ট ছিল। এ বছর আছে পাবনার নজরুল ইসলাম Assistant Secretary হিসাবে। এ বছর প্রেসিডেন্ট আফ্রিকান, এই নিয়ে বাঙ্গালী ও আফ্রিকানদের মধ্যে কিছুটা হিংসাহিংসী ও লক্ষ্য করা যায়। বলা যায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আফ্রিকানরা বেশ চালাক, তবে তারা চালাকী করে বাঙ্গালীর সাথে পেরে উঠে না তাই বাঙ্গালীদেরকে তাদের মোটেও পছন্দ নয়। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকেরা শ্বেতাঙ্গ। অনেকটা ইউরোপীয়। তবে তারাও প্রতিভায় বেশ। বিশেষতঃ মিশর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া থেকে ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতিত কর্মীরা যেমন প্রতিভাবান, তেমনি নম্র-ভদ্র। আলজেরীয়ার মেয়েরাও অসাধারণ। আমাদের ক্লাসেই ৫/৬ জন মেয়ের মধ্যে ৩জনই আলজেরিয়। ৩ জনই আমাদের অন্য ৩ সহপাঠীর বউ। ২ জন এক্কেবারে আমুখমন্ডল আচ্ছাদিতা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজো তাদের নাম মুখস্ত করতে পারিনি। নামের অর্ধেক আরবী অর্ধেক ফ্রেঞ্চ।

আলজেরিয়া এক সময় ফ্রান্সের কলোনী ছিল বলে এখনো আলজেরিয়ায় ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রভাব রয়েছে। সেই দুই পূর্ণ নেকাবধারিনী আলজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের দুই যুবনেতা ইউনুস ও বশীরের স্ত্রী। ইউনুসের স্ত্রী গত সেমিষ্টারে তার পেট খালাস করেছে। গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের মধ্যেই ভদ্রমহিলা তার সেমিষ্টার চালিয়ে যায়। মাঝে মাত্র ১৫/২০ দিন ছুটি কাটায়। গর্ভপাতের সপ্তাখানেক পরই একদিন ইউনুস এসে আমাদের বাংলাদেশী ওসমানী ভাইকে কিছু নোটপত্র দিতে অনুরোধ জানায় তার স্ত্রীর জন্য; আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে সে হেসে হেসে বলতে থাকে "She is faster than me, she is very Active" আমাদের অন্য সহপাঠী আবদুল কাদির বেনসাইদের স্ত্রী, সেও কম যায় না ক্লাসে এমন কোনদিন যায় না যে সে কথা বলে না। এবং অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্ম বিষয়েই কথা

www.pathagar.com

বলে। আলজেরীয় এবং মিশরীয়রা বাংলাদেশীদেরকে বেশ ভাল জানে। IIU ক্যাম্পাসে বাংলাদেশী ছাত্রদের বিভিন্ন কৃতিত্বে তারা মুগ্ধ।

আমার এক বন্ধু একদিন তার Assignment কম্পিউটারে টাইপ করে আমাকে দেখায়। জিজ্ঞেস করলাম কম্পিউটারের কোন Programm সে ব্যবহার করেছে। সে বলল Word PerFect-5.1এ। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম Word PerFect -এর Programm এ তো টাইপ আরো সুন্দর হওয়ার কথা, আর বিভিন্ন আর্ট ব্যবহার করা যায়। সে বলল, 'আমি ওসব আর্ট জানি না, আমি বললাম, তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তোমাদের Help করতে পারি, আমি ঐসব জানি। সে বলল, আমি জানি স্বভাবতই তুমি জান। আমি বললাম তুমি কিভাবে জান যে আমি ঐসব Programm জানি? সে হেসে বলল, বাঙ্গালী সবদিকে খুব Expert । সত্যিই বিশ্বের অন্যান্য দেশীর চাইতে বাংলাদেশী ছাত্রদের মেধা কোন অংশেই কম নয়, বরং অনেক দেশের চেয়ে ভাল। মালয়েশীয়রা বাংলাদেশীদের চাইতে মেধাগত বিচারে অনেক নীচে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান আমাদের অনেক উপরে। মালয়েশিয়ায় এমন কোন ছাত্র বা ছাত্রী আছে কিনা সন্দেহ, যে ছাত্র বা ছাত্রী মোটর সাইকেল বা গাড়ী চালাতে পারে না। কম্পিউটার শেখিনি এমন ছাত্র-ছাত্রীও খুব বেশী নয়। মালয়েশিয়ার অনেক সময় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা সফরে বিদেশ যায় ১৫/২০ দিনের জন্য। এ বছর Inter Semister Break এ I.I.U মালয়েশিয়া উপদ্বীপ সাইকেলে ভ্রমণের প্রোগ্রাম হাতে নেয় যাতে প্রায় ৫০ জন ছাত্র অংশ গ্রহণ করে এছাড়া অতি সম্প্রতি অন্য একটি গ্রুপ গেছে চীন সফরে। এখানে শিক্ষা সফর খুবই মামুলী ব্যাপার।

বনজঙ্গলে ভরা মালয়েশিয়ার দিন দিন উন্নতির পেছনে আমার দৃষ্টিতে যে কারণটি সবচে' কার্যকর সেটা হলো, এদেশের নেতার যেমন নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে, তেমনি জনগণের আছে আনুগত্যের বা কর্মীত্বের যোগ্যতা। নেতাকে বুঝতে হবে কি করা দরকার। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। তেমনিভাবে কর্মীরা বা জনগণ যদি নেতার উপর আস্থা না রাখে আনুগত্য না করে তাহলে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথীর এবং ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের যেমন সফল নেতৃত্ব আছে, জনগণের আছে সফল আনুগত্য। সাম্প্রতিককালে ডঃ মাহাথীর বিশ্বের আলোচিত নেতায় পরিচিত হয়েছেন। যিনি সাহসিকতার সাথে তথাকথিত জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতা এবং বিশ্বমোড়ল আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর মালয়েশিয়া সফরে এলে যিনি বসনিয়া প্রসঙ্গে জন মেজর বা বৃটেনের কড়া সমালোচনা করেছেন। যিনি আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ইতি বৈঠকে যোগ দেননি।

www.pathagar.com

অপরদিকে এদেশের জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। এখানে রাজনীতির নামে নেই কোন অরাজকতা, সন্ত্রাস, ধর্মঘট। তারা বুঝে শুধু কাজ। রাত ১২ টায় ট্রাফিক পুলিশ না থাকলেও এরা ট্রাফিক সিগন্যাল সচরাচর অমান্য করে না। আসলে মানুষের ভেতরে যদি অদৃশ্য শক্তি বা বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভয় থাকে, তাহলে মানুষ অন্যায় করে না। এখানকার ক্যাম্পাসে কোন মিছিল-মিটিং নেই। কখনো কোনদিনই ছুটি ছাড়া ক্লাস বন্ধ হয় না। কোনদিন পরীক্ষা পিছানো হয়েছে বলে শুনিনি। এখানেও ক্যান্টিন আছে, তবে মধুর ক্যান্টিন নেই যে মাস্তানী করে বাকী খাওয়া চলে। কোন ক্যান্টিনেই বাকী খায় না কেউ। এখানে ছাত্রদের ছাত্র সংসদও আছে নির্বাচনও হয়। তবে নির্বাচনী মিছিল কখনো হয় না। নেই কোন প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠান। একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়েই ক্যাম্পিং চলে। সকল প্রার্থীর পূর্ণ বায়োডাটা এবং কৃতিত্বসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পোষ্টার ছাপিয়ে একই রশিতে লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। নির্বাচনের দিনও কোন সাড়া শব্দ নেই। রীতিমত ক্লাস চলার

মালেশিয়ার এক গ্রামে একাকী দাড়িয়ে লেখক সাঈদ মাহফুজ।

ফাঁকে ফাঁকেই ভোট প্রদান ও ভোট গ্রহণ চলতে থাকে।

সোনার বাংলা ও পালাবদল'৯৪

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ঃ বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা

এ লেখা মূলতঃ মালয়েশিয়া সম্পর্কে নয়। এখানকার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের প্রায় ৫০টি মুসলিম দেশের মুসলিম-অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। স্বভাবতই এসব দেশের চালচলন, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন এবং বৈচিত্র পূর্ণ।

প্রথমেই আয়নায় নিজেদের চেহারাটা একটু দেখে নেই। আমরা বাংলাদেশীরা আসলে খুবই অনুকরণপ্রিয় জাতি। বিদেশে কেন, স্বদেশভূমিতে অবস্থান করেও বাংগালীরা কে কার আগে কত বেশী বিদেশী অনুকরণ করতে পারেন সে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। মালয়েশিয়া এসেও তাই দেখলাম। এখানে দেখি একজন বাংগালী বিদেশে এসে বাংলা ভুলে যায়, আপন সন্তানদের বাংলা শেখাতে 'লজ্জা' বোধ করে। একদিন এক বাংলাদেশী দম্পতির সাক্ষাত পেলাম। সাথে ১০/১২ বছরের বালক। তার সাথে ভাব জমাতে গেলাম, অমনি তার মা এসে সগৌরবে বলতে লাগলেন, সে তো বাংলা জানে না। আমরা বাংলা বলি না তো।

বাংলা কথাই বলতে পারে না এমন বাংগালী অবশ্যই খুবই কম পাবেন, তবে বাংলা লিখতে -পড়তে পারে না এমন অধিকাংশ পরিবারেই পাওয়া যাবে। একবার আমরা এখানে আমাদের একটা সাহিত্য সংগঠনের উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। কথা ছিল রচনা বাংলা, ইংরেজী, আরবী যে কোন ভাষায় লেখা যাবে। আশ্চর্য জনকভাবে কোন রচনাই বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়নি। আধুনিক বিশ্বের চোখ এখন বসনিয়ার দিকে। সার্ব নরপশুদের নারকীয় অমানবিকতা বিশ্ব বিবেককে হতবিহবল করে দিয়েছে তবে বিশ্বের মানুষ ইতিপূর্বে বুঝে উঠেনি ইসলামের চর্চা ইউরোপের আনাচে-কানাচে নিভৃত পল্লীতে চলছে। কথা হচ্ছিল সাঈদের সাথে। খুব সুন্দর আরবী বলতে পারে। ইংরেজী ভাল পারে না। সে বসনিয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতো।

কিন্তু আমরা যদি মুদ্রার অপর পিঠে তাকাই তাহলে একটু ভিন্ন চিত্র দেখি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জাতি যখন নিজের ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা হারিয়ে অন্যদেরকে অনুকরণ করতে থাকে তখনই শত্রুপক্ষ ঝোপ বুঝে কোপ মারে। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে জাতি স্বকীয়তা হারায় সে জাতি ক্রমে নিজের অস্তিত্বই হারাতে থাকে।

কথা শুরু করেছিলাম বসনিয়া প্রসঙ্গে। আমাদের বাংলাদেশী এক বন্ধুর রুমমেট ছিল এক বসনীয়। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। দিনের অধিকাংশ সময়ই

www.pathagar.com

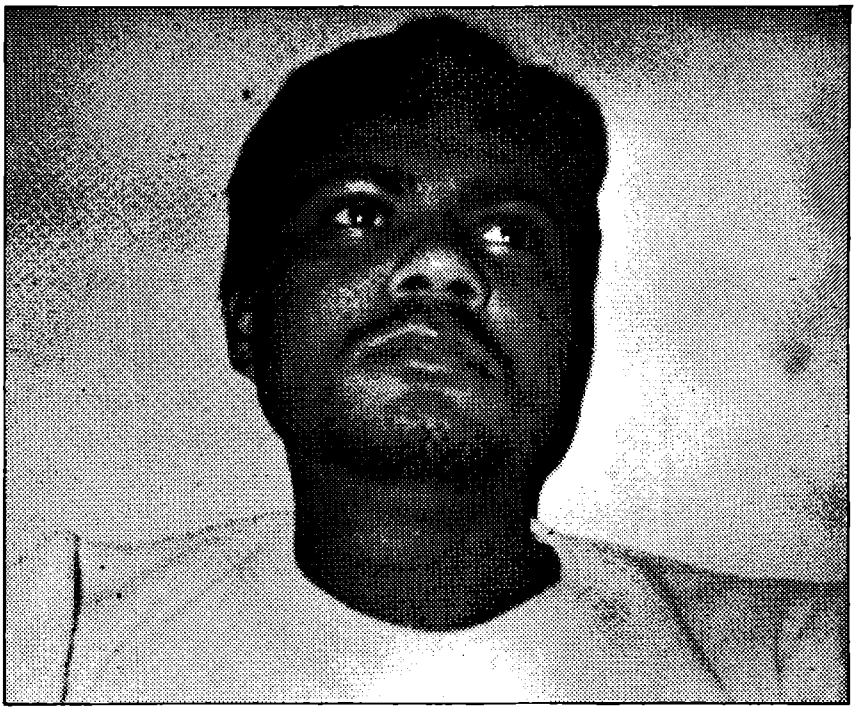

বিদেশ বিভূঁইয়ে স্বজনহারা বন্ধুহীন বেদনাহত প্রতিকৃতিতে স্মৃতির কল্পনায় লেখক।

কাটাতো পপসঙ্গীত- জাতীয় গান শুনে। বাংলাদেশী রুমমেট একদিন তাকে বলল তুমি ধর্মীয় শিক্ষিত হয়ে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন কর কেন? সে বলল, এসব নিষেধ নাকি? বাংলাদেশী হাদীস- কোরআন দিয়ে বুঝাতে গেলে সে সাথে সাথে বলল, এসব তোমাদের এশীয় আলেমদের হাদীস। 'আমরা ইউরোপীয়' এভাবেই দেখেছি। ইউরোপের অনেক দেশের মুসলমান প্রায় সব সমময়ই সাদা চামড়া এবং ইউরোপীয় নাগরিকত্ব নিয়ে অহংকৃত। আমাদের এক বন্ধু ছিল বৃটিশ মুসলিম। খৃষ্টান থেকে মুসলমান হয়েছে। পদার্থ বিদ্যায় বিএ করেছে বৃটেনে। আই আই ইউ (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি)তে এসেছে ধর্মতত্বে এম এ করতে। এক দিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি পদার্থ বিদ্যায় বি.এ করছো, ধর্মতত্বে এম.এ অসুবিধা হবে না? সে বলল, 'তুমি যদি আমার মত হও তবে তোমার পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া আমি বৃটিশ।' একজন মেধাবী ছাত্রের পক্ষে এক বিষয়ে বিএ করে অন্য বিষয়ে এমএ করা সম্ভব। আমাদের শেরে বাংলা একে ফজলুল হক মাত্র ৬ মাসের প্রস্তুতিতে অংক নিয়ে এম এ পাশ করেছেন। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয় আমাদের সে বন্ধুর তুলনা এবং অহংবোধ দেখে।

www.pathagar.com

বসনীয়দেরকে দেখেছি অনেকটা অনুভূতিহীন। বসনিয়ায় অমানবিক হত্যাযজ্ঞে তাদের যেন অনুভূতিই নেই। তবে অভিভূত হয়েছি তাদের অনেকেরই কোরআন তেলাওয়াত শুনে। চমৎকার কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে কেউ কেউ। অনেকেই দেখেছি অত্যন্ত অমায়িক। ইউরোপের মানবিকতার ধজাধারীদের অত অমানবিক নিপীড়ন নির্যাতনের পরও কোন কোন বসনীয়ের ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। এমনিভাবে চমৎকার কোরআন তেলাওয়াত শুনেছি তুর্কীদের মাঝে এবং ইউরোপীয় অহংকারবোধ দেখেছি।

আমাদের ছাত্রাবাসে আমি যে রুমে থাকতাম আমাদের ঠিক মাথার উপরের রুমে থাকত দু'তুর্কী ছাত্র। একদিন রাত ১১ টার সময় প্রচন্ড শব্দ হচ্ছিল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার রুমমেট পড়ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? আমার রুমমেট ছিল আফগান। আফগানদের আবার মাথা গরম। সে মুখ ভেংচিয়ে রাগতঃ স্বরে বলল, 'কি আবার, ড্যাঞ্চ হচ্ছে, ড্যাঞ্চ।' কিছু বললাম না। কিন্তু শব্দ তীব্রতর হচ্ছিল। সে তখন কিছু স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না। গিয়ে দেখ, মাথার উপরে ড্যাঞ্চ হচ্ছে। আমরা দু'জনেই আমাদের উপর তলার রুমে গেলাম। সরাসরি দরজা খুলে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ। তুর্কী দু'রুমমেট এবং তাদের এক বন্ধু চড়া ভলুয়্যমে বাজানো সুপার হিট গানের তালে তালে নাচছে। খালি গা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট। আমাদের দেখে প্রথমে চেহারার দিকে না তাকিয়ে একজন বলল, Well Come, Well Come. কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরই আমাদের চেহারা দেখে বলে উঠল, ভাই, এটা আমাদের সংস্কৃতি। আমরা বললাম, তোমাদের সংস্কৃতি হোক আর যাই হোক, অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর অধিকার তো তোমাদের নেই। তখন বলল Sorry ।

এই তুর্কীদেরকে অনেক সময় লক্ষ্য করেছি সাদা চামড়া আর ইউরোপীয়ত্ব নিয়ে অহংবোধ দেখাতে। সেদিন রাতের সে ঘটনা এবং তুর্কীদের ইউরোপীয়ত্বের বড়াইয়ের কারণে আমাদের উপরতলায় অবস্থানকারী তুর্কীদের প্রতি আমাদের কেমন যেন ঘৃণা বোধ হতে লাগলো। দেখা- সাক্ষাত হলে তেমন কথা-বার্তা বলতাম না। একদিন মাগরিবের নামাজ পড়ে হল মসজিদে বসি আছি । দেখলাম আমার মাথার উপরে বসবাসকারী তুর্কী বন্ধুদ্বয়ের একজন মাগরিবের ২য় জামাতে ইমামতি করছেন। নামাজে তার কোরআন তেলওয়াত শুনে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। এত শুদ্ধ, সুন্দর উচ্চারণ এবং সুমধুর সূরে বাংলাদেশে কম লোকই তেলাওয়াত করতে পারে। এমনিভাবে একবার আই.আই.ইউতে কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় দেখেছিলাম কোরআন চর্চার চিহ্ন।

একবার আমাদের কম্পিউটার ক্লাসের দু'মেয়ের সাথে পরিচয় হলো। দেখতে ঠিক উপমহাদেশীয়, সম্পূণ শালীন পোশাক। মুখ খোলা বোরকা। বাড়ী

www.pathagar.com

ফিজি। সত্যি বলতে কি, ইতিপূর্বে ফিজি সম্পর্কে অজ্ঞই ছিলাম। ফিজি নাম শুনে মাথার ভেতর গ্রাফোসম্যানের মানচিত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, পেলাম না। রুমে গিয়ে অনেক কষ্টে বের করলাম। তার পর World Book Encyclopedia খুললাম। ক'দিন পরই আবার পরিচয় হলো আজিম-এর সাথে। দেখতে অবিকল বাংলাদেশী। সেই ফিজিয়ান। সুন্দর চেহারা। চমৎকার হিন্দি বলতে পারে। তার কাছে জানলাম ফিজিতে প্রচুর ভারতীয় রয়েছে। World Book এ দেখলাম ফিজির ৪৮% অধিবাসী ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ফিজিয়ানদের মধ্যেও কেউ কেউ চমৎকার কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে। সত্যি মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে কোরআন চর্চা এবং নিজ ঐতিহ্যের প্রতি অনড়তা দেখলে আফসোস হয় ৮৫% সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে আমাদের কোরআন চর্চার অবস্থা কোথায়। কম্পিউটার ক্লাসের মেয়ে দু'টিকে বেশী অভিভূত হয়েছি তাদের চালচলন দেখে। খৃষ্টান-অধ্যুষিত দেশের মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে কত দৃঢ়চেতা।

আফগানদের চালচলন ও কথাবার্তা অনেকটাই উপমহাদেশীয়দের মত। চেহারা ফকফকে ফর্সা। তবে মাথা বেশ গরম। আচার আচরণে বেশ ভদ্র হলেও কখন যে আপনার সাথে বেধে যাবে বলতে পারবেন না। এক সেমিষ্টারে আমার রুমমেট ছিল এক আফগান। বয়সে আমার বড়। আইন বিষয়ে পিএইচ ডি করছেন। এই শিক্ষিত ভদ্রলোক বেশ মার্জিত এবং ধার্মিক হলে তাকেও বদমেজাজী হতে দেখেছিলাম। একদিন দুপুর বেলা সে ঘুমাচ্ছিল আমি একটু শব্দ করে কোরআন পড়ছিলাম। ব্যাস! তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। এমনিভাবে জ্বলে উঠে অনেক সময়ই।

আফগানদের আত্মমর্যাদাবোধ বেশ টনটনে। অন্য কথায় অনেকটা গোঁয়ারও। কেউ কাউকে মানবে না। কখনো নিজেরা মারামারি করবে, কিছুক্ষণ বা একদিনপরই হয়ত বা উভয়ে আবার কোলাকুলি করবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। আমার রুমমেটের কাছেই শুনেছিলাম, কোন আফগান মেয়ে অ-আফগান ছেলেকে বিয়ে সাধারণতঃ করেনা। আফগান ছেলে মেয়ে উভয়েইএটাকে নিজেদের জন্য অমর্যাদাকর মনে করে। রুমমেটের কাছেই শুনেছিলাম একবার পাকিস্তানে এক আফ্রিকান ছেলে আফগান মেয়েকে বিয়ে করলে আফগান ছেলেরা আফ্রিকান দুলাভাইকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

আফ্রিকানরা বেশ বদমেজাজী এবং দুষ্ট প্রকৃতির বটে তবে বেশ বুদ্ধিমান এবং চালাক। আবার সব কিন্তু সমান নয়। যেমন সাম্প্রতিক কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত সোমালিয়ার যে ক'জনের সাথেই পরিচয় হয়েছে সকলকেই দেখেছি অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র। গায়ের রং কুচকুচে কাল হলেও আচার-আচরণ বেশ ভাল। আফ্রিকানদের মধ্যে গায়ের রংয়ের ব্যাপারে জাম্বিয়, গাম্বীয় এবং ঘানীয়রা (ঘানাবাসী) ১ নম্বর।

www.pathagar.com

কুচকুচে কাল তো বটেই, চকচকেও। ঠিক যেন এলিট পেইন্ট-এর খাঁটি কালো রংয়ের প্রলেপ। তবে লিবিয়া আলজেরিয়া মিশর আফ্রিকা মহাদেশে হলেও এদের গায়ের রং একেবারে দুধে আলতা। মিশর এবং আলজেরীয় মেয়েরাও চমৎকার সুন্দরী। শুধু গায়ের হলুদিয়া বরণ নয়, শরীরের গঠনও সুন্দর। আলজেরীয় যে ক'জনের সাথেই পরিচয় হয়েছে সবাই বেশ ভদ্র। বলতে গেলে সবচাইতে ভদ্র। এরা সকলেই সামরিক জান্তা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক সালভ্যাশন ফ্রন্টের কর্মী। সাম্প্রতিক সামরিক নির্যাতনের কারণে এদের অনেকেই দেশ ত্যাগ করে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। মোট জন সংখ্যার প্রায় ৮০% প্রায় ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ মুসলমানের বাস এই ইন্দোনেশিয়ায়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। প্রেসিডেন্ট ডঃ সুহার্তো নিজে খৃষ্টান-স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় ৫ মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ। এ ৫ নীতিকে এক কথায় 'পঞ্চশীলা' বলা হয়। বিশ্বের ওলামা এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে পঞ্চশীলা অনৈসলামিক। তবে ইন্দোনেশিয়ার কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় আলেম পঞ্চশীলাকে অনৈসলামিক নয় বলে ঘোষণা করেন।

আই আই ইউতে বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে ইন্দোনেশীয় সবচে'বেশী। তাই ইন্দোনেশীয়দেরকে দেখার সুযোগ হচ্ছে বেশী। তন্মধ্যে জাভা, জাকার্তা এবং সর্ব উত্তরের এলাকা আঁচে অঞ্চলের ছাত্র বেশী। আঁচে এলাকার ছাত্ররা বেশী ধার্মিক। এখানকার অনেকেই আহলে হাদীস। তবে আঁচে সহ সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের রীতি নীতিতে মজার নিয়ম রয়েছে। যা কিছুটা মালয়েশীয়দের মতই।

একবার আমার এক রুমমেট ছিল আঁচেনীজ ইন্দোনেশীয়। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দাঁড়ি ও চুল $\frac{১}{৩}$ ভাগ পাকা। তিনি সেখানকার ইসলামিক পার্টি মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক সংসদ সদস্য ছিলেন। প্রায়শঃই তাহাজ্জুদ পড়তেন। প্রত্যহই সুবহে সাদিকের প্রারম্ভেই ফজর নামাজ পড়তেন। একদিন দেখলাম এই ভদ্রলোক তাঁর ২/৩ ইঞ্চি লম্বা দাঁড়িগুলি সেভ করে ফেলেছেন। আমার সাথে বেশ হালকা সম্পর্ক ছিল বলে সরাসরি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম । সে বলল, কেন? দাঁড়ি রাখা কি ফরজ নাকি। এটা তো সুন্নত। এমনিভাবে প্রায়শঃই তাহাজ্জুদ গুজার এবং সপ্তাহে রোজা পালনকারী অনেককেই দেখেছি। রুম থেকে বাথ রুমে যাওয়ার সময় হাতে সাবান শ্যাম্পু নিয়ে, কোমরে শুধু একটা তোয়ালে জড়িয়ে আর কোন প্রকার কাপড় ছাড়া বাথরুমে যাচ্ছে। অনেকেই এই একখানা তোয়ালে পরে ঘুমিয়ে পড়ছে।

একদিন এক বন্ধুর রুমে ঘুমিয়েছিলাম। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে উঠে বাতি জ্বালাতে গিয়ে লজ্জাই পেয়ে গেলাম। বন্ধু ইন্দোনেশীয় রুমমেটটি বিবস্ত্র হয়ে আছে।

www.pathagar.com

লাইটে আচমকা আলোতে সে ও জেগে গিয়েছিল এবং লজ্জা পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি তোয়লেটা আবার টেনে নিল। ইন্দোনেশীয় মেয়েদের চলাফেরাও কিছুটা উচ্ছৃংখল। তবে ভদ্র এবং শালীন মেয়েও আছে। সাধারণভাবে ইন্দোনেশীয় ছেলেমেয়ে সকলেই ভদ্র এবং নম্র। বেশ মিষ্টি ব্যবহারও।

ইন্দোনেশীয়ায় কোরআন এবং আরবী ভাষার চর্চাও বেশ রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক ক্বারীর তেলাওয়াত সম্বলিত ক্যাসেটই আমদানী হয়েছে। ইন্দোনেশিয় ছাত্রাছাত্রীদের অনেকেই আরবীতে কথাবার্তা বলতে পারে। স্বভাবগতভাবেই ইন্দোনেশীয়রা মালয়েশীয়দের মতই। বেশ ভদ্র, নম্র তথা ঠান্ডা প্রকৃতির। মেধা, প্রেরণা এবং উদ্দীপনার দিকে থেকেও যেন একটু ভোঁতা ধরণের।

পালাবদল-১-১৫ জানুয়ারী'৯৪

---

www.pathagar.com

সাদা হাতির দেশে

সাদা হাতির দেশ নাম হলেও আমরা সাদা হাতি দেখিনি। আদৌ সাদা হাতি আছে কি-না কে জানে। কোনোকালে হয়তো বা সাদা হাতি ছিল। কে নাম দিয়েছে তাও জানি না। ছোটকালে আরব্য উপন্যাসে সিন্দাবাদের ' দুঃসাহসিক সপ্তযাত্রার সাথে সাদা হাতির দেশ এবং শ্যাম রাজার দেশ হিসেবে শুনেছিলাম থাইল্যান্ডের কথা। আমার বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই সাদা হাতি সম্পর্কে। সে বললো, কোনকালে হয়তো বা ছিল তবে আজ কোথাও আছে বলে সে জানে না।

থাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ এ দেশটি পশ্চিমা কোন সম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনে কখনো ছিলো না। দেশটির আয়তন ৫,১৪,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের প্রায় ৩/৪ গুন বড়। জনসংখ্যা আমাদের অর্ধেকেরও কম। লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৪ হাজার। ১৯৩৯ সালের পূর্বে দেশটির নাম ছিল "শ্যাম দেশ"। ১৭৮২ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই শ্যাম দেশ নাম থাকার পর দেশটির নাম থাইল্যান্ড। ১৯৫৪ সালে আবার দেশটির নাম শ্যামদেশ পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু মাত্র ৪ বছরে আবার তারা থাইল্যান্ড নামেই ফিরে আসে।

দেশটিতে ৭৩টি প্রদেশ, ৬৯৯টি জেলা আছে। প্রতি প্রদেশে আলাদা গভর্ণর। থাইল্যান্ডে মোট ৬২,২০০ গ্রাম। থাইরা মূলত চীন, কম্বোডিয়া এবং মালয়েশিয়া থেকে আগত মিশ্র জাতি।

এদেশে শতকরা ৮৭জন লোক শিক্ষিত। তবে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। থাইল্যান্ডে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক দিন থেকে ইচ্ছা জাগছিল

www.pathagar.com

থাইল্যান্ড ভ্রমণের। কিন্তু সময় করে পারছিলাম না। বিশেষত ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চরম ব্যতিক্রম এই দেশের মুসলমানরা কেমন আছে। কিভাবে চলে তাদের জীবনযাত্রা এসব দেখতে খুব ইচ্ছা। এপ্রিলের শেষাংশে এবং মে'র প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি পেলাম ক'দিনের। ভাবলাম এইতো সুযোগ জীবনে এ সুযোগ নাও আসতে পারে। তাছাড়া মালয়েশিয়া থেকে বাসে খুব কম খরচে চলে যাওয়া যাবে। যা ভাবা তাই কাজ। থাইল্যান্ড এবং ব্যাংকক। নামটা শুনলেই একটা ব্যতিক্রম অনুভূতি আসে। অনুভূতিটা ব্যক্তিভেদে ব্যতিক্রম হয়। রুচিবানরা চমকে উঠেন। ব্যাংকক বিশ্বের মধ্যে মোটামুটি পরিচিত একটি শহর।

একবার এই বছর খানেক আগে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজী অভিধান গ্রুপ LONGMAN Company তাদের কোন এক অভিধানে ব্যাংকক সম্পর্কে সংজ্ঞা দিয়েছিল বিশ্বের মধ্যে পতিতালয়ের জন্য বিখ্যাত বলে। এতে ব্যাংককের রুচিবানরা ক্ষেপে যান। প্রতিবাদ জানান, তখন LONGMAN কর্তৃপক্ষ জবাব দেয় যে, কে কি চায় সেটা আমাদের লেখার বিষয় নয়, আমাদের লেখার বিষয় বাস্তবে আসলে কি আছে। সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় ব্যাংককের পতিতালয়ের খ্যাতি বিশ্ব জোড়া। হ্যাঁ, ব্যাংকক যাবার চিন্তা করার পর থেকে আমিও চমকে উঠেছিলাম বার বার। আমার জীবনের পরিধি অনেক সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ পরিসরে আমার ব্যাংকক ভ্রমণটা ছিল এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। কোথাও ভ্রমণে বের হবার পূর্বে ২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে বের হবার মত পরহেজগার আমি কখনো দাবী করতে পারবো না। তবে ব্যাংকক যাত্রার পূর্বে আমি দু'রাকাত নামায পড়েছিলাম। বললাম, আল্লাহ তুমি আমাকে হেফাজত কর। চরিত্রগত দিক ছাড়া ব্যাংককের নিরাপত্তার দিকটা শুনেছিলাম অনিশ্চিত। শহরের ও রাস্তায় প্রচুর নিশাচর থাকো। যারা সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারে। পুরো থাইল্যান্ডে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা একেবারেই হাতে গনা। এই অনেকগুলো প্রতিকূলতা নিয়েই আমার ব্যাংকক অভিযাত্রা।

৩রা মে' মঙ্গলবার। দিনে গিয়েই বাসের টিকেট নিয়ে আসলাম থাইল্যান্ড সীমান্ত পর্যন্ত। কুয়ালালামপুর থেকে ব্যাংকক বাসে এবং ট্রেনে দু'দিনের রাস্তা। রাত ১০ টায় আমার বাস ছাড়বে। সাড়ে ৯টায় গিয়ে হাজির হলাম। বাস ষ্টপেজ থেকেই সোলায়মান ভাই এবং রফিক স্যারকে ফোন করে আমার যাত্রার সংবাদ দিলাম। রাত ১০টায় প্রথম পদক্ষেপেই যাত্রার সূচনা ঘটে। বাসে উঠে দেখলাম, আমার যে সীট সেই একই সীটে ২টি টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে ভুলে এবং অন্য যাত্রী এসে বসে আছেন। রাত ১০টার পর আর কোন বাস নেই। ট্রেন ও নেই। কিন্তু কোন ক্রমেই দেরী করার সময়ও আমার নেই। কি সমস্যা? বাস মালিকদেরকে খুব বকাবকি করলাম। তারা বললো তোমার টাকা ফেরৎ দিবো। আমি মানলাম না। শেষে প্রস্তাব

www.pathagar.com

করলো ড্রাইভারের পাশে একটা সীট আছে, সেটাতে বসে যেতে পারি কিনা। কিন্তু অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। যেমন বাসটা ছিল Super VIP অর্থাৎ একটা বাসে মাত্র ২৫/৩০ জন যাত্রী, অত্যন্ত প্রশস্ত সীট ছাড়াও রাতে ইয়ারকনের সীট নিবারণের জন্য রয়েছে হালকা কম্বল এবং বালিশ। দস্তুর মতো শুয়ে যাওয়া যায়। অথচ এই সীটে এইসব কিছুই নেই। কিন্তু যে কোন প্রকারে আমাকে আজই যেতে হবে। ভাবলাম আমরা দরিদ্রতম দেশের মানুষ। আমাদের এই সবে অভ্যাস আছে। ঢাকা থেকে নোয়াখালী সারারাত দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করার ও অভিজ্ঞতা আছে। বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে থাকার অভ্যাস ও আমাদের আছে। তাই রাজি হয়ে গেলাম। যদিও ৩০ ডলার ভাড়া দিয়ে বাসের সুযোগ-সুবিধা গুলো না পাওয়ার জন্য আফসোস হচ্ছিল। সারা রাত বেশ কষ্টই হলো, ভোর ৪টার দিকে আমরা সামান্তের কাছা-কাছি পৌঁছলাম। একটা বাজারে বাস থামানো হলো।

ইতোপূর্বে আমাকে আমার থাইল্যান্ডের অন্য এক বন্ধু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিল। সে বলেছিল, রাত ৪টার সময় সীমান্তের প্রায় কাছা-কাছি এক বাজারে এক হোটলের সামনে থামবে। সেখানে টাকা পাল্টানোর ব্যবস্থা আছে। মাত্র ২০/২৫ মিনিটের মাথায় আমরা মালয়েশীয়ার সীমান্ত অতিক্রম করলাম, রি-এন্ট্রি ভিসা আছে কিনা তা দেখেই মালয়েশীয় ইমিগ্রেশন বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে দিল। কিন্তু সমস্যা শুরু হলো থাই সীমান্তে। আমাকে বাসের ড্রাইভার আগেই বলে দিয়েছিল, থাই সীমান্ত বাংলাদেশী পাসপোর্ট ধারীকে আরো ৩০ ডলার দিতে হবে। আমি বারবার তর্ক করছিলাম যে, আমার বৈধ ভিসা আছে। কিন্তু না, কোন ক্রমেই হলো না। তারা এটাও মানছিল না যে এটা ঘুষ, বললো এটাই নিয়ম। বাংলাদেশের এই সবুজ পাসপোর্টটি যেন সব দোষ করেছে। বাংলাদেশ নাম লেখা সবুজ এই পাসপোর্ট দেখলেই সকলে হাত বাড়ায়। অনেক কথা কাটাকাটির পর আমাকেও ৩০ ডলার দিতে হলো। এটা নিঃস্বন্দেহে ঘুষ, মনে খুব কষ্ট পেলাম। যদিও আমার জীবনটা খুব বড় নয়। তবুও জীবনে এই প্রথম ঘুষ প্রধান করলাম। মনের মধ্যে এক অপরাধবোধ পীড়া দিচ্ছিল। কাজটা কি ঠিক করলাম? তাই বলে অন্যায় দেখলে বা করলে বিবেকের দংশন করার মত মন এখনো আছে, বুঝতে পারলাম।

থাই সীমান্ত পেরিয়ে ১ঘন্টা বাস চলার পর আমরা আমাদের আপাততঃ গন্তব্য HAT YAI (উচ্চারণ হাজ্জাজ) পৌঁছলাম আমার হাত ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে ৮টা। মনে ছিল না। যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছেছি। তাই সময় পরিবর্তন হয়েছে। বাস থেকে নেমে একজনের সহযোগিতা চাইলাম জানতে চাইলাম কিভাবে আমি ব্যাংকক যেতে পারব। ভদ্রলোক হাতের ইশারা রেলষ্টেশন দেখিয়ে দিলেন ভাঙ্গা ইংরেজীতে জানায় আমি মাত্র ১৬৯ বার্থ (থাই মুদ্রা) অর্থাৎ মাত্র ১৭ মালয়েশীয় রিংগিট দিয়ে ট্রেনে ব্যাংকক যেতে পারি। জিজ্ঞেস করে জানলাম রেল

www.pathagar.com

স্টেশনে আমি হেঁটে ও যেতে পারব। কাছেই, কিছু দূর গিয়ে কোনো দিকে যেতে হবে ভেবে না পেয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু এই প্রথম মুখোমুখি হলাম এমন ব্যক্তির যিনি ইংরেজী জানেন না। কোন বাক্যে বা ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করেই শুধুমাত্র Ralway station শব্দটা উচ্চারণ করলাম, না বুঝলো না। আগে সোলায়মান ভাই বলে দিয়েছিলেন। যে থাই ভাষায় রেল স্টেশনকে বলা হয় Road py , কিন্তু শব্দটা Road Pay না Road by সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তবু Road py এবং Road by দুটোই বলে দেখলাম তবু বুঝল না। হয়তো বা আমার উচ্ছারণ যথাযথ ছিল না। আমি কি বললাম, পুলিম কি বললো কেউ কাউকে বুঝলাম না। শুধু Thank you বলে বিদায় হলাম।

কিছু দুর গিয়ে পরিপাটি জামা কাপড় পরিহিত একজন খুজে বের করলাম, যে কি না ইংরেজী জানতে পারে বলে ধারণা করলাম, কিন্তু অবস্থা তথৈবচ, তবে আমার অনেক রকম শব্দ প্রয়োগে কোন একটা হয়তো বা তার বোধশক্তিকে পৌঁছল। সে বললো ও! ট্রেন, ট্রেন! আমি যেন গভীর অন্ধকারে আলোর দিশা পেলাম, বেশ জোরে জোরে ইয়েস ইয়েস করতে করতে মাথা উপর-নিচ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর রেল স্টেশন খুঁজে পেলাম এবং খুঁজে পেলাম Information বুথ। ভাবলাম সেখানে নিশ্চয়ই ইংরেজী জানা লোক আছে। আমার ধারণা ভুল হয়নি সত্য, সেখানে ইংরেজী জানা লোক পেলাম বটে কিন্তু এমন ইংরেজী উচ্চারণ বোঝা কার বাপের সাধ্যি। তবুও এটাই অন্ধের যষ্ঠি। ব্যাংককের ট্রেন বিকেল ৩টায়। ২য় শ্রেণীর টিকেট ফুরিয়ে গেছে। ১৬৯বার্থ দিয়ে ৩য় শ্রেণীরই একটা টিকেট নিলাম। আর জেনে নিলাম আশেপাশে কোন মসজিদ আছে কি-না। হ্যাঁ স্টেশন থেকে অর্ধ মাইলের কাছাকাছি একটা মসজিদ আছে। বেরুলাম মসজিদের সন্ধানে। কিন্তু আবার সেই সমস্যা। কোন বাক্য প্রয়োগ ছাড়া শুধু মসজিদ শব্দ বললাম নাহ বুঝলো না। শুনেছিলাম থাইরা মসজিদকে 'মাস ঈদ' বলে। সেটাও বলে দেখলাম না ঠিকমত হচ্ছে না। শেষে বললাম মুসলিম, না। তারপর দু'হাত কান বরাবর তুলে তকবীর দেয়ার ভঙ্গি করলাম, এসবের কোথায়ও হয়তো কেউ কোন এক শব্দ বুঝলো, এভাবে মসজিদ খুজে পেলাম। মসজিদের সীমানায় গিয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণ দিয়ে মসজিদ ভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, পরনে আজনুলম্বিত জোব্বা গাল ভর্তি দাঁড়ি এবং মাথায় পাগড়ী। ধরে নিলাম নিশ্চয়ই মসজিদের ইমাম হবেন। সালাম দিয়ে জানতে চাইলাম তিনি আরবী জানেন কি-না। ভদ্রলোক বললো, আরবী নয় তিনি ইংরেজী জানেন, খুশি হলাম স্বভাবতই। তিনি এমএ পাস। তাবলীগ করেন। আমি বাংলাদেশী মালয়েশীয়ায় পড়ালেখা করি। এসব পরিচয় দিতে শুরু করলে ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ঐ যে ওখানে তোমার দেশী ক'জন আছে তাদের সাথে কথা বল, আমি ব্যস্ত।" লোকটির

www.pathagar.com

আচরণে আমি খুশি হতে পারলাম না। যাক, মসজিদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ২/৩ জন যাদেরকে পেলাম, বুঝতে কষ্ট হলো না তারা যে বাংলাদেশী। এদের মধ্যে ছিল নরসিংদীর ভাবনিয়া, চুয়াডাঙ্গার আবদুল হালিম, কুমিল্লার কবির, ইসলাম এবং পাবনার ইয়াছিন মোল্লা ও আবদুর রহমান। এরা এসেছে ঢাকার শান্তি নগর যমুনা এজেন্সীর মাধ্যমে। এজেন্সীর লোকজন তাদেরকে মালয়েশিয়া নেবে বলে এনে এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে। এখন তারা এই মসজিদেই থাকেন। মসজিদ কমিটির কোন এক ব্যক্তি তাদেরকে দয়া করে ২/৪টা খেতে দেন আর মাঝে মধ্যে মসজিদের খেদমত করান।

আমি বাংলাদেশী এই অসহায় বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতার সময়ই মনে পড়লো যে আমার ঘড়ির সময় বদল করা দরকার। কিন্তু মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত আমার জানা ছিলে না। একটু এগিয়ে গিয়ে মসজিদের ঘড়ির সাথে মিলিয়ে দেখলাম, আমার ঘড়ি বরাবর ১ঘন্টা এগিয়ে আছে। তাই পিছিয়ে দিলাম সে সময়। মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড যদিও গ্রীনিচের পূর্ব দ্রাঘিমাংশ'র ১০০ রেখা বরাবর তথাপি এই ২ দেশের মধ্যে ১ঘন্টা সময়ের ব্যবধান । একটু বেমিল, এই আর কি। তাই কিছু বেমিল চোখে পড়ল। এখানে দুপুর সাড়ে ১২টায় জোহর নামাজের আজান দেয়া হয় এবং ১টার মধ্যে জামাত শেষ হয়ে যায়। আমি হাজ্জাইতে যে মসজিদে নামাজ পড়লাম এবং যাত্রাবিরতি করলাম, সে মসজিদটির নাম পাকিস্তানী মসজিদ। এ মসজিদ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পাকিস্তানী রয়েছেন। পাকিস্তান থেকে আগত মুসলমানরা এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। আমি মসজিদ কমিটির কয়েক জনের সাথে উর্দুত কথা বলেছি। শুধু এই হাজ্জাই এলাকায়ই নয়, থাইল্যান্ডের মুসলমানদের নাম করতে গেলেই পাকিস্তানী মুসলমানদের কথা এসে যায়। ব্যাংককেও পাকিস্তানীদের নিজস্ব

এক চা বাগানে বন্ধু সহ লেখক আবু সাঈদ মাহফুজ।

www.pathagar.com

এলাকা রয়েছে, মসজিদ রয়েছে। যে মসজিদটির নাম হারুন মসজিদ। সে যাক বিকেল ৩টায় ব্যাংকক যাবার পথে ট্রেনে চড়ার পূর্বেই আমি আমার একজন সঙ্গী পেয়ে গেলাম, যে সঙ্গিটি শুধু বাংলাদেশীই নন, তার বাড়ী আমার বাড়ী তেকে মাত্র ১০/১৫ মাইলের ব্যবধান। মজার ব্যাপার হলো, তিনি একজন পাতি আদম ব্যাপারী, তিনি একাধিকবার মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এসেছেন এই আদম পাচারের কাজে।

স্বভাবতঃই কোন আদম বেপারীকে আমার ভাল না লাগলেও এই ভদ্রলোকের সাথে আমার এই লম্বা ট্রেনযাত্রা ভালভাবেই জমেছিল সম্ভবতঃ দুটি কারণে (১) এই দীর্ঘ ভ্রমণে আমি একজন সঙ্গী খুজছিলাম, ইনি ছিলেন আমার একমাত্র অন্ধের যষ্ঠি। ২) হয়তো ভদ্রলোক বেশ আমুদে এবং সদালাপী।

বেলা ৩টায় আমরা ট্রেনে চড়লাম। প্রচন্ড গরম। এটা একটা ৩য় শ্রেণীর বগি। ট্রেনের হালহকিকত অনেকটা বাংলাদেশের ট্রেনের মতো, তবে একটু উন্নত পর্যায়ের। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের মতো। যেমন রাজশাহী থেকে, রাজবাড়ী ঘাট যে আন্তঃনগর ট্রেন পদ্মাঅথবা ঢাকা নোয়াখালী উপকূল এক্সপ্রেসের শ্রেণী অনেকটা সে রকম। ফেরিওয়ালার নির্যাতন অবিকল সে রকম। তবে কোন ফকিরের জ্বালাতন নেই। Seat Capacity ট্রেন হলেও বেশ কিছু দাঁড়ানো যাত্রী ছিলো। তবে আমাদেরকে সবচে বেশি জ্বালাতন করেছিলো আমাদের পেছনের লাইনের সিটগুলোতে বসা ক'তরুণ। ট্রেনে আমাদের পেছনে বসা তরুণরা আমাদেরকে নির্যাতন করছিলো।

আমরা ট্রেনে চড়লাম ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, আমরা বিদেশী, তাও বাংলাদেশী। আমাদের ট্রেনে বা অন্তত আমাদের বগিতে সে সময় বোধহয় আমরাই ছিলাম বিদেশী। আর ট্রেনের এই ৩য় শ্রেণী বগিতে যারা উঠেছিল তাদের অনেকেই ছিল আচরণে ৩য় শ্রেণী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত থাইল্যান্ডের মানুষরাও মনে করে যে, বিদেশী যুবক নিশ্চয়ই ব্যাংককে যাচ্ছি ফুর্তি করার জন্য। তাই তারা ইংরেজীর কোন একটি শব্দ না জানলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ এবং এই খোলা ট্রেনে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে খুব খারাপ কিছুই আমাদেরকে বুঝাতে লাগলো। তাদের কথাবার্তার কিছু বোঝা না গেলেও অঙ্গভঙ্গিতে যা আন্দাজ করলাম তা হলো তারা দালালের কাজ করতে রাজি এবং তাদের সন্ধানে ভাল শিকার আছে। তাদের এই নিশব্দ আহবানের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। গাড়ীর ৩য় শ্রেণীর এই প্রকাশ্য বগিতে তারা মদের আসর বসালো। কথাটা কারো কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে হয়ত, কিন্তু এটাই ছিল বাস্তবতা। তাদের সাথে যোগ দিল ত্রিশোর্ধ্বা এক মহিলাও। অত্যন্ত জোরে শব্দ করে মদের বোতল খুলছে, হাসি-ঠাট্টা, হৈল্লোড়, চিৎকার করছে কিন্তু কিছুতেই আশপাশ যাত্রীদের কারো প্রতিবাদ তো দূরে থাক বিরক্তিও দেখলাম না। ছিল না সামান্য

www.pathagar.com

ভাবান্তরও। যেন এটাই স্বাভাবিক। এমনকি রেলওয়ে পুলিশও হেটে চলে যাচ্ছে নির্বাক।

এক দফা চালিয়ে যাবার পর কিছুটা তৃপ্তি কিন্তু ক্লান্তি নিয়ে ঘন্টাখানেকের জন্য চুপ থেকে আবার চললো আসর। ৩য় দফা সমাপ্তির পর দেখা গেল যেন ছিলাম আমরা দুই বিদেশী। বরাবর তাদের আসরে আমন্ত্রণ জানানো, ছাড়াও বেশ কয়েকবার মদ ভর্তি গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছিল, সীটের উপর দিয়ে মাথার উপর ফেলছে ফেলছে এমন অবস্থা। মনে মনে প্রচন্ড বিরক্তি জমছিল পুরো থাইল্যান্ডের উপরই। তাদের অভদ্রতা, অশালীনতা এবং সীমাতিরিক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ৩/৪ ঘন্টা যাবত। অর্থাৎ দীর্ঘ ৩ দফা মদ ভোজনের পর এক-দুজন ট্রেনের মধ্যে মাতাল হতে শুরু করলো। কিন্তু এখনো 'পাগলের মাথা ঠিক ছিল, একজন এসে আক্রমণ করে বসলো আমার সঙ্গীটিকে। আমি জানালার পাশে ছিলাম বলে লাগ পেল না। মাতাল ছেলেটি এ অবস্থায় যা বলার বিচ্ছিন্নভাবে এটা-ওটা বলতে লাগলো, আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম দিনের মত এখনো সে আমাদেরকে নারী ভোগের লোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু তার শেষ আচরণে বুঝতে পারলাম আসলে সে মাতাল হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘক্ষণ্ তার বিচ্ছিন্ন বকাবকির পর সে নিজের দিকে হাতের আঙ্গুলগুলো নির্দেশ করে বলছিল অ পুলিশ, পুলিশ। তারপরই আবার বললো, বক্সিং, বক্সিং বলেই সে হাত গুটাতে লাগলো এবং আমার সঙ্গীটিকে বক্সিং দিয়েই দিচ্ছিল এতে আমার সঙ্গিটি এবং আমি দু'জনেই দাঁড়িয়ে গেলাম এবং চিৎকার দিয়ে বকাবকি শুরু করলাম। এতে মাতাল ছেলেটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য হয়তো বা ভয় পেল এবং তার দু'একজন সঙ্গীও ছুটে এলো তাকে ২/১টা থাপ্পর দিয়ে নিয়ে গেলো এবং এক সীটে শুইয়ে দিল। তার পর তার এক সঙ্গী এসে আমার আক্রান্ত সঙ্গীটিকে ২ বার বললো ওমররহ ওমররহ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো গাড়ীর অন্য কোন যাত্রীরা টু শব্দটি করলো না। জানি না কেমন ভদ্র এ জাতি। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল এবং বলতে গেলে কিছুটা ভীত, কিছুটা বিক্ষুব্দ হয়ে পড়লাম।

গাড়ীর মধ্যে অন্য একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করেছি। রাত ১১টার দিকে মাঝপথে থেকে জনৈক যাত্রী উঠলেন। যার পরনে ছিল অত্যন্ত ছোট একটি হাফপ্যান্ট, গায়ে বুক ফাঁড়া স্লীভলেস (হাতাহীন) গেঞ্জি, পায়ের তলায় ছেঁড়া পুরনো কাপড়ের জুতা। লোকটির শরীর এবং চুলের রং বাদামী। চেহারা আদল বেশ সুগঠিত। ব্যায়াম করা পেটানো শরীর, শরীরে কোনো বাড়তি মেদ নেই। পরনের ছোট হাফপ্যান্টটিতে ডানদিকে একটা পকেট আছে। লোকটি মাঝে মধ্যে এ পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট থলে বের করে সেখানে থেকে টাকা বের করে এটা ওটা কিনে খাচ্ছে। আমার নিশ্চিত ধারণা হচ্ছিল লোকটা ইউরোপীয় বা আমেরিকান হবে। রাত ১২টা /১টার দিকে অর্থাৎ গাড়ীতে ওঠার ঘন্টাখানেকের মধ্যে লোকটা সম্পুর্ণ মেঝেতে নিঃশংকোচে বসে পড়লো এবং এই জন চলাচলের স্থানে শুয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

সকাল বেলা আমি হাত মুখ ধুতে গেলাম ফিরে এসে দেখি লাল বদনের লোকটি আমার সীটেই বসে আছে আমাকে সীটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই ভদ্রলোক ওঠে দাড়াতে উদ্যত হলেন। আমি অনেকটা জোর করে তাকে বসিয়ে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, যাক লোকটার সাথে আলাপ জমানোর একটা সুযোগ বোধ হয় হলো। লোকটার নাম আমি শুনেছিলাম কিন্তু ভুলে গেছি। বৃটিশ, অষ্ট্রেলিয়ায় চাকরি করেন একাউটেন্ট। ছুটি কাটাতে এসেছে থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া। আমি বাংলাদেশী মালয়েশিয়াতে পড়াশুনা করছি, মাষ্টার্স করছি, এগুলো শুনে একটি শব্দই সে বেশী

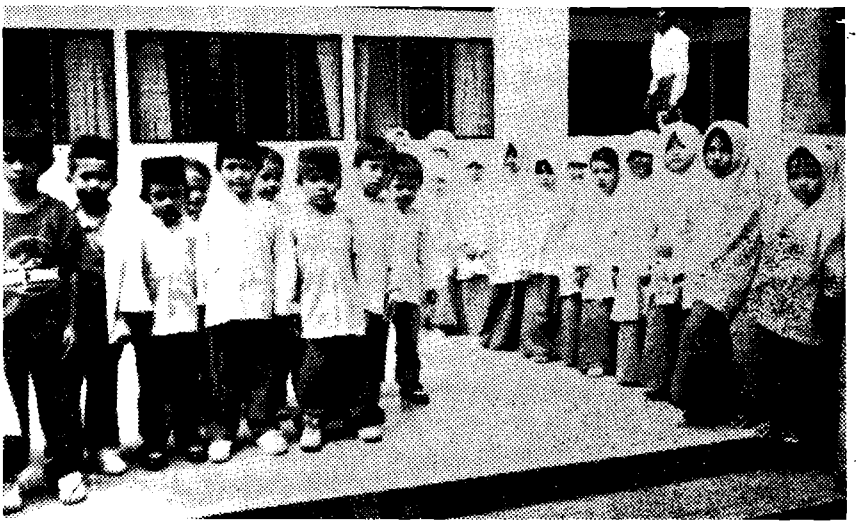

থাইল্যান্ডের একটি ইসলামী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দাড়িয়ে আছে।

ব্যবহার করছিল তাহলো Really এটা অনেকটা এমন প্রকাশ করছিল সে আমরা কারো কথা শুনে বলে থাকি "ও আচ্ছা, তাই নাকি " তবে আমি মাষ্টার্স করছি এটা তাকে কিছুটা বিস্মিতও করেছেন। বিদেশেদের অনেক দেশেই মাষ্টার্স করছে শুনলে চমকে ওঠে। বাংলাদেশের মত বিদেশে এত অহরহ এম এ করেনা । লোকটা আরেকটু আশ্চার্য হলো বা Really বললো যখন জিজ্ঞেস করলো তুমি ইংরেজি শিখেছ কোথায়, আমি যখন বললাম বাংলাদেশেই।

সকাল সাড়ে ৮টার সময় আমি আমার গন্তব্যে পৌছলাম। আমি যে ষ্টেশনে নামলাম ষ্টেশনটির নাম SAMSEAN ব্যাংকক থেকে ১/২ ষ্টেশন দক্ষিনে। আমার ব্যংককের বন্ধুটি থাই ভাষায় ষ্টেশনটির নাম লিখে দিয়েছিলো বলে ২/১ জনকে দেখালে তারা আমাকে এ ষ্টেশনে নামতে সাহায্য করে। ষ্টেশন থেকে বেরুনোর সাথে

www.pathagar.com

সাথে ভাড়াটিয়া টেক্সি ডাকাডাকি শুরু করলো। আমাকে আগেই বলে দেয়া হয়েছিল এখানকার টেক্সিওয়ালারা ইংরেজী জানে না। টেক্সিতে উঠলে আমাকে কোনো হোটেলে নিয়ে যাবে এবং ফ্যাসাদে পড়তে হবে পুরো।

আমার বন্ধুটির নাম নাসির। থাই নাম নিতিসাক। থ্যাইল্যান্ডের মুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেরই মুসলিম ছাড়াও থাই নাম থাকতে হয়। কোনো মুসলিম শিশু জন্ম নেয়ার পর সরকারী খাতায় নাম লেখাতে গেলেই থাই নাম দিতে হবে, নচেৎ নাম রেজিষ্ট্রি করবে না। থাই মুসলিমদের জন্য এটা একটা বিড়ম্বনা। কথাটা ঘুরিয়ে বললে অর্থাৎ থাই সরকার মুসলমানদেরকে মুসলিম নাম লিখতে দেয় না সরকারীভাবে থ্যাই নামই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু মুসলমানদের নিজেদের ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা রক্ষার জন্য মুসলিম নাম ব্যবহার করে থাকে।

আমি নাসিরের দেয়া ঠিকানা এবং নির্দেশনা অনুযায়ী SAMSEAN স্টেশনে নেমে নাসিরকে ফোন করলাম। ভাগ্য ভালো তাকে পেয়েও গেলাম। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুচ্ছিল। আমার ফোন পেয়ে বলল, তুমি অপেক্ষা কর, আমি ২০/২৫মিনিটের মধ্যে চলে আসছি। ২০/২৫ মিনিট গিয়ে আধাঘন্টা গেল, তারপরও ১ঘন্টা পেরিয়ে গেল। প্রায় দেড় ঘন্টা গেল কিন্তু নাসির এলো না। তাই আমি বাসায় আবার ফোন করলাম। বাসা থেকে বলা হলো সে বেশ কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে। কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর দেখলাম না। হঠাৎ স্মরণে এলো যে, আমার কাছে থাইল্যান্ডের কয়েকটি মুসলিম সংস্থার টেলিফোন নম্বর আছে আমি Youn Muslim Association of Thailand সংক্ষেপে (চুইক) এর প্রেসিডেন্ট Br JALALUDDIN কে ফোন করলাম। জালাল সাহেবের থাই নাম SARAOT টেলিফোনে জালাল সাহেবকেও পেয়ে গেলাম। কিন্তু সমস্যা হলো তিনি আজই হজ্জে যাচ্ছেন।

যাক কিছুক্ষন পর নাসির এলো ট্রাফিক জামের কারণেই এত দেরি। প্রসঙ্গত ব্যাংককের ট্রাফিক জ্যামের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার ব্যাংককে ট্রাফিক জ্যাম খুবই মারাত্মক। পুরানো ঢাকার সদরঘাট চকবাজার আর বাবু বাজার এলাকার জামের চেয়ে কোনো অংশ কম নয়। ব্যাংকক বা থাইল্যান্ডের সাথে অনেক দিক থেকেই বাংলাদেশের সাথে মিল। ব্যাংককের ঘনবসতি, ঘিঞ্জিগলি, অপরিকল্পিত শহরায়ন, চুরি প্রতারণা প্রায় সবই আছে বাংলাদেশের মতো। এমনকি ট্রেনে যেতে যেতে দেখলাম গ্রাম গ্রামান্তর বাংলাদেশ থেকে অভিন্ন। মানুষগুলোর গায়ের রংও সমান তামাটে। শহুরেরা আপেক্ষিক বিচারে হলুদীয়। ট্রেনের বা রেললাইনের পাশে বাংলাদেশের মতই অবিকল বনবাদাড় ঝোপঝাড় এখানে সেখানে নারকেল সুপারি গাছ, আগাছা জঙ্গল বিষ কাটাটি হরেক রকম হয়ত হঠাৎ চোখে পড়লো একটি ছোট্র পুকুর, পুকুর পাড়ে ছোট বাড়ি , বাড়ি থেকে পুকুর ঘাটে কলসি কাখে এগিয়ে

www.pathagar.com

আসছে এক উচ্ছল তরুনী। তবে না তরুনীর পরনে কোন শাড়ি নেই। কোথাও চোখে পড়ল বিশাল দিঘী, দিঘীর এক প্রান্তে স্কুল ঘর। ছোট খাল, নালা কালভার্ট সবই আছে।

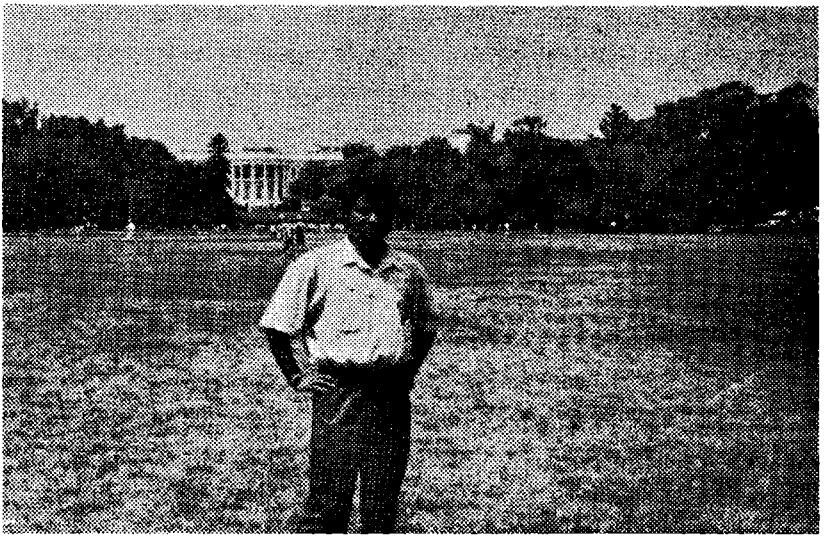

থাইল্যান্ডের কোন এক মাঠে দাড়িয়ে লেখক মাহফুজ।

সে যাক আমরা আবার ব্যাংককে ফিরে আসি। নাসির তাদের প্রাইভেট কার নিয়ে এসেছিল। তাদের দুটো গাড়ী আছে। ও আমাকে জানালো, ব্যাংককে এখন মালয়েশিয়া থেকে আগত আমাদের ইউনিভার্সিটির আরো দু জন ছাত্র আছে। একজন আফ্রিকা মহাদেশের MALAWI NASILA FA NASILA আমার পার্শ্ববতী রুমে থাকে। আমাদের অন্য বাংলাদেশী বন্ধু আবদুর রহমানের রুমমেট। অপর জনও আফ্রিকান তার নাম BAQALL নাসির আমাকে প্রথমে নিয়ে গেল এক মুসলিম রেষ্টুরেন্টে। জিজ্ঞেস করলো কি খেতে চাই। আমি বললাম, হালাল যে কোন খাবার। তাছাড়া আমি তোমাদের খাবার দেখতে চাই। সে হোটেল বেয়ারা তরুণীকে কি বললো বুঝলাম না। কিছুক্ষণ পর পোলাও জাতীয় ভর্তি এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা মুরগীর গোস্ত এলো, স্বাদের ভিন্নতা নিয়েই খেলাম এবং ভালই লাগলো। কিছুক্ষণ পর গরুর খুরা বা পায়ের হাড় দিয়ে তৈরী সুপ এলো। সুপ্যের মধ্যে কমপক্ষে এককুড়ি কাঁচা মরিচ দেওয়া হয়েছে। NASIR আমাকে বললো, আমি তাদেরকে কাচা মরিচ দিতে বারণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন খেতে কি খুব অসুবিধা হবে। আমি বললাম, চিন্তা করো না, আমি যদিও কাচা মরিচে খুব অভ্যস্ত না

www.pathagar.com

তবু আমরা মরিচেরই দেশের লোক। আমাদের দেশে এমন লোক অনেক আছেও যারা পুরো মরিচ চিবিয়ে খায়। থাক, বেশ ঝাল লাগলেও স্যুপটা বেশ স্বাদই লাগলো।

আমি যে হোটেলে উঠলাম হোটেলটির নাম DELHI DARBAR একটি মুসলিম হোটেল। মালিক পাকিস্তানী মুসলিম। আগেই বলেছি, থাইল্যান্ডে একটা বিষয় লক্ষ করছি সেটা হলো এখানে পাকিস্তানী মুসলমানেরা উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাব বিস্তার করে আছে। মালিক কর্মচারী অনেকেই উর্দু ভাষায় কথা বলেন। থাই ভাষাও জানেন। কাউন্টারে মহিলা ছিল থাই। আর হোটেলটি মুসলিম হিসেবে কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেও ব্যাংককের প্রভাবও পড়েছে। আমার দুদিনের ভ্রমণের ঘুমের কিছু কাজা দিলাম হোটেলে এসে। বিকেল ৩টার দিকে কয়েক ওয়াক্ত নামাজেরও কাজা দিলাম। কথা ছিল বিকেলে NASIR আসলে সে আমাদের নিয়ে বাইরে ঘুরিয়ে দেখাবে। কিন্তু সে আসতে পারলো না, টেলিফোন করে জানালো। তাই সন্ধ্যা ৬টার দিকে ভাবলাম থাক, একাই বেরোই দেখি না কি হয়। আমার থাইল্যান্ড বা ব্যাংকক ভ্রমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংককের মুসলমানদের এবং তাদের জীবন যাত্রা দেখা। তাই আজকের এই বিকেলে প্রথম গন্তব্য নির্ধারণ করলাম MASJID HARUN নামে একটা মসজিদের দিকে। যেখানে মালয়েশীয় পাসপোর্টধারী জনৈক বাসিজ MR. JAINUDDIN আমাকে এ মসজিদের ঠিকানা দিয়েছে এবং এ সময় তিনি এখানে থাকবেন বলেছেন। আমি আমার হোটেল থেকে বেরুনোর সময় চাবি জমা দিয়ে কাউন্টার থেকে জেনেছিলাম যে মসজিদ হারুন এ কিভাবে যেতে হবে। মসজিদ হারুন যেহেতু সচারাচর চেনার কথা নয়। তাই এই মসজিদটি GPOI থাই ভাষায় GPO বা পোষ্ট অফিসকে বলা হয়। PAI SI NIKAN,

রাস্তায় বেরিয়ে মজাটা টের পেলাম। ব্যাংককের রাস্তায় একজন ইংরেজী জানা লোক খুজে পাওয়া শুধু জটিলই নয় বলা যায় অসম্ভব। যত সুন্দর স্মার্ট ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলাই দেখেন না তিনিও ইংরেজী জানেন না। আমি শেষ পর্যন্ত কোন বাক্য ব্যবহার না করে শুধু কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করতাম GPO বা Post office থাই শব্দ PAI SE NI KANS ব্যবহার করলাম। হয়তো বা আমার উচ্ছারণ যথাযথ হচ্ছেনা বিধায় সেটাও বুঝতে পারলো না। দু একজন হয়ত বা PAI SENIKAN শুনে Postoffice বুঝেছিল আর ইশারায় উত্তর দিল যে এখানে আশে পাশে কোন পোষ্ট অফিস নেই। কাউকে মসজিদ ও বললাম, থাই ভাষায় (মাসঈদ) ও বললাম। মুসলিম বললাম, দু হাত তুলে তকবীর দেওয়ার অভিনয় করলাম। কিন্তু এতে কেউ যদিও দু একটি বিচ্ছিন্ন শব্দ বুঝলো কিন্তু Post office মসজিদ, মুসলীম এগুলোর পরস্পর সম্পর্ক কি কিছু বুঝলো না বিধায়

www.pathagar.com

একাকার হয়ে গেল। আমি প্রায় দেড় ঘন্টা রাস্তায় এদিকে ওদিকে ঘুরা ঘুরি করলাম। একবার একটা লোক ১/২ টা ইংরেজি শব্দ দিয়ে বলেছিলো যে আমাকে ৭৩নং বাসে যেতে হবে।সেই রোডে ৭৩নং কোন বাস চোখে না পড়ায় তার কথায়ও আমি আস্থা আনতে পারিনি যে এটাই সে রোড়।যদিও এই ৭৩ নং বাসের কথা হোটেল কাউন্টারেও শুনেছিলাম।অবশেষে আমাকে টেক্সিতে যেতে মন্থ করতে হলো।যদিও শুনেছিলাম যে, টেক্সি ওয়ালারা জালিয়াতি করে।

ব্যাংককে দুধরনের টেক্সি আছে। ১ টা হলো ৩ চাকাওয়ালা।পেছনে চারপাশে খোলা টেম্পুর মতো তবে সিট বেবী টেক্সির মতো।অন্য রকম টেক্সি হলো মিটার টেক্সি অথাৎ মালয়েশীয়,সিংগাপুর বা অন্য উন্নত দেশের মতো প্রাইভেট কারের মতো আমি এ চাকাওয়ালা টেক্সিই নিলাম। ডাইভারের PAI SE NI KANS এবং GPO দুটোই বললাম। মনে হলো সে বুঝেছে, সে হাতের আঙ্গুল দিয়ে আমাকে ৮ দেখালো আমি চিন্তা করার সময় পেলাম না। পেছনে আমার ব্যস্ততা আছে।

এখন আমার আর কোন বিকল্প নেই। টেক্সিতে উঠে ভাবতে বসলাম। ৮মানে কত হতে পারে ৮বার্থ হবে, না ৮০ বার্থ হবে। হয়তো বা আবার ভাবলাম ৮-ও হতে পারে। ৮ বার্থ মানে বাংলাদেশী ১৩/১৪ টাকা। তাছাড়া ভাববার বিষয় ছিল-টেক্সিওয়ালা কোথায় নিয়ে থামিয়ে দেয়, সে আসলে চিনলোতো? প্রতরণা করবেনা তো ? আমার সন্দেহ ঘনীভূত হলো যখন দেখলাম, সে এই গলিও গলি করছে। এক সময় কিছুটা ভয় পেয়ে তাকে বললাম, তুমি কোথায় নিচ্ছ? আমাকে নামিয়ে দাও। সে আমার কথা না বুঝলেও বিরক্তিটা টের ফেল। সে বললো GPO OK? PAI-SE-NIKAN OK? অথাৎ তুমি GPO যাবে তো? আমি মাথা উপর নীচ করলাম। সে বললো GPO যেতে হলে ১০০ বার্থ দিতে হবে। স্বভাবতই আমি আশ্চার্য হলাম তার ৮-কে ৮০ ও যদি ধরি তবুও কোথায় সে ৮০ । সে ১০০ বার্থ বলছে কেন? এখন আমি বললাম তুমি না বলেছ ৮০ বার্থ তখন সে বললো OK ৮০ বার্থই । পরে শুনলাম টেক্সিতে এই ভাড়া ৪০ বার্থ এর উপরে নয়, আর বাস ভাড়া মাত্র সাড়ে ৩ বার্থ। হায়! আল্লাহ কোথায় সাড়ে ৩ বার্থ, কোথায় ৮০ বার্থ।
সে যাক, GPO থেকে কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর আমি হারুণ মস্‌জিদ খুঁজে পেলাম। তবে মস্‌জিদটি ছিল একটি গলির ভিতর। এই গলির দিকে ঢুকতে একবার হোঁচট খেলাম। গলিল একস্থানে কিছুটা আলো আঁধারী, কিছুটা আবাসিক গলির এক কোনায় এক যুবতী হাফ প্যান্ট পরা এবং গায়ে সেন্টু গেঞ্জির মতো একটা গেঞ্জি পরা, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার আসে-পাশে আরো ২/১জন যুবক কিশোরীও আছে। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। কোথায় এলাম আমি, কোন দুর্ঘটনায় নিপতিত হবার আশঙ্কা এলো। ডান দিকে এগিয়ে কিছুদূর যেতেই হারুন

www.pathagar.com

মস্‌জিদ পেলাম। মস্‌জিদের সামনে এক বৃদ্ধ হুজুর পেলাম। চেহারা,সুরত ও জামা-কাপড় কিছুটা বাংলাদেশী। ব্যাংককে কারো সাথে কথা বলার আগে যে প্রশ্নটা করতাম সেটা হলো তুমি কি ইংরেজী জান? তাই এই বুড়োকেও আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে, সে ইংরেজী জানে কিনা। বুড়ো হুজুর বললেন, তিনি ইংরেজী জানেন না, তবে উর্দু জানেন। বুড়োর সাথে উর্দুতেই আলাপ হচ্ছিল। আমি Jainuddin নামক জৈনক ভদ্রলোককে খোঁজ ছিলাম, যিনি আমাকে এই মস্‌জিদের ঠিকানা দিয়েছিলেন। বুড়ো হুজুর Jainuddin নামে এখানে কাউকে চিনেন না বলে জানালেন। তার সাথে আলাপের মিনিট খানিকের মধ্যে আমি বাংলাদেশী জেনে তিনি বাংলায় বললেন তুমি বাংলা জান না? আমি বললাম অবশ্যই। তিনি বললেন আমি বার্মিজ, ভাঙ্গা বাংলা জানি। বুড়োর সাথে আমার বাংলায়ই আলাপ হলো। তিনি হয়তো জানতে চাইছেন, আমি কখনো বামির্জ গিয়েছি কিনা।

বুড়ো হুজুরকে বিদায় দিয়ে আমি মসজিদের দোতলায় উঠলাম। দেখলাম, সেখানে ১০/১২জন লোক বসে আছে। তাবলীগ জামাতের কাজে ব্যস্ত। আমার সেই Jainuddin সাহেবও সেখানে আছেন। যিনি আলোচনা করছেন উর্দুতে। অত্যন্ত তেজদ্দীপ্ত এবং প্রেরনাদায়ক ভাষা এবং শব্দের মাধ্যমে বক্তৃতা করছেন। আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। শেষে মানুষের কল্যানের শপথে জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা কি চিল্লার কোন অংশে কম? অবশ্যই নয়। সৃষ্টিকর্তা,ধর্ম মানব কল্যাণ, শান্তি এসবই কিন্তু একে অপরের পরিপূরক।

সে যাক, তাবলীগ জামায়াতের প্রোগ্রাম চলাকালেই Jainuddin সাহেবের কানের কাছে আমার মুখ নিয়ে বললাম, "প্রোগ্রাম শেষ হতে কি দেরী হবে?" তিনি বললেন, "না একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে।" হলোও তাই। ফেরার সময় জায়নুদ্দীন সাহেব নিজে আমাকে বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বাস ভাড়া মাত্র সাড়ে ৩ বার্থ। যেখানে টেক্সি ভাড়া ৮০ বার্থ। বাস ভাড়া সাড়ে ৩ বার্থ মানে সেটাই সর্বোচ্চ লোকাল বাস ভাড়া অর্থাৎ ব্যাংকক শহরে আপনি পাবলিক বাসে এ মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত যেখানেই নামেন ভাড়া মাত্র সাড়ে ৩ বার্থ।

পরদিন ভোর ৬টার দিকে ফরজ নামাজ পড়ে বিচানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবনার সাগরে ডুব দিলাম । কোথায় বাংলাদেশ, কাদিয়া গ্রাম কোথায় আমার মা-বোন, কোথায় কায়ালালামপুর, আর কোথায় আমি। হঠাৎ খুব কড়া শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠলাম। নিশ্চিত ধরে নিলাম, নাসির ফোন করেছে। কারণ ব্যাংকক শহরে নাসির ছাড়া আমাকে ফোন করার কেউ নেই। আর নয় তো কোন রং নাম্বার হতে পারে ডান হাত এগিয়ে দিলাম টেলিফোন সেটের দিকে। নারী কণ্ঠ পেলাম জানতে চাইছে এটা কি ২০৩নং রুম? বললাম, Yes। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নাসিরের কণ্ঠ পেলাম। সে আরবীতে কথা বলছে, কিন্তু সে ভাল আরবী জানে

www.pathagar.com

না, তাই কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারছিলামনা, কিছুটা বিরক্ত লাগলো বললাম, তুমি ইংরেজীতে কথা বলছো না কেন। তারপর সে ইংরেজীতে বলতে লাগলো। আমাকে বললো, আমি যেন আমার পাশের কক্ষে অবস্থান করি। আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্র আফ্রিকা মহাদেশের MALIAW দ্বীপবাসী NASILA-কে বলে রাখি প্রস্তুত হতে। আমরা সবাই মিলে Thai Muslim Student Association (TMSA)-এর প্রেসিডেন্ট Sukree Sareem-এর বাসায় যাব।

কিছুক্ষণের মধ্যে NASIR চলে এলো তার সাথে এলো ইউনিভার্সিটিতে তার রুমমেট আফ্রিকান BAQBALI রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ব্যাংকক শহরস্থ High Way-তে উঠে পড়লাম। ব্যাংকক শহরস্থ High Way কথাটা একটু বিপরীতধর্মী মনে হচ্ছে নাকি? শহরে আবার High Way হয় কিভাবে। হ্যাঁ শহরেই রয়েছেHigh Way এবং প্রকৃত অর্থে। অর্থাৎ উঁচু রাস্তা। হ্যাঁ ব্যাংকক শহরের পুরো শহরে জুড়ে মাথার উপর High Way রয়েছে। নীচে শহর-বন্দর, দোকানপাট এবং রাজপথ। এই High Way মূলত তাদের জন্য, যারা শহরের বাইরে যেতে চান এবং এ রাস্তা ব্যবহারের জন্য আলাদা টোল বা সড়ক কর দিতে হয়।

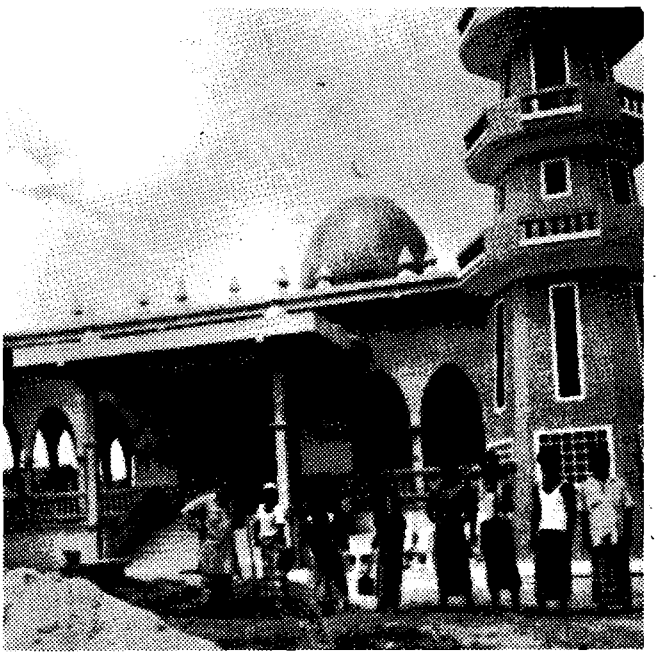

থাইল্যান্ডের ফাতানীতে পাকিস্তান মসজিদের সামনে ক'জন বাংলাদেশী। এসব বাংলাদেশীরা মালয়েশীয়া যাবার জন্য দেশ ছেড়েছে কিন্তু দালালরা তাদের থাই সামান্তে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ছবি-লেখক।

www.pathagar.com

সে যাক, সকাল ১০টার দিকে আমরা Thai Muslim Student Association প্রেসিডেন্ট Brother Sukree Sareem-এর বাসায় পৌঁছে আমাদের গাড়ীর ভেতরে বসিয়ে রেখে Nasir বাসার ভেতরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এবং SUKREE বেরিয়ে এসে আমাদেরকে নাস্তা করানোর জন্য রেষ্টুরেন্টের দিকে যাত্রা করে। Sukree'র পরনে Traditional থাই লুঙ্গি। লম্বায় ৫ফুটের মত হবে। বয়স ২০/২২ হতে পারে। তারা আমাদের একটা মুসলিম রেষ্টুরেন্টে নিয়ে গেল। রেষ্টুরেন্টের দেয়ালে এখানে-সেখানে আরবী ক্যালিওগ্রাফী, কালিমা তায়্যিবা, আল্লাহ, মুহাম্মদ, আয়াতুল কুরসী ফ্রেমে বাঁধানো আছে। এছাড়াও ক'াবা শরীফ, মস্‌জিদে নববীর ছবি আছে। রেষ্টুরেন্টর মালিকের বয়স ৪০/৫০এর মত হবে। মুখে দাড়ি-গোফহীন। মাথায় সাদা সুতি নেটের টুপি পরে এক বালিকা শিশুকে কোলে নিয়ে আমাদের সাথে হাত মিলাতে এলেন। তিনি আরবী-ইংরেজী কিছু জানেন না। তার সাথে ভাববিনিময়কালে দুটো জিনিসই আমাদের খুব পরিচিত ছিল এবং সে দুটো জিনিসই আমাদের পরম বন্ধু হিসাবে দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে এক করে দিয়েছে। যে দুটি পরিচিত জিনিস হলো সালাম এবং এক চিলতে হাসি। আমার কাছে এসময় মনে হতে লাগলো ইস আমরা কত আপন! আমরা আছি বিশ্বময়। আমি একজন মুসলমান। আমি একজন মানুষ। একজন মুসলমান হিসাবে আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই শুনতে পাব এই আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাব আযান ধ্বনি। এ প্রসঙ্গে এক মজার গল্প মনে পড়ে গেল। এক অশিক্ষিত লোক নাকি সৌদি আরব গিয়েছিলেন। সেখানে স্বভাবতই তিনি কারো কথা বোঝেন না, কিন্তু যখন নামায পড়তে গিয়ে সুরা ফাতিহা শোনেন তখন তার বড়ই পরিচিত মনে হয়।

আমি অন্য যে বিষয়টি আশ্চার্য হয়ে লক্ষ্য করছি সেটা হলো- International Language পৃথিবীর সকল দেশেই কমবেশী ইংরেজী ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইংরেজী উচ্চারণ বিভিন্ন, বিস্তর পার্থক্য। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই আরবী প্রচলিত, বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে। আর কোরআন শিক্ষা তো স্বভাবতই সকল মুসলমান ফরজ মনে করে শিখে। মজার ব্যাপার হলো আরবী কথাবার্তা বা উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। আর কোরআন তেলাওয়াতের সামান্যতম পার্থক্য নেই।

হোটেল মালিকের সাথে আমাদের দু চারটি বাক্য বিনিময় হয়েছে। রেস্টুরেন্টে বেয়ারা মহিলা। বয়সে তরুণী। মাথায় এক চিলতে কাপড় স্কার্ফ। আমাদের সামনে সাদা ভাত এবং থাই পদ্ধতিতে রাঁধা গরুর গোশত আরএল গরুর খুরা ও নলা দিয়ে তৈরি সুপ বা নেহারী। আহারপর্ব শেষে আমরা ঐ এলাকার একটি

www.pathagar.com

প্রাচিন মসজিদ দেখতে গেলাম। তারা আমাকে নিয়ে ব্যাংকক ইসলামী কলেজে যায় প্রদর্শনের জন্য। ইসলামিক কলেজ পরিদর্শন শেষে আমরা আবার গেলাম সুকরি সারিম এর বাড়ী। বেশ সুন্দর দোতলা বাসার সামনে লোহার গেট। এ বাড়ীতে সুকরি একাই থাকেন। এটা তার নিজের বাড়ী। তার পিতা মাতা বা অন্যরা থাকেন আলাদা বাড়ীতে। নিচতলায় মেহমান খানা বা ড্রয়িং রুম, বাথ রুম, কিচেন রুম, উপরে শোবার ঘর। সুকরির ড্রয়িং রুমে বসেই তার সাথে আমার আলাপ হয়। ছোট খাট একটি সাক্ষাৎকারের মত। এক সময় আমরা বেরিয়ে পড়ি। গাড়ীতে এসে বসতেই মনে হলো দোজখখানায় ঢুকলাম। গরম কাহাকে বলে, উহা কত প্রকার ও কি কি। গাড়ীর এসি চালানো হলেও গরম কমলো না। পথিমধ্যে গাড়ী থামানো হলো। সুকরি নেমে গিয়ে এক থলে বরফ কিনে আনলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো থাই মুসলিম স্টুডেন্ট আসোসিয়েশন - এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল Brother Daud এর বাসায়। Daud তার পিতা মাতার সাথেই বাস করে। তার আলাদা কোন বাড়ী নেই। তবে তার পিতার বাড়ীটি বেশ বড়সড়। আমরা বৈঠকখানায় বসলাম। কিছুক্ষণপর গ্লাসে করে বরফ দেয়া পানীয় আনা হলো। প্রচন্ড গরমে বরফ দেওয়া পানীয় অমৃত সুধা মনে হতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো যদি আরেক গ্লাস খেতে পারতাম। সে সময় Daud বাড়ীতে ছিল না। তার পিতাই আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। আমাদের সাথে মানে নাসির এবং সুকরীর সাথে। আমরা শুধু বসে বসে শুনলাম। কিছুক্ষনের মধ্যে আমরা আবার রওয়ানা হলাম ব্যাংককের মুল শহরপাণে কিন্তু গাড়ীর ভেতরে প্রচন্ড গরমে আমার অবস্থা কাহিল। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ব্যাংককের অধিকাংশ মুসলিম এ এলাকায় বাস করে বিশাল এলাকা নিয়ে মুসলমান বাস করে। মুসলমানরা এই এলাকার নাম দিয়েছে দারুল ইহসান। আমরা গাড়ী থেকে নামার কয়েক মিনিটের মধ্যে এক পৌঢ় ও গৌঢ়া এবং এক স্মার্ট কিশোরীকে আসতে দেখলাম। বৃদ্বের পরনে শার্ট প্যান্ট ঢিলাঢালা, মাথায় কালো ক্যাপ। মহিলার পরনে সারং বা লুঙ্গির মতো, গায়ে কামিজ এবং মাথায় ওড়না বা স্কার্ফ আর কিশোরীটির পরনে প্যান্ট শার্ট ইন করা, মাথায় স্কার্ফ। মুখাবয়ব বেশ সুন্দর, চোখ দুটি টানা টানা। আমার কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। ইতোমধ্যেই নাসির আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার আব্বা, আম্মা, এবং ছোট বোন। আমরা সালাম দিয়ে নাসিরের আব্বার সাথে হাত মেলালাম। নাসিরের ছোট কিশোরী বোনটি আমাদেরকে সালাম দিলো এবং হাত তুলে সম্ভাষণ জানালো।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দারুল এহসান মসজিদে পৌঁছলাম। আমি যার পর নাই তৃষ্ণার্ত ছিলাম। মনে মনে কেবল পানির সন্ধান করছিলাম। ভাবলাম মসজিদে গিয়ে চুপে চুপে অজু করার সময় সাপ্লাই পানি আকণ্ঠ পান করে নেব । এদেশে কেউ

www.pathagar.com

সাপ্লাই পানি খায় না। কিন্তু মসজিদে গিয়ে দেখলাম না, আমাকে চুপে চুপে খেতে হবে না। পানির যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। ৩টা বড় বড় কনটেইনার ভর্তি ফ্রিজের পানি সাথে গ্লাস দেয়া। মনের মতো করে পানি - খাওয়া যায়। আমি ৪ গ্লাস পানি খেলাম। অজু করে দোতলায় গেলাম জুমার নামাজ পড়ার জন্য। ইমাম সাহেব মুখে ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, গায়ে হাতাওয়ালা শার্ট। থাই ভাষায় প্রথম ও দ্বিতীয় খোতবা প্রদান করলেন। থাই ভাষায় এই খোতবা যখন শুনছিলাম মনে হচ্ছিল আমি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি। খোতবার মধ্যে যখন আরবীতে কোরআনের আয়াত বা হাদীস পড়ছিলেন তখন মনেহচ্ছিল অন্ধকার রাতে বিদ্যুতের ঝিলিক। নামাজ শেষে মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব শুরু হলো মসজিদের মধ্যেই। তারপর মসজিদ সংলগ্ন বৈঠকখানা এবং পাঠাগারে গেলাম যেখানে চা পর্ব শুরু হলো, সাথে পরিচিতি অনুষ্ঠান। আমাদেরকে পেয়ে সকলে যেন খুব খুশী। আমার পাশে বসেছিলেন এই থাই পুলিশ অফিসার তার নাম আন্‌সার। কথায় কথায় ভদ্রলোক বারবারই আমাকে বললেন, ভাই তোমরা খুব সুখে আছ, তোমাদের দেশে ৮৫% মুসলিম। এছাড়াও আমরা পরিচিত হলাম USTAZ ALI 'র সাথে মিশরীয় বংশদ্ভূত এই SHAIKH ALI ৩০ বছর যাবৎ থাইল্যান্ডে আছেন। মিশরের ইসলামী আন্দোলন "ইখওয়ানুল মুসলেমুন" নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন। USTAZ ALI এসেছিলেন দক্ষিণ থাইল্যান্ডের ফাতানী রাজ্যে ইসলামের দাওয়াতকে সম্প্রসারণ করার জন্য কিন্তু থাই সরকার তাকে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে যেতে দেননি। তাই তিনি ব্যাংককেই থেকে যান এবং ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। পুলিশ অফিসার আনসার সাহেবের সাথে আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। ভদ্রলোক বেশ আবেগপ্রবণ এবং ধর্মীয় দিকে বেশ অনুভূতিশীল। কোরআন হাদীসের ওপর তার দখল বেশ ভাল। প্রথমে তাঁর সাথে আলাপ হচ্ছিল ইসলামের ব্যাসিক প্রিন্সিপাল-এর ওপর। এতে তার কোরআন হাদীসের দখল দেখে ভাবলাম সংখ্যালঘু মুসলিমরা সাধারণত এসব শিখে নেন। কিন্তু কথার মোড় যখন বিভিন্ন দিকে যাচ্ছিল সে সব বিষয়ে ও তাঁর কোরআন হাদীসে ভালো জ্ঞান দেখলাম। এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিয়ে করেছ কি না? আমার উত্তর শুনে তিনি কোরআন হাদীসের বেশ কিছু দলিল পেশ করলো বিয়ের ফজিলত বর্ণনা করে এবং শেষে পরামর্শ দিলো আগামী বন্ধেই দেশে গিয়ে ঐ কর্মটি সম্পাদন করার জন্য। একটি অমুসলিম বিশেষজ্ঞ থাইল্যান্ডের মতো দেশের একজন পুলিশ অফিসারের এই ইসলামী জ্ঞানেসত্যিই আমি মোহিত হলাম। কোথায় আমরা। ৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মুসলমানেরা।

USTAZ ALI'র সাথে আমাদের আলাপ চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত একনাগাড়ে। মাঝে এক দু'বার চা চললো এবং ছবি তুললাম। চমৎকার স্পষ্ট এবং

www.pathagar.com

সুন্দর আরবী বলেন। অনেকগুলো গুণসম্পন্ন। আমাদের এই ৪ ঘন্টার আলাপচারিতার পুরো সময়টাই তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল, অত্যন্ত প্রাণবন্ত। বলতে গেলে তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং চেষ্টায়ই ব্যাংককের মতো এই স্থানে দারুল এহসান গড়ে উঠেছে। তিনি থাইল্যান্ডের ৭২টি রাজ্যের প্রতিটি রাজ্যেই সফর করেছেন এবং বললেন যে, আলহামদুলিল্লাহ কম বেশি প্রতিটি রাজ্যেই মুসলমান আছে। মসজিদ মাদ্রাসা আছে। মিসরীয় এই শায়েখের দাওয়াতী, তৎপরতার মধ্যে সাহিত্য রচনাও ছিল। থাই ভাষায় তিনি প্রচুর বই লিখেছেন। একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলেছেন। নিয়মিত মাসিক পত্রিকা বের করছেন এবং আরবী ছাপাখানাও করেছেনএই ব্যাংকক শহরে। আমি প্রায় ছোটখাট একটা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার প্রতি খুব আগ্রহ দেখালেন এবং বয়সে তাঁর ছেলের সমান হলেও খুব সম্মান করলেন। আমি থাইল্যান্ডে মুসলমানদের ওপর ইংরেজীতে কোনো প্রবন্ধ আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি তার জানা নেই বলে জানালেন। তাছাড়া তিনি ইংরেজী জানেন না বললেই চলে। তবে আরবীতে তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধ পড়ে নাসিরের মাধ্যমে পাঠাবেন বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। সন্ধ্যা ৬টার পরে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বারবারই তার সুন্দর হাসিমুখ, স্পষ্ট আরবী উচ্চারণ আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকবে।

জাতি সংঘের সদর দপ্তরের সামনে দাড়িয়ে লেখক। ছবি- ১৯৯৬

সন্ধ্যার পর আমাদের দাওয়াত ছিল নাসিরের বাসায়। মাগরিবের পর পৌছলাম। নাসিরের আব্বাও খুব ভাল আরবী জানেন। ইংরেজী জানেন না। তিনি প্রায় ১০ বছর মিশরে ছিলেন। যদিও তাঁর ছেলে নাসির আরবী জানে না, আসলে নাসির বড় হবার আগেই তাঁরা মিসর ছেড়েছিলেন। নাসিরদের বাসায় আমাদের

www.pathagar.com

সাথে আরো দাওয়াত ছিল Thai Muslim student Association-এর প্রেসিডেন্ট Sukree Sareem, সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল Daud এবং বর্তমান কয়েকজন নেতা। আমরা মোট ১০/১২ জন ছিলাম। দারুণ একটা ভোজন পর্ব চললো। সেখানে যা যা খেলাম আমি সবকিছুর নাম আমার ডাইরীতে নোট করে রাখলাম। তন্মধ্যে চিল খই, রামবুথান, (লিছুর মত তবে অনেক বড়) চা, ড্রই কেক, আংগুর (থাই ভাষায় আংগুনা, ধনিয়া পাতা, স্যান্ডউইচ এবং পাকা গাবের মতো একটা ফল। সকলের মধ্যে আমিই বোধহয় সবচে বেশী খেলাম। প্রথমেই ছোট ছোট ১০/১২ টা স্যান্ডউইচ খেয়ে ফেললাম। জীবনে স্যান্ডউচ আরো খেয়েছি কিন্তু এত স্বাদ কখনো পাইনি, রামবুথানও খেলাম মনের মতো করে- তারপর আংগুর। লক্ষ্য করলাম, আমার পেট ফুলে উঠেছে। তারপর বসলো আড্ডা। আমি এ সময় কিছু কাজ করলাম। TMSA প্রেসিডেন্ট সুকরী তাদের সাংগঠনিক কর্মকান্ড দেখাতে লাগলেন। তাদের ৫দিনব্যাপী একটা শিক্ষা শিবিরের কর্মসূচী দেখলেন, থাই ভাষায় লিখিত কর্মসূচীটি তিনি অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পরিচিত, কোরআন শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি, আলোচনা, শিক্ষা সফর ও সেমিনার। আলোচনাগুলোর আলোচক ছিলেন 'র সাবেক নেতৃবৃন্ধ যারা অনেকেই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল, আপনি কিভাবে একজন নেতা বা সংগঠক হতে পারবেন', 'বর্তমানে বিশ্ব এবং মুসলিম ছাত্র', 'সংখ্যালঘু দেশে দাওয়াত পদ্ধতি', একজন মুসলিমের চাওয়া ও পাওয়া', 'আপনার সমস্যার সমাধান করবেন কিভাবে', ইত্যাদি।

রাত ১০টার দিকে আমাদের আসর শেষ হলো তখন প্রস্তাব এলো ডিনারের। আমি বললাম মাথা খারাপ এতক্ষণ কি চললো তাহলে। নাসির বললো, এটাতো একটা চা-চক্র। সে যাই হোক আমাদেরকে ডিনার করতে যেতে হবে এক হোটেলে। রওয়ানা করলাম আমরা ১০ জন। নাসিরদের দুই গাড়ীতে ৫জন করে ১০ জন উঠলাম। আমি যে গাড়ীতে উঠলাম সেটা ড্রাইভ করছিল নাসির, অন্যটা করছিল Daud । আমাদের গাড়ি আগে রওয়ানা করে। আমরা কিছু দূর গিয়ে অপেক্ষা করি। কিন্তু দাউদ আমাদেরকে দেখতে পায়নি সে খুব দ্রুত গাড়ী চালিয়ে আমাদের Overtake করে। আমার তখনই যেন কেমন মনে হচ্ছিল যে তিনি বেপরোয়া গাড়ী চালাচ্ছেন। আমরা তাদের পিছু নিলাম। হ্যাঁ কিছু দূর যেতে দুর্ঘটনা করে বসলো দাউদ। পৃথিবীর সবদেশেই বোধ হয় ট্রাক আর মিনিবাসগুলো যন্ত্রদানব হিসেবে পরিচিত। মালয়েশিয়াতে এবং সিংগাপুরেও তাই দেখেছি। এই ব্যাংককেও যন্ত্রদানব ট্রাকের সাথে বেপরোয়া প্রতিযোগিতা দেখাতে গিয়ে দুর্ঘটনা করে বসলেন, যদিও পরে পুলিশ রিপোর্টে ট্রাক ড্রাইভার নিজের দোষ স্বীকার করলেন কিন্তু পৃথিবীর চরম সত্য হলো, পৃথিবীতে কোন দুর্ঘটনা এমনকি ঘটনাও এক পক্ষের দ্বারা হয় না। সে

www.pathagar.com

যাক, আমরা দুর্ঘটনা দেখে নেমে পড়লাম। ৪/৫ মিনিটের মধ্যে শাঁ শাঁ করে পুলিশ চলে এলো। ট্রাক ড্রাইভার বা কার ড্রাইভার কেউ পালালেন না। মালয়েশিয়াতেও দেখেছি এক্সিডেন্ট করে উভয় গাড়ির ড্রাইভার গাড়ী সাইড করে দাঁড়িয়ে পুলিশের অপেক্ষা করে। এখানেও তাই দেখলাম। পুলিশ এসে আমাদের দু'জন বিদেশীর পাসপোর্ট দেখলো, তারপর উভয় চালকের লাইসেন্স দেখে কিছু লিখে নিল, জিজ্ঞাসাবাদ করলো এবং বললো তোমরা নিজেরা আপোস করবে, না মামলা করবে। উভয় ড্রইভার বললো, আমরা আগে আপোষের চেষ্টা করবো। পুলিশ এতে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে ট্রাক ড্রাইভার তার দোষ স্বীকার করলো, তারপর উভয়ের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে ফোন করা হলো। ইন্সুরেন্স কোম্পানীর লোক এসে সব দেখলো, আলাপ-আলোচনা করলো। গাড়ীর আহত অংশের ছবি তুলে নিয়ে কিছু কাগজপত্রে সই নিয়ে চলে গেল। এসব করতে আমাদেরকে প্রায় ২ঘন্টা ব্যাংককের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, এ সময়ই আমি রাতের ব্যাংকক দেখার বিরাট একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমার বন্ধুরা যখন পুলিশ এবং ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সাথে আলাপ-আলোচনা করছিল, তখন আমি ব্যাংককের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছি। রাত ১১/১২. ব্যাংককে সন্ধ্যা হয় ৬টা অর্থাৎ রাত ১১/১২ মানে গভীর রাত। এসময় রাস্তার নিশাচরী মেয়েদের দেখেছিলাম এবং আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তবে এরা ছিল পতিতা। রাত ১২ টার সময় হাফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি বা অন্য যৌন উত্তেজনাবর্ধক পোষাক পরে কোন মেয়ে রাস্তায় বেরুলে তাকে পতিতা ভাবাটা অন্যায় হবে না তাও ব্যাংকক শহরে। তাছাড়া তারা যে চলে যাচ্ছিল সেটাও না তাদেরকে দেখলাম ঘুরাঘুরি করতে। এদিক-সেদিক তাকাতে। আমাদের জটলা দেখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াতেও দেখেছি। এমনকি চোখাচোখিও হচ্ছিল। ২/১টা মেয়েকে এমন দেখেছি পরনে নিতান্ত বরাবর স্কাট তাও পাতলা এবং টাইট। উপরে শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা গেঞ্জি, তাও বুকের অর্ধেক খোলা। তাদেরকে দেখে আমার খুব কৌতুহল হলেও বারবার খুব ভয় করছিল। তবে আমার বুকে বল ছিল যে, আমার সাথে একদল যুবক বন্ধু আছে। আর আমি তাদের কাছ থেকে দূরেও যাচ্ছিলাম না। একবার একটা মেয়ে হয়তো বা আমাকে সন্দেহ করলো সে আমার সামনে দিয়ে ২বার চক্কর দিলো। তারপর দূরে একটা থামানো গাড়ীর আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, তারপর অন্যদিকে চলে গেল। রাত ১২টা ১০মিনিটের দিকে আমরা ঝামেলা চুকিয়ে আমাদের ডিনারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ফাঁকা রাস্তা ২/৪টি প্রাইভেট কার, টেকসি।

প্রায় ৩০ মিনিটপর আমরা আমাদের ডিনারের গন্তব্যে পৌঁছলাম। হোটেলের মালিকের নাম JAKARIA তিনি TMSA'র প্রতিষ্ঠাতা কার্যকরী

www.pathagar.com

পরিষদ সদস্য। ভদ্রলোক আমার সাথে বেশ আগ্রহের সাথে কথা বললেন। আহারের পর তিনি বর্তমান নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপচারিতা তথা আড্ডায় বসলেন। ভদ্রলোক বেশ আবেগপ্রবণ, শুধু বেশ নয় খুব। তাদের আলোচনা হলো থাই ভাষায়। আমি বা আমরা ৩ জন যারা বিদেশী ছিলাম কিছুটা বিরজ হচ্ছিলাম। কারণ তাদের আলোচনা চললো রাত আড়াইটা পর্যন্ত। আমরা সারাদিন ঘোরাঘুরি করে পরিশ্রান্ত। আমি কয়েকবার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছি এমন অভিনয় করে বুঝাতে চাইলাম যে, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু এতেও তাদের বড় একটা বোধোদয় হলো না। তবে আমার কাছে এটাও মনে হয়েছে তারা কোন ঝগড়া মেটাচ্ছে বা ভুল বুঝাবুঝি দূর করছে। কারণ সাহেবের শুখভক্তিতে বেশ আবেগ ছিল। অথবা জাকারিয়া সাহেবের স্বভাবই এমন। রাত আড়াইটার সময় আমরা ঝড়ভেজা পাখির মত ঝিমুতে ঝিমুতে হোটেলে এসেই চিৎপটাং। এবং নিমিষেই নাকডাকা ঘুম থেকে জাগলাম সকাল ৯টায়। উঠেই ভাবতে বসলাম আজ ১২টার আগেই হোটেল ছাড়তে হবে। না হয় আরো ২৫০ বার্থ উঠবে কপালে। তাড়াতাড়ি দাঁত ব্রাশ এবং গোসল সেরে আগে ফজর নামাজ কাজা করলাম। তারপর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ১০টার পরই বিদায় ২০৪ নং কক্ষ কাউন্টারে এসে ৫০০ বাথ পরিশোধ করলাম। তারপর ভাবছি কোন দিকে যাব। বাস টার্মিনাল, ট্রেন স্টেশন কিছুই চিনি না। গতকাল গাড়ী এক্সিডেন্ট করাতে নাসির দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে জানালো যে, আজ সে আমাকে কোন সহযোগিতা করতে পারবে না। তাই আমাকে একাই ব্যাংকক মোকাবিলা করতে হবে। মনটা দুরুদুরু কাপছে। টেকসী নিলে হয়ত খুব বিপদ হবে না কিন্তু তাতে ২ঘন্টাই আমাকে ফতুর হতে হবে। তাই ব্রীফকেইস হাতে নিয়ে ভাবছি কি করবো, কোনটা আগে করবো।

দৈনিক ইনকিলাব ১৯৯৬

•

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে একদিন

ওয়াশিংটন। আমেরিকার রাজধানী। আমি থাকতাম হার্ডফার্ডে। ওয়াশিংটন থেকে প্রায় পাঁচ/ছয়শ' মাইল দূরে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেন বা বাস ভাড়া খুবই চড়া। তাই ওয়াশিংটন যাবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলাচ্ছিল না। এখানে এসেছি তিন-চার মাস হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন প্রফেসর ইব্রাহীম আবু রাব্বি জানালেন যে, তিনি MESA (Mddle East Social Association) একটি কনফারেন্স যাবেন, আমি ইচ্ছা করলে তার সাথে যেতে পারি। আমি তো মহাখুশী এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কে! তার ওপর তারই গাড়িতে যাবো, ওয়াশিংটনে তাঁর সাথে থ্রি-স্টার হোটেলে থাকবো। এতো মহাসুযোগ।

প্রায় দুই ঘন্টা পর আমরা নিউজার্সি শহরের পেটারসন এলাকায় এসে পৌঁছলাম। এখানে প্রচুর মুসলমান থাকেন। বিশেষ করে আরব এবং ফিলিস্তিনী। অনেক আরবী সাইনবোর্ড দেখলাম, তাই বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়, কত আরব বাস করে এখানে। অধ্যাপক ইব্রাহীম নিজেও ফিলিস্তিনে জন্ম গ্রহণকারী আমেরিকান নাগরিক।

আমরা দুপুরের খাবার গ্রহণ করার জন্য এক হোটেলে প্রবেশ করলে ইব্রাহিম একটা খাবারের নাম করেন, সেটা আমি পছন্দ করি কি-না জানতে চাইলেন না। আমি এ খাবার চিনি না। বললে, তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন বলো কি? এই খাবার তুমি চেন না? তারপর বললেন "আজ খেয়ে দেখ, আমার বিশ্বাস ভাল লাগবে। হ্যাঁ সত্যি সত্যি আমার খুব ভাল লেগেছিল, যদিও শক্ত রুটি ছিঁড়তে আমার দাঁতের বারোটা বেজেছিল। রুটির সাথে যে মালমশলা ঝাল মিষ্টি, টক দিয়েছিল, ওহ্ তার তুলনা হয় না।"

ওয়াশিংটনে পৌঁছতে রাত প্রায় ৯টা বেজে গিয়েছিল। হোটেল রিসিপশনে এবং করিডোরে অর্ধ উলঙ্গ শ্বেতাঙ্গী তরুণীদের দেখে অধ্যাপক ইব্রাহিম দুষ্টামি করে আমাকে বললেন, দেখ মাহফুজ এদিক সেদিক তাকাবে না কিন্তু। আমি হেসে বললাম, 'ডোন্ট ওরি'।

রাতের খাবার খেতে বেরুবো, ইব্রাহিম বললো, মিঃ মাহফুজ দয়া করে কি তুমি তোমার এই দামী কোটটা আর নেকটাইটা খুলতে পার? আমি বললাম কেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ বাবা "This is America not Malaysia or Bangladesh" বললাম, হায়রে আমেরিকা পোড়া কপাল আমার। এই আমেরিকায় আসার জন্য মানুষ এত পাগল? আমেরিকায় আসার পর থেকে আমাকে বন্ধু-বান্ধবরা অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছে, ব্রীফকেইস সব সময় শক্ত করে ধরে রাখার জন্য। প্রফেসর ইব্রাহিম আরো বললেন, তোমার ঐ কোট আর টাই দেখে

www.pathagar.com

তোমার বন্ধুরা (?) ভাববে, তুমি বুঝি কোনো Millionere আর বেরুচ্ছ স্টার হোটেল থেকে।

পরদিন সকাল ১০টার দিকে ইদ্রিসকে ফোন করলাম তার বাসায়। কিন্তু ততক্ষণে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। অফিসে ফোন করলাম, তিনি অফিসের কাজে বাইরে গেছেন অবশেষে তাকে পাওয়া গেল বেলা ১২টায়। বললেন, তুমি হোটেলের

মিশিগানের ম্যাকিনাক আইল্যান্ডে লেখক।

সামনে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াও আমি আসছি। কিন্তু আমার ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল কেউ কারো সাক্ষাৎ পেলাম না। ঐ হোটেলের দু'টো গেট। তাছাড়া রাস্তার নাম আমি বলেছি পি, তিনি বুঝলেন টি। অবশেষে হোটেল কাউন্টারে গিয়ে জানালাম যে, মালয়েশীয়ান দুতাবাস (যেখানে ইদ্রিস কাজ করে) হোটেল থেকে মাত্র কয়েক বক্স সামনে। প্রসংগক্রমে বলা দরকার এখানে শহরের রাস্তাগুলো খুবই সুবিন্যাস্ত। রাস্তাগুলো সোজা এবং এভিনিউ দিয়ে আড়াআড়িভাবে করা। কোন এভিনিউতে কত নং রাস্তায় যেতে হবে জানতে পারলে হিসেব করে নিতে পারবেন যে, আপনি কোন এভিনিউতে কত নং স্ট্রিটে আছেন আর আপনার গন্তব্যে পৌছার জন্য কতটুকু আপনাকে হাটতে হবে কিংবা ট্যাক্সি নিতে হবে কিনা? সে যাক আমি কয়েক ব্লক হেটেই মালয়েশীয়ান হাই কমিশনে পৌছে গেলাম। সেখানে আমি মালয়ভাষা বলাতেই কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলো আমি মালয়েশীয়ান, কারণ কোন বিদেশী সাধারণতঃ সেখানে যাবার কথা নয়। তাছাড়া আমি মালয় ভাষায় কথা বলছি। কিছুক্ষণ পর ইদ্রিস অফিসে এলেন আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। ওকে বললাম

www.pathagar.com

আমি মাত্র আজই ওয়াশিংটন থাকছি। কাল ভোরেই আবার রওয়ানা করবো, তিনি বললেল, আরে বলো কি? তুমি আমার বাসায় বেড়াবেনা?

বেলা তিনটার দিকে আমরা বেরুলাম। প্রথমেই গেলাম হোয়াইট হাউজ দেখতে। ইদ্রিস বললেন তুমি অসময়ে এসেছ, সকাল ৫টার সময় হোয়াইট হাউজের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়।

গোধুলি লগ্নে আমরা হোয়াইট হাউজের সামনে হাটছি। আমি ভাবনায় ডুব দিলাম। এই সেই হোয়াইট হাউজ----------। সেখানে অনেক কিছু পৃথিবীর তাবৎ শক্তি, বিশ্বের এক শেণীর মানুষের দৃষ্টি কেন্দ্র, সুবিধাবাদীদের তীর্থস্থান। আবার কারো দৃষ্টিতে শয়তানখানা। যে দিষ্টিতেই দেখা হোক না কেন, এই সাদা ঘরখানা আজকের বিশ্বের একটা কিছু। এই ঘরের সামনে আমি দাড়িয়ে আছি। তবে এই একটা কিছু কতদিন থাকবে? এক সময় তো ক্রেমালিনও ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকেই ছিল। ছিল চেরনেনকো। আমাদের এরশাদও ছিল অনেক কিছু। ছিল রোমান সভ্যতা, পারস্য সম্রাজ্য। ছিল মিসরের ফেরআউন (বা ফারাও) সেই আদ, সামুদ জাতি অনেকেই ছিল কোথায় গেল ওসব। মনে মনে একটা বাক্য স্মরণ হলো যে বাক্যটা আমার মাঝে মধ্যেই মনে আসে। কোন স্থান থেকে বিদায় নেয়ার সময় লিখে দিয়ে আসি, দাঁড়াও পথিক একটু শোন, তোমাকেও চলে যেতে হবে। হে হোয়াইট হাউজ! সম্ভবত তুমিও একদিন ডুবে যাবে; চলে যাবে। পৃথিবীতে তোমার মত শক্তিশালীরা কেউই থাকেনি, থাকতে পারেনি। মজার ব্যাপার হলো, চলে যাবার আগে কেউ ধারণা করতে পারেনি সেও চলে যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউস সম্পর্কে অনেকেই জানার আগ্রহ রাখে কিন্তু জানেনা। তাই পাঠকের জন্য ভেতর বাহির সম্পর্কে কিছু তথ্য জানালাম। হোয়াইট হাউস নামটা শুনলেই মনটা চমকে ওঠে। কি আছে এই হোয়াইট হাউসে, আজ পাঠকদের কাঝে তুলে ধরব হোয়াইট হাউসের ভিতর- বাহির। তেমন বড় নয় এই 'সাদা বাড়ী'। এই হাউসে ১৮একরের লন আর বাগান, ১৩২টি কক্ষ, ৪১২টি দরজা, ৩২টি বাথরুম, ৪৫টি ঝাড় বাতি, ৬৬ টি ভাস্কর্য, ৪৯২টি পেইন্টিং আর ৪৬৮টি প্রিন্ট ও ড্রয়িংসমৃদ্ধ এই বাড়ির মূল কিন্তু অন্যখানে। এই বাড়ির তিন তলার ফ্যামিলি কোয়াটার্সে আছে ১৭টি শোবার ঘর, আর ২৯টি ফায়ারপ্লেস, এর বাইরের দেয়ালে রং করতে খরচ হয় ৫৭০ গ্যালন সাদা এ পর্যন্ত ৩০ বার রং করা হয়েছে। এটিতে প্রেসিডেন্ট, ফাস্টলেডি ও ফার্স্ট চিলড্রেনদের সেবা-যত্নে ৪৮ জন সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োজিত আছেন। বছরে তাদের পেছনে ব্যয় হয় ৮০ লাখ ডলার। গোটা হোয়াইট হাউসের বার্ষিক পরিচালনা ব্যয় হচ্ছে কম-বেশী ৪০ মিলিয়ন ডলার, যা বাংলাদেশী প্রায় ১৯২ কোটি টাকা।

দক্ষিণ প্রান্ত থেকে হোয়াইট হাউসে ঢুকলে প্রথম পড়বে এই কক্ষটা, আগে বয়লার বা ফার্নেস বসানোসহ নানা কাজে কক্ষটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে

www.pathagar.com

কক্ষটাকে নতুন করে সাজানো হয়। ৩ কক্ষের বিশেষভাবে বোনা কার্পেটের বর্ডারে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রতীক চিহ্ন আঁকা আছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নবাগত কূটনীতিকরা এই কক্ষেই প্রেসিডেন্টর কাছে তাদের পরিচয়পত্র জমা দেন।

লাইব্রেরী কক্ষ ঃ আগে কক্ষটি লন্ড্রির কাজে ব্যবহার করা হত। ১৯০২ সালে থিওডোর রুজভেল্ট কক্ষটি সংস্কার করেন এবং এর নাম রাখেন জেন্টলম্যান্স অ্যান্টে চেম্বার। ১৯৩৫ সালে এটাকে গন্থাগারে পরিবর্তিত করা হয়। বই সংগ্রহের জন্য ১৯৬১ সালে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সংগৃহীত বইয়ের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন ভাষণ ও রচনা এ গ্রন্থাগারে রাখা হয়। এই কক্ষে প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পোট্রেট রয়েছে। চা পান এবং বৈঠকের জন্য এটাকে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

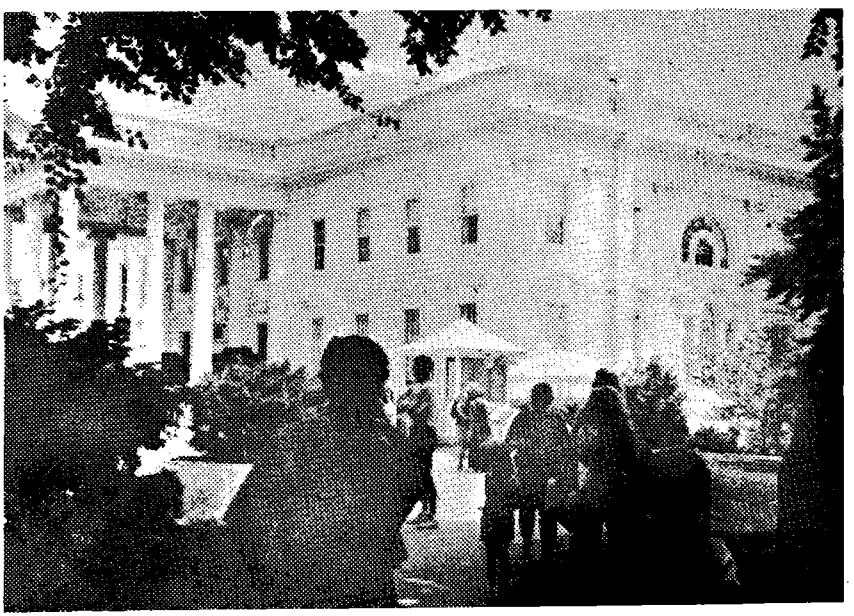

যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের ভিতরের আঙ্গিনায় লেখক।

কালেকশান রুম ঃ আগের প্রেসিডেন্টসিয়াল কালেকশন রুমটি বর্তমানে চায়না রুম নামে পরিচিত। কক্ষটিকে ১৯৭০ সালে নতুন করে সাজানো হয়। এখানে একটি কাঠ গ্লাসের ঝাড়বাতি আছে, যেটি ১৮০০ সালের তৈরী। এই কক্ষে প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের ব্যবহার করা কয়েকটি সাইড চেয়ার ছাড়াও প্রায় সব প্রেসিডেন্টর আমলে ব্যবহৃত কাচ, চিনেমাটির বস্তু ও তৈজসপত্রগুলো সাজানো রয়েছে।

www.pathagar.com

স্টেট ডাইনিংরুম ঃ এখানে এক সঙ্গে ১৪০ জন অতিথিকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে। আগে কক্ষটি আয়তনে আরও ছোট ছিল, বিভিন্ন সময় এই কক্ষটি অফিস, ড্রইংরুম ও কেবিনেট রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।মেহগনি কাঠের ডাইনিং টেবিলটি ফ্রান্স থেকে ১৮১৭ সালে কেনা হয়, কক্ষের কার্পেটে রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর পারস্যের ডিজাইন, এখানে প্রেসিডেন্ট লিংকনের একটি পোট্রেট ম্যান্টেলের ওপর ঝুলানো রয়েছে, আর ম্যান্টেলের গায়েন অ্যাডামসের একটি চিঠির কিছু নির্বাচিত অংশ খোদাই করা আছে।

হোয়াইট হাউসের লোকদের কাজ ঃ হোয়াইট হাউস দেখতে প্রতিদিন প্রচুর পর্যটক আসে। রাষ্ট্রীয় অতিথি প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবার তো আছেই, তাদের খাতির যত্ন, আপ্যায়ন ও পথ প্রদর্শনের জন্য আছে প্রচুর লোক, তাদের কয়েকজনের কাজ-চিফ আশার হোয়াইট হাউসের ভিতরে যাবতীয় কাজের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে আশার অফিস। ১৯৮৬ সাল থেকে এখানে চিফ আশার হিসাবে আছেন গ্রে ওয়াল্টার।

প্রধান পেষ্ট্রি শেফ ঃ প্রেসিডেন্ট পরিবার ও হোয়াইট হাউসে আসা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য যাবতীয় পেট্রি প্রস্তুতের মূল দায়িত্বে থাকেন প্রধান পেষ্ট্রি প্রস্তুতের মূল দায়িত্বে থাকেন প্রধান পেষ্ট্রি শেফ। রোনাল্ড মেনসার বর্তমানে প্রধান পেস্ট্রি শেফের দায়িত্ব পালন করছেন। এক সাথে ২০০-এর বেশী মানুষের খাবার তৈরী, কেক চকলেট ইত্যাদি বানানো প্রধান শেফ ও তার সহকারী জ্যাক কুলকের কাছে মামুলি ব্যাপার।

এক্সিকিউটিভ হাউসকিপার ঃ গত ১২ বছর ধরে নির্বাহী হাউসকিপারের দায়িত্ব পালন করছেন ক্রিস্টিন লিমেরিক। হোয়াইট হাউসকে সব সময় ঝক ঝকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজটি তদারকি করে থাকেন প্রধান হাউসকিপার।

বাটলার ঃ বর্তমানে হোয়াইট হাউসের অন্যতম বাটলার বা খানসামার দায়িত্বে আছেন উইলিয়াম কার্টার। ঘুম থেকে ওঠেই তাকে আশার অফিস থেকে প্রেসিডেন্টের জন্য সেদিনের সংবাদপত্র সংগ্রহ করতে হয়। ছয় জন বাটলারকে প্রেসিডেন্টর ডাইনিং টেবিল সাজানো থেকে শুরু করে ড্রইনিং রুমের অতিথিদের যাবতীয় কাজ করতে হয়।

ইঞ্জিনিয়ার ঃ হোয়াইট হাউসের প্রকৌশলীর দায়িত্বে আছেন মিস্টার রক, পুরো হোয়াইট হাউসের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রেণের দায়িত্ব তার। রক ও অন্য প্রকৌশলীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে জানতে পারেন প্রাসাদের কোন কক্ষের তাপমাত্রা কত।

ক্যালিগ্রাফার ঃ হোয়াইট হাউসের ক্যালিগ্রাফারের দায়িত্বে আছেন রিক মাফলার। স্টেট ডিনার ম্যানুর বিভিন্ন খাবারের নাম থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্টর স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তির নাম প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম নকশা করে লেখার কাজ হচ্ছে রিক মাফলারের।

www.pathagar.com

হোয়াইট হাউস পরিদর্শনের নিয়ম ঃ হোয়াইট হাউস হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সরকার প্রধানের বাসগৃহ, যেটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিদিন কম করে হলেও সাত হাজার দর্শক পায়ের ধুলো দিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার থেকে শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হোয়াইট হাউস পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। নিচতলার করিডোর, লাইব্রেরী, ভার্মেইল রুম, ডাইনিং রুম, নর্থপেটিকোলচি আর উপরের সিঁড়ি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত। ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের একজন করে ট্যুর অফিসার প্রতিটি কামরায় দর্শকদের এটা-ওটা প্রশ্নের জবাব দেন। হোয়াইট হাউসের জন্য ভিজিটর অফিসে ২৪ ঘন্টা আগে পরিদর্শনের জন্য নাম লেখাতে হয়। হোয়াইট হাউসে পাবলিক টেলিফোন বা বিশ্রামাগারের কোন ব্যবস্থা নেই। ভেতরের কোন স্ন্যাপ বা ভিডিও করা নিষেধ। প্রচুর নিরাপত্তার পর ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়, পরিদর্শনের সময় যে জিনিসগুলো সঙ্গে রাখা নিষেধ, সেগুলো হলঃ পোষা জন্তু, পানীয় বেলুন চুইংগাম, ইলেক্ট্রনিক স্ট্যানগান, অগ্নি উদ্দীপক পদার্থ খাদ্য, অগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, ছুরি, সিগারেট, ম্যাচ, স্যুটকেস ইত্যাদি।

ইদ্রিস এরপর নিয়ে গেল পেন্টাগন দেখাতে। দাঁড়িয়ে থাকতে মন চাইলো, এই সেই পেন্টাগন! এই সেই পেন্টাগন! যা মানুষ মারার কারখানা। এ ব্যাপারে সম্ভবত কোন বিতর্কের প্রয়োজন নেই, যে দৃষ্টি ভঙ্গিতেই হোক, অস্ত্র মানুষ মারার জন্যই। ইদ্রিস আমাকে অল্প সময়ে অনেকগুলো স্থান ঘুরিয়ে দেখালো, মাঝে মধ্যে একটু সমস্যা হচ্ছিল তার গাড়ী পার্কিং-এ।

www.pathagar.com

কেলানতানে কয়েক দিন

অনেকদিন থেকে ইচ্ছা হচ্ছিল মালয়েশিয়ার গ্রাম দেখব। কোনও মালয় ছাত্রের সাথে প্রাথমিক ভাব অর্জনের পরই জেনে নিতাম সে কি শহরের না গ্রাম্য। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝাতে চাইতাম আমি তোমাদের গ্রামে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু মালয়েশিয়ানরা সাধারণত সে কাজে নেই। কোনও মালয় ছাত্রের সাথে যদি ১ বছরও থাকেন তবুও সে কখনো তার বাড়িতে আপনাকে দাওয়াত করবেনা। হোটেলে একত্রে খেয়েছেন? এমনো নাকি হয়ে থাকে প্রেমিক-প্রেমিকা একত্রে হোটেলে খেয়ে দুজনেই আলাদা বিল দেয়।

সে যাক ব্যতিক্রম যে নেই এমনও কিন্তু নয়। আমিও এমনই এক ব্যতিক্রমকে পেয়েছিলাম। গত ডিসেম্বর '৯৩'র আন্তঃ সেমিষ্টার বন্ধের শুরুতে এক মালে বন্ধু জিজ্ঞেস করে বসল, 'এই তুমি বন্ধের সময় কোথায় থাকবে? বললাম 'কই আর থাকব, হলে বসে বসে আঙ্গুল চুষবো। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পার। আমি তোমার থাকা এবং খাওয়ার দায়িত্ব নেব। তোমার সকল ভাড়া তোমাকে বহন করতে হবে।

এতেই আমি অসম্ভব খুশি হয়েছিলাম। একজন মালয়েশিয়ানের পক্ষ থেকে এতটুকু সহযোগিতা অনেক। তবে সে বন্ধের সময় আমার যাওয়া হয়নি। অনেকগুলো ব্যক্তিগত কারণেই। ঠিক হলো আগামী রমজানের ঈদ করবো তাদের গ্রামে। জুটে গেল অন্য এক বন্ধু তার নাম আদনান। কথায় কথায় তাকে বললাম, আগামী ঈদে তোমাদের গ্রামে যাচ্ছি। তারা দুজনই এক ক্লানতান রাজ্যের। Kelantan একদিক থেকে মালয়েশিয়ার সবচে' পরিচিত রাজ্য। যে রাজ্যে ইসলামী হুকুমাত অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়। এ রাজ্যের State Government হলো ইসলামী দলের (Pas) Party Isla Semalaysia।

আদনান কে যখন বললাম ঈদে Kelantan যাচ্ছি। সে বললো, মনে রেখো ঈদে ক্লানতান যেতে হলে কিন্তু কমপক্ষে ১ মাস আগে টিকেট কিনতে হবে। এক পর্যায়ে টিকেট কেনার দায়িত্বটা সে নিজেই নিয়ে নিলো। এরপর থেকে তার সাথে যখনই দেখা হতো সে নিশ্চিত হয়ে নিত আমি আসলেই যাচ্ছি কিনা। একদিন দেখা হলে বললো, 'আমি কিন্তু আমার মাকে বলে দিয়েছি। তুমি আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছ।

www.pathagar.com

সত্যি আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম, আদনান এর আন্তরিকতা দেখে। তাই আমিও আমার ইচ্ছা শক্তিকে প্রবল করতে লাগলাম। ঈদের ১৫/২০ দিন আগে একদিন বললো 'তোমার কাছে ৫০ রিংগীট আছে? তোমার জন্য পে করতে হবে।' আমি আগ্রহের সাথেই ৫০ রিংগীট প্রদান করলাম।

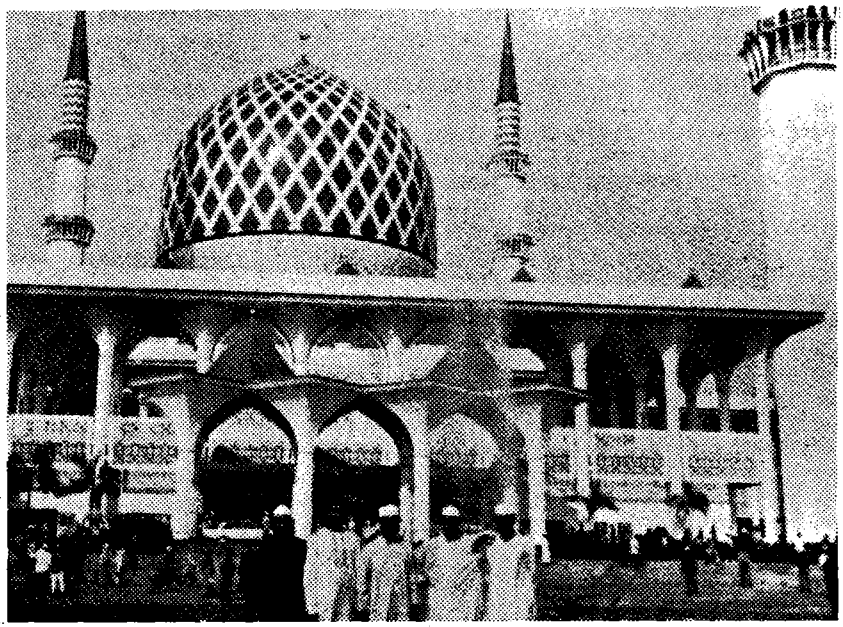

মালয়েশীয়া জাতীয় মসজিদের সামনে অন্য ক'জন বাংলাদেশীর সাথে লেখক।

১০ মার্চ '৯৪ রাত ৯টায় ছড়ার কথা। দুপুর থেকেই কাপড়-চোপড় গুছাচ্ছিলাম। বুকের মধ্যে চিন চিন করে একটা অনুভূতি এলো। আজ দেড় বছর পর আবার এভাবে কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে কাপড়-চোপড় গুছাচ্ছি। এই দেড় বছরের প্রবাস জীবনে কখনো কোথাও এভাবে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়নি। দেশে থাকতে প্রতি ঈদ ছাড়াও ৩মাস, ৬মাস পর বাড়ি যাবার আগে এটা ওটা ব্যগবন্ধী করতাম। টুথ ব্রাস, পেষ্ট, তোয়ালে কিছু থেকে গেল কিনা? শার্ট কয়টা নেব? কোথাও যাওয়ার সময় আমার চিরাচরিত অভ্যাস কিংবা বদঅভ্যাস হিসেবে এবারও কিছু বই ব্যাগবন্দী করলাম। যেন আহা, কি পড়ুয়া। যদিও সাধারণত কখনোই সফরে আমার পড়া হয়না তবু বই'র প্রতি একটু বন্ধুত্ব দেখানোই যা। ৯টা বাজার আগেই গন্তব্যস্থলে পৌছলাম। তার আগে রফিক স্যারকে ফোন করে আমার

www.pathagar.com

যাত্রা সংবাদ নিশ্চিত করলাম। ৯টার গাড়ি ক'টায় ছাড়বে এ সিষ্টেম মালয়েশীয়াতেও আছে । হ্যাঁ ৯টার গাড়ি ৯.৫০ মিঃ ছাড়ল। তার আগে কর্তৃপক্ষ এসে যাত্রীদের উপস্থিতিসহ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল। প্রথমেই সম্ভাষন জানানো হল ইক্ষুরণ পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে। তারপর একজন দাঁড়িয়ে সফরের দোয়া কালাম পড়ে মোনাজাত করল। বাসের সামনের ছাউনি গুলো যাত্রীদের জন্য। পেছনের সারিগুলিতেই আমরা বসলাম। বাসে একমাত্র আমিই বিদেশী। তাই আমি খুব লজ্জাবোধ করছিলাম বিধায় নিজকে শুধু লুকাচ্ছিলাম। কিছুক্ষন পরই বাসে অবস্থিত টিভি পর্দায় মালয় ভাষায় ফিল্ম পরিবেশিত হতে লাগল। স্বভাবতই আমি কিছুই বুঝছিলামনা।আমি ছাড়া সকলেই দেখছিলাম বারবার হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। মালে ভাষার অধিকাংশ ছবিতেই দেখেছি ভাঁড়ামীতে ভরা। শিল্পমান, গাম্ভীর্যতা খুবই কম। রাত তিনটার সময় সেহরী খাওয়ার জন্য এক স্থানে বাস থামানো হল। এটি একটি বাজার। আমি মুখ ধুয়ে এক হোটেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি আদনান বসে আছে। সে ২ জনের জন্য খাবারের অর্ডার দিয়েছে। 'টম আইয়াস'। 'টম আইয়াস' মানে টমেটো আইয়াম। টমেটো তো টমেটোই, আইয়াম হলো মুরগী। টম আইয়ামের নাম অনেক দিন থেকে শুনে আসছি বটে কোনওদিন চোখে (স্বাদ গ্রহণ করে) দেখিনি। না, ভালই লাগল, এবং বেশ মজাই লাগল। পানীয় হিসেবে পেলাম মাত্র ১ গ্লাস 'তে আইস'। শব্দ শুনলেই হয়ত বুঝা যায়, আইস বা বরফ দেয়া তে বা চা। এই 'তে আইস বা 'বরফ চা' মালয়েশীয়াতে বেশ প্রচলিত। এ এক গ্লাস 'তে আইস' পান করেই আমাকে রোজা রাখতে হলো। আমার জীবনে এই বোধহয় প্রথম যে, রাতে সেহরী খাওয়ার জন্য জেগেছি অথচ পানীয় গ্রহণ করেছি মাত্র ১ গ্লাস।

আমাদের পাশেই বসে ছিল অন্য একটি ছেলে যারা চেহারায় মালয়দের মত নয়। তাকে ক্যাম্পাসে আমি পাকিস্তানি বা আরব মনে করেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম ভাই, তুমি কি মালয়েশিয়ান? বলল হ্যাঁ। আমি বললাম কিন্তু তোমাকে দেখতে মালয়েশিয়ান মনে হয় না। সে বলল, তা বটে আমি মালয়েশিয়ান তবে মালে নই আরব বংশদ্ভুত। ইয়েমেনী। বেশিদিন আগের কথা নয়। তার পিতা এসে এখানে বসত গড়েছে। তাদের পারিবারিক ভাষা এখনো আরবি। তার চাচা, মামা জাতীয় আত্মীয় স্বজনেরা ইয়েমেন, জেদ্দাসহ বিভিন্ন আরব দেশে আছে। খাবারের বিল আমরা আলাদা আলাদা পরিশোধ করলাম। আদনানকে একবার বললাম, আদনান, বিলটা আমি দেই? সে বলল, শুধু তোমারটা তোমাকে দিলেই চলবে।

www.pathagar.com

সকাল ৭টার দিকে আবার বাস থামানো হলো ফজর নামাজ পড়ার জন্য, টয়লেটের লম্বা লাইনে আমার দেরি হয়ে যায়। নামাজ শেষ করে যেতে যেতে দেখি বেশ কিছুক্ষণ আগেই সবাই বাসে উঠে বসে আছে। শুধু আমিই বাকি আদনান আমার খোঁজে বেরিয়ে আসে। ইতোমধ্যে আমি সবার মাঝে পরিচিত হয়ে পড়ি যে, বাসে একজন বিদেশীও আছে। বাসে বসার সাথে সাথে সবাই আমাকে দেখছিল।

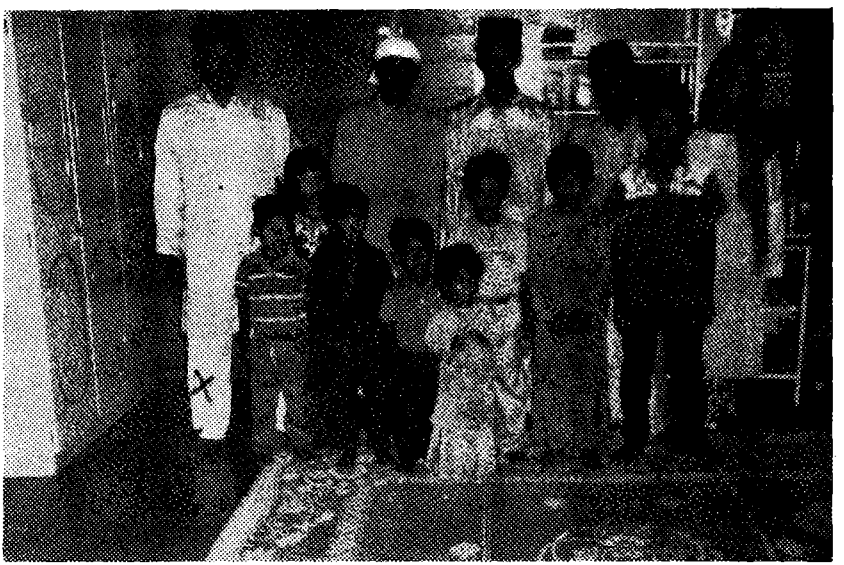

মালয়েশীয়ার কেলানতান রাজ্যের আদনান পরিবারের সাথে লেখক। ছবি-১৯৯৪।

আমার লজ্জা লাগার আরেকটা কারণ ছিল, বাংলাদেশী মালয়েশিয়ান বিশেষত কেলানতানীদের কাছে বেশি পরিচিত। কারণ বাংলাদেশী ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে যতজন মালয়েশিয়ায় বিয়ে করেছে তার অধিকাংশই কেলানতানে। আর আমি যাচ্ছি সেই কেলানতানে ঈদ করতে। ব্যাপারটা কৌতূহলদ্দীপ্তই বটে। আমি কেলানতান যাচ্ছি শুনে কোনও বাংলাদেশী তো রস করে বলেও ফেলে হুঁ! Go Ahed.

সকাল ৯টায় আমরা কেলানতানের রাজধানী Kota Bahru তে পৌঁছি। বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছি। সবার চোখ আমার দিকে। মেয়েরাও । যেন আমাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে। আদনান বলল, চল মার্কেট ঘুরে আসি। কাঁচা বাজারে গেলাম ৯০% দোকানী মহিলা। আদনান বললো লক্ষ্য করেছ? অধিকাংশ বিক্রেতা মহিলা। বললাম হ্যাঁ, কিন্তু কেন? সে বলল কেলানতানী মেয়েরা সংগ্রামী জীবন পছন্দ করে। ঘুরতে ঘুরতে এক স্থানে দেখলাম কয়েক'শ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, হাজারও

www.pathagar.com

হতে পারে। অধিকাংশেরই মাথায় টুপি বা পাগড়ী। দাঁড়ানোটা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, রাস্তার উপর। পাশেই মস্‌জিদ। পরে শোনলাম পাশের মস্‌জিদ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে কেলানতানের মূখ্যমন্ত্রী (State Chief Ministar) নিক আজীজ জনগণের উদ্দেশ্যে হেদায়েতী বক্তব্য দিবেন। আজ জুমাবার। প্রতি জুমাবার এ মস্‌জিদ থেকে সকাল ১০টায় তিনি বক্তব্য দেন। আমার ইচ্ছা থাকলেও সে বক্তব্য শোনার সময় ছিল না তাছাড়া আমি বেশি আগ্রহ বোধ করলাম না এজন্য যে, বক্তব্য হবে মালয় ভাষায়। আমি তাঁর সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই বিদায় নিলাম।

Kota Bahru থেকে বাসে করে আমরা আদনানের বাড়ি পথে রওয়ানা হলাম। দূরত্ব ২০ মাইল। ভাড়া ১.২০ রিংগীট। যে বাস ষ্টপেজে নামলাম সেখান থেকে তার বাড়ী আরো ১.৫০ কিঃ মিঃ সে পথটা আমরা গেলাম ভাড়াটিয়া মোটর সাইকেলে। দু'জন ২ মোটর সাইকেলে উঠলাম। ভাড়া ৫০ সেন করে। একটা বাড়ির ঘাটে নামতেই দেখি বাড়ির ভেতরে কিছুটা নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। ২/৪টি কিশোর দৌড়ে এলো। এক দুজন উঠতি বয়সের কিশোরী আন্দর মহলের দিকে প্রস্থান করল। ঘরের বারান্দার সামনে গিয়ে আমরা ব্যাগ রাখলাম। আদনান জোরে জোরে সালাম নিক্ষেপ করল ঘরের ভিতরের দিকে। ভেতর থেকে তার মা প্রতিউত্তরে সালাম দিল। মিনিট খানেক অপেক্ষার পর আদনান ঘরে প্রবেশ করল, এবং আমাকে ডাকল। আমি ঢুকেই একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখেই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বললাম তিনি ওয়ালাইকুম সালাম বললেন। আদনান আমাকে একটা কক্ষে দেখিয়ে দিল, যে কক্ষে আমাকে থাকতে হবে।

কেলানতানের সাথে বাংলাদেশের আবহাওয়া গত তেমন অমিল নেই। গরম বাংলাদেশের গরমকালের মতই। তবে এ দেশে কোন শীতকাল নেই। প্রতিদিন ভোরে একটু শীত পড়ে এই যা, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টি ঝড়ে। কেলানতান দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের মতো। পাহাড়ের দেশ মালয়েশিয়ার এই রাজ্যে পাহাড় নেই বললেই চলে। রাজধানীর কুয়ালালামপুর থেকে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী এই রাজ্যটি অনেকটা সমতল ভূমি।এই তো যেন আমার বগাদিয়া গ্রাম, সোনাইমুড়ী, পাপুয়া খামার। এইতো যেন বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা। সবই যেন আমাদের বাংলাদেশ। কেলানতান মালয়েশীয়ার অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে গরীব হলেও আমাদের চে, অনেক বেশী ধনী। মানুষের পেটে ভাত আর পকেটে টাকা থাকলে যেমন চেহারায় চিকনাই ভেসে আসে তেমনি মালয়েশীয়ার পকেটে যে টাকা আছে তা এই অনুন্নত নিগৃহিত গ্রামের দিকে তাকালেও বুঝা যায়। ঢাকা শহরের রিকসার গায়ে

www.pathagar.com

তালি দেখলে যেমন বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনদিকে যাচ্ছে। তেমনি মালয়েশীয় অজ পাড়া গাঁযে বিদ্যুৎ টেলিফোন, প্রাইভেট কার দেখলে বুঝা যায় যে দেশটির পকেটের স্বাস্থ্য কত ভাল। মালয়েশিয়ার যে কোনও গ্রামে বিদ্যুত আছে, পানি সরবরাহর ব্যবস্থাও আছে। অজ পাড়া গায়ের ঘরে ঘরে, টেলিভিশন আছে। বন্দুটি বলল এমন কোনও পরিবার নেই যাদের কমপক্ষে ১/২ টি মটর সাইকেল নেই। আর তাছাড়া সম্ভবও তো নয় । যে দেশে কোনও রিকসা বা ঠেলাগাড়ী সিষ্টেম নেই। সেখানে প্রাইভেট কার বা মোটর সাইকেল ছাড়া তো চলা সম্ভবই না।

আমার বন্ধুটির ১১ জন ভাই বোন। ২ বোন এবং ১ ভাইয়ের বাচ্চাকাচ্চা এবং মা বাবাসহ এ পরিবারে প্রায় ১ কুড়ি খানেক বনি আদম আছে। মজার ব্যাপার হলো আমার বন্ধুটি ছাড়া এই এক কুড়ি বনি আদমের কেউই ইংরেজী বা আরবী এক শব্দও জানে না। আর আমি, তুমি জাতীয় ৫/১০ টি শব্দ ছাড়া আমারও মালে ভাষা তথৈবচ। অথচ এ পরিবারেই প্রায় সপ্তাহখানেক কাটিয়ে দিলাম। যে দিন সকালে আমরা এ বাড়িতে পৌছলাম, বিকালে বাড়ির মূল কর্তা অর্থাৎ আদনানের আব্বা এলেন, আমি সালাম দিলাম । তিনি জবাব দিলেন, তারপর ভদ্রলোকে কি বললেন বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি একজন কৃষক,ইংরেজী কিছুই জানেন না। মিনিট চার পাঁচেক পর ভদ্রলোক প্রথম বাক্য প্রয়োগ করলেন, 'মিনু'স আই'র কেলাপা'? মিনু'স অর্থ যে কোনও প্রকার ড্রিংকস, আই'র হলো পানি কিন্তু কেলাপা অর্থ কি? তাছাড়া 'ড্রিংকস, পানি..... কি হলো, রোজার দিনে ভদ্রলোক ড্রিংকস এর কথা জিজ্ঞেস করছে কেন? যোগ-বিয়োগ মেলাতে পারলাম না। আমি আদনানের দিকে তাকালাম। আদনান বললো, 'তুমি কি ডাবের পানি খেতে পছন্দ কর?আমি খুব ঘন ঘন বেশি বেশি করে ইয়েস ইয়েস বলতে লাগলাম। ভদ্রলোকের এই জিজ্ঞাসার মধ্যে গভীর আগ্রহ ছিল, আমি তার আগ্রহটাকে মূল্যায়ণ করতে চেয়েছিলাম। তাদের শ'খানেক নারিকেল গাছ আছে। প্রতিটি নারিকেল গাছ ইয়া লম্বা লম্বা। একেকটি প্রায় ১০০ মিটার লম্বা হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আদনানের আব্বা একটি বালতি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাব পাড়ার জন্য। ডাব পাড়ার পদ্ধতিটাও ছিল ভারি সুন্দর এবং বেশ মজার। ভদ্রলোক বাড়ির পেছনে গেলেন। ফিরে এলেন বিশাল দীর্ঘ শিকল দিয়ে বাঁধা একটি বানর নিয়ে। বানরটিকে এনে ছেড়ে দিলেন নারকেল গাছের তলায় । রশির মাথা ধরে রাখলেন নিজ হাতে। বানর নিজ থেকে উঠে গেল গাছে। আর ফেলতে লাগল কচি কচি ডাব। ভদ্রলোক নিচ থেকে মাঝে মধ্যে নির্দেশনামা জারি করছিলেন, এটা

www.pathagar.com

না ওটা। নারকেল নয় কচি ডাব ইত্যাদি। এক সময় নিচে নেমে আসতে বললেন, ঠিক ঠিক ভাল ছেলেটির মত। নিচে নেমে এল বানরটি। বানর যে কখনো এত ভদ্র হয় তা আগে দেখিনি । মালয়েশিয়ার মানুষগুলো যেমন শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির বানরগুলোও বুঝি তেমন। আসলে মাটির সম্ভবত কোনও প্রভাব আছে।

ভদ্রলোক আরো ২/১ বার আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু

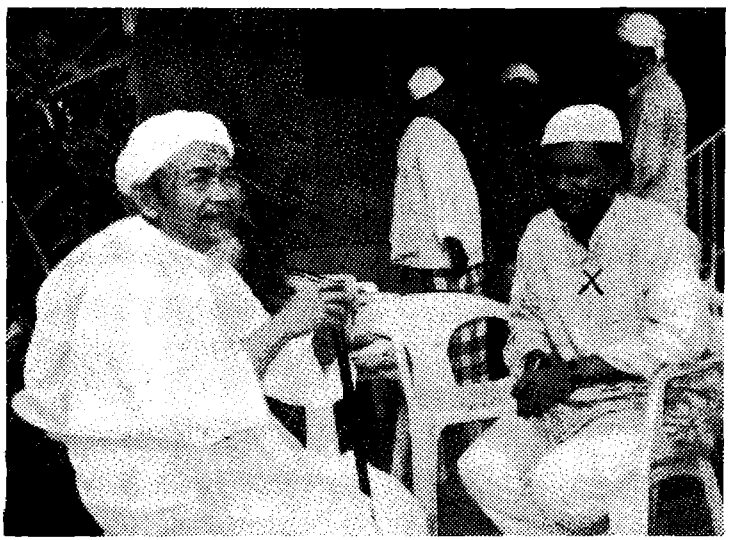

কেলানতার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিক আজীজের সাথে মুখোমুখি হয়েছেন লেখক।

আমি দুঃখিত আমি একবারও তার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারিনি। তার কোনও শব্দই আমি বুঝতে পারিনি। এ বাড়িতে ১ কুড়ি মানুষের মধ্যে ছোট্ট একটি কোশোরী ছিলো, বয়স ৬/৭ বছর হবে। আমার সবচে' বেশি ভাব জমেছিল তার সাথে। নাম তার সোহানা। ৭/৮ বছর বয়সী এই কিশোরীরা সাধারণত একটু বেশি চটপটে, চালাক হয়ে থাকে। সোহানাও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। এ বয়সী আমার এক দূর সম্পর্কের বোন ছিল তার নাম ছিল 'হানা'। বেশ কিছু কারণে তার সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি তথাপি পত্র বিনিময় বা অন্যান্য কারণে সে আমার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সোহানার সাথে 'হানা' নামের অর্ধেকের বেশি মিল রয়েছে। এসব কারণে সোহানার সাথে আমার ভাবটা খুব জমেছিল। অন্য একটি মজার কারণ ছিল। সেটা হলো এ বয়োসী মেয়েরা সাধারণত দু'জন ভিন্ন লিঙ্গের মানুষের মাধ্যম বা বাহক হয়ে থাকে। সোহানাও অনেকটা সে রকম হয়ে পড়েছিল। সোহানার বড় এক

www.pathagar.com

বোন ছিল, কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্য ছুঁই ছুঁই করছে, আর ছিল এক অপেক্ষাকৃত তরুণী ভাবী। স্বভাবতই তাদের এবং আমার ধর্মীয় বিশ্বাস নির্ভর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের সাথে আলাপচারিতার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু মানুষের কৌতুহল তো থেমে থাকে না।

সোহানার সাথে আমার প্রথম বাক্য বিনিময় হয়েছিল তার বড় ভাইয়ের অনুবাদের মাধ্যমে। সোহানা আদনানের কাছে শিখে আমাকে জিজ্ঞেস করলো What is your Name? আমি যে ২/৪টি মালে শব্দ জমা রেখেছিলাম তা ছাড়লাম, 'নামা সায়া মাহফুজ'। আস্তে আস্তে সোহানার সাহস বাড়তে লাগলো। আমিও এটা ওটা প্রয়োজন পড়লে সোহানাকে ডাকতাম। প্রথম রাতে আদনান তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরে ২য় কোনও ব্যক্তি নেই যে আমার সাথে কথা বলবে। আমি বসে বসে টি,ভি দেখছিলাম। একটু দূরে অপরদিকে অবরোধ বাসীনিরাও আছে। আমার প্রচন্ড তেষ্টা পেয়েছে, সন্ধ্যার ইফতারির সময় ৪/৫ গ্লাস ডাবের পানি খেয়েছিলাম কিন্তু ১ গ্লাস ও (সাদা) পানি খেতে পারিনি। সাদা পানির যে কি অমৃত স্বাদ তা ভুক্তভুগী ছাড়া কেউ বুঝবেনা। আমার এ পিপাসা নিয়ে কি করবো ভাবছি। সাহস করে সোহানাকে ডাকলাম, সে আমার দিকে তাকালে হাত দিয়ে ইশারা করলাম, সে আসতে লজ্জা এবং সংকোচ করছিল, তার মা, ভাবী এবং বড়বোন ঠেলে পাঠিয়ে দিল। আমি বললাম, 'আইর আভা'? অর্থাৎ পানি আছে। এবং দৌড়ে গেল। তার ভাবী বা বড়বোন কেউ একজন উঠে গেলেন, মিনিট দু'য়েকের মধ্যে চলে এলো ঠান্ডা পানি। খুশি হলাম, এই কারণে প্রথমত একটা মাত্র মালয় বাক্য ব্যবহার করলাম শুদ্ধ হয়ে গেল, কেউ হাসল না, তার মানে ভুল হয়নি। ২য় কারণ হলো আমি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হচ্ছি।

পরদিন সকালে সেহরী খেয়ে ফজর পড়ে ঘুমালাম, জাগলাম সকাল সাড়ে ৯টার দিকে। আমি গোসল করতে যাচ্ছি পথেই দেখা হলো সোহানার সঙ্গে, সাথে তার সেই বোনটি। বোনটি তাকে কি যেন শিখিয়ে দিচ্ছে।সেই সেখানো বুলি হিসাবে সে বললো "Brother Mahfuz Good Morning" আমি কি উত্তর দেব ভাবছি। কারণ, যখনই তারা কোনও ইংরেজী বাক্য ব্যবহার করে আমি চেষ্টা করি মালয় বলতে। তাছাড়া আমি ইংরেজি বললেও তো তারা বুঝবেনা। এ জন্য চুপ করে থাকতে হয়। আমার শব্দ ভান্ডারে যে কটি শব্দ ছিল তার মধ্যে সবচে বেশি ব্যবহৃত শব্দ ছিল 'তা ফাহাম' অর্থাৎ বুঝি না। তাদের প্রায় কোনও কথাই বুঝতে পারি না। মাঝে মাথা নাড়াই যেন কিছু একটা বুঝেছি এমন অভিনয় করি। কিন্তু যখন দেখি

www.pathagar.com

গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেছি, আর অভিনয় চলছে না। তখন বলি তা ফাহাম। তাতে অন্তত প্রশ্নকর্তা নিঃসঙ্গ বোধ করেন না। কোনও প্রশ্নকর্তা যদি কোনও প্রকার উত্তর না পান তখন অপমান বোধ করেন, ভাবেন তাকে অনাহুত ভাবা হচ্ছে, এ জন্য কোও প্রশ্নের উত্তর না দেয়া চরম অভদ্রতা। আল্লাহ্ পাক আল কোরআনের সুরা আদ দোহায় প্রশ্ন কারীকে নিরাশ না করার জন্য বলেছেন।

এ বাড়িতে এসে আরো ৩/৪জনের সাথে আমার ভাব জমেছিল । যাদের মধ্যে একজন তাদের পাড়ার পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম। যার সাথে আমার গভীর ভালবাসা জমেছিল কিন্তু তার একটি শব্দও আমি বুঝিনি। তার সাথে আমার ভাব বা বাক্য বিনিময়ের সবচে পরিচিত যে শব্দ ছিল তা হলো 'আসসালামু আলাইকুম, ওয়লাইকুম সালাম' প্রথম প্রথম তিনি কথা বলতেন, পরে যখন বুঝলেন আমি কিছুই বুঝি না তখন আর তেমন কখা বলতেন না। কিন্তু মানুষ শব্দ ব্যবহার ছাড়াও যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তার বড় প্রমাণ পেলাম । ভদ্রলোক আমাকে দেখলেই এক গাল নিঃশব্দ হাসি হাসতেন । যে হাসি একেবারে নির্মল নিস্কলুষ। প্রাণভরা হাসি। মনে হতো তিনি সারা শরীর থেকে হাসছেন। কিন্তু কোনও শব্দ বেরুচ্ছেনা। এখানে এসে যে বিষয়টা সবচে বেশি উপলব্ধিতে লেগেছে সেটা হলো মানুষের প্রতি মানুষের যে মমতা কিংবা মানবতা সেটা অনেক বড়। কোনও ভাষা ছাড়া কথা ছাড়া ভাব বিনিময় মানুষ তা ব্যক্ত করতে সক্ষম । একই আচরণ হয়েছিল আদনানের আম্মার সাথে, ভদ্র মহিলা কোনও কথাই বলতেন না। হয়ত ভাবতেন লাভ হবে না। যা বলতে চাইতেন ইশারায় বলতেন। অবশ্য মাঝে মধ্যে অষ্টফুট হয়ে ২/৪টি শব্দ বেরিতে যেত।

এই সারা গ্রামে আর যে ২ ব্যক্তির সাথে আমার কথা হয়েছিল তাদের একজন ওসমান। তিনি মিশরের আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছরের ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন । তিনি আরবি জানেন তার সাথে আমার আরবিতে কথা হতো। তবে তিনি ইংরেজি আই,ইউ হি জাতীয় ২/৪টি শব্দ ছাড়া কিছুই জানেন না। এক বিকেলে আদনান নিয়ে চললো গভীর গ্রামে, তার বড় ভাইয়ের মোটর সাইকেলে চড়ে। আমরা আদনানের বাড়ী থেকে আরো ৭/৮ মাইল ভেতরে গ্রামে গেলাম ।যেখানে সড়ক পথগুলো পাকা করা। ৬/৭ ফুট চওড়া এসব পাকা সড়ক পথে মোটর সাইকেলই একমাত্র যানবাহন । ধানক্ষেত সুপারি বাগানের মাঝ দিয়ে এই সরু পাকা পথ চলে গেছে বাড়ির পাশ দিয়ে। মালয়েশীয়ার সর্বত্র যা দেখেছি এই ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত রাজ্য কেলানতানেও যার ব্যতিক্রম দেখেনি সেটা হলো এখানে কোথাও মেয়েরা পিছিয়ে নেই। মেয়েরা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ছে। আমাদের

www.pathagar.com

দেশে কে ভাববে যে রাত ৯/১০ টার দিকে একজন যুবতি নারী তারাবীর নামাজ পড়ে একা একা গ্রামের আবছা অন্দকারে পথে বাড়ির দিকে নিঃসংঙ্কোচে হেটে যাবে । এখানে এটা খবই মামুলী ব্যাপার। কোনও মালে ছেলে মেয়ের সামনে একথা বললে সে বুঝতেই পারবেনা এখানে ব্যতিক্রম কি আছে। আসলে আমার মনে হয় আমাদের দেশে আমরা মেযেদেরকে তাদের যথাযোগ্য অধিকার দেইনি বলেই তসলিমা নাসরিনের মত অপয়ারা আস্কারা পাচ্ছে। ইসলাম কখনোই মেয়েদেরকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখতে বলেনি। ফলাফল দাড়িয়েছে বাংলাদেশের মত ৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত কঠোর অবরোধ প্রথার দেশে লক্ষ লক্ষ নারী বেপর্দায় রাস্তায় চলাফেরা করছে। অথচ মালয়েশীয়ার মত ৫০% মুসলিম অধ্যুষিত নারী স্বাধীনতার দেশে অধিকাংশ মুসলিম নারী হিজাব পরে রাস্তায় চলাফেরা করে।

আমরা যখন গ্রামে বেড়াতে বেরুলাম । দেখলাম গেঁয়ো পথে বৃদ্ধরা মাথায় পাগড়ী পরে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে । প্রচুর পাগড়ী টুপি পরা মোটর সাইকেল আরোহী দেখলাম। অপর দিকে বোরখা বা লম্বা জুব্বা পরিহিতা মোটর সাইকেল আরোহিনীও দেখলাম। রাজধানী কুয়ালালামপুরেও এ দৃশ্য মামুলী যে, একজন নারী পায়ের নখ থেকে মাথার তালু, হাতের নখ সর্বাঙ্গ ঢাকা অবস্থায় ভোঁ ভোঁ করে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে।

কেলানতানে মেয়েদের সাইকেল এবং মোটর সাইকেল চালনা দেখে একবার খুব ইচ্ছা হলো একটা ছবি নেয়ার কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। আমার সাথে ক্যামেরা ছিল। একবার বন্ধু আদনানের পেছনে মোটর সাইকেলে চড়ে ঘুরছি। বেশ দুরে দেখলাম এক যুবতী সাইকেল চালিয়ে আসছে। মোটর সাইকেলের পেছনে বসেই তাক করে ছিলাম। কাছে আসতেই ক্লিক করে ছবি নিয়ে নিলাম, ফ্লাশ লাইটের আলোতে মহিলা বুঝে গেলেন কি ঘটেছে। হু করে একটা মৃদু শব্দ করে উঠলেন। ততক্ষণে আমরা অনেকদুর চলে এসেছি মহিলাও অনেক পেছনে চলে গেলেন। মনে মনে অপরাবোধ জেগে উঠলো কাজটা কি ঠিক করলাম? মনকে প্রবোধ দিলাম আমি তো কোনও ব্যক্তিগত অসৎ প্রবৃত্তি নিয়ে ছবি নিতে যাইনি । তবুও বিবেক দংশন করছিল কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি।

এক সকালে ঘুম থেকে উঠতেই আদনান খবর দিল আজ এক স্থানে জানাযা পড়তে যাবে। ভাবলাম ok আমি প্যান্ট শার্ট পরে তৈরী হলে আদনান বললো একি তুমি প্যান্ট পরে গ্রামে যাচ্ছ জানাযা পড়তে । লুঙ্গি পরলাম। হাটছি রাস্তায় সেই ইমাম সাহেবের সাথে দেখা, যিনি আমাকে দেখেই একগাল হাসেন।

www.pathagar.com

তারপর দাঁড়াতে বললেন, আদনানকে জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোক কি বললেন , তিনি দাঁড়াতে বললেন তার ছেলে মোটর কার নিয়ে আসছে, মোটর কারে করে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। এক সময় সরু পাকা রাস্তা থেকে গাড়ী মেঠো পথে নেমে গেল।মৃত বাড়ীতে পৌছে দেখলাম এই মেঠো বাড়িতে শুধু এ মোটর গাড়িটি নয় আরও ২০/২৫টি মোটর গাড়ি এবং ৩০/৩৫টি মোটর সাইকেল জমা হয়ে আছে। সবাই গাড়ি করে এসেছে জানাযা পড়ার জন্য । জানাযা পড়লাম একটি বিশাল ঘরে। ঘর থেকে বেরুনোর সময় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের হাতে হাতে একটি করে প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। বাইরে এনে খুলে দেখি তার ভেতরে ৫ ডলারের একটি নোট। আদনানের প্যাকেটেও ৫ ডলার। আদনান বললো এটাই তাদের ট্র্যাডিশন। জানাযা পড়তে গেলে প্রত্যেককে টাকা দেয়া হয়। তবে আশ্চার্য হয়ে যে বিষয়টা লক্ষ্য করলাম সেটা হলো পুরো বাড়িতে কাউকে কাঁদতে দেখিনি। আমি একথাটা আশ্চার্য হয়ে বারবার আদনানকে বললে সে বললো, আমরা মালয়েশীয়ানরা আরব বা তোমাদের উপমহাদেশীয়দের মত আমাদের ভেতরের অনুভূতি প্রকাশ করে বেড়াইনা। আসলেই তাই। মালয়েশিয়ানরা কখোনো প্রতিবাদ করে না। প্রকাশ করে না। কোনও কারণে যদি আপনার উপর মণক্ষুন্ন হয় কিছুই বলবে না, মনে মনে ফুলবে।

আমাদের নিশব্দ ভালবাসার সবচে ট্রাজেডিক বহিঃ প্রকাশ ঘটেছিল যে সময় আমি সে বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম। বিদায়ের ঠিক ২০/২৫ মিনিট আগে আমি আদনান, সোহানা এবং তাদের ৫/৬ বছর বয়সী সর্বকনিষ্ঠ ভাই আমিন সহ ছবি তুললাম। আদনানকে বললাম তার বড় ভাইকে অনুরোধ করার জন্য আমাদের ছবি তুলে দিতে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি এর আগে জীবনে কোনওদিন ছবি তুলেননি। আমি তাকে দেখিয়ে দিতে এগিয়ে গেলাম, আদনান বলল না না ও পারবেনা। সে তার তরুণী বোনটিকে ডাকল। যার সাথে আমার কোনওদিন সরাসরি কথা হয়নি। যদিও আমার সামনেই ঘুরাফেরা করেছে। বয়স ১৫/১৬ হবে। মোটামুটি সুন্দরী। সে এগিয়ে এসে নিঃসংকোচে আমার কাছে ক্যামেরা চাইল। আমি ক্যামেরা এগিয়ে দিলাম। সে সুন্দরভাবে ছবি তুলে নিল। মেয়েটি অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যানের মত ছবি তুলে নিল, যা তার বড় ভাই পারলো না। মেয়েরা সাধারণতঃ এসব ব্যাপারে একটু চালুই হয়ে থাকে তাছাড়া সে সম্ভবত লেখাপড়া করে। আদনান আমাকে আগে বলেছিল তার এক বোন একটু একটু ইংরেজী বলতে বুঝতে পারে। এই সেই বোন কিনা আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি। হয়তোবা, কারণ সেই মাঝে মধ্যে সোহানাকে ২/৪টি ইংরেজী বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছিল।

www.pathagar.com

বিদায়ের মুহূর্তে আমি আদনানকে অনুরোধ করলাম তার মাকে ডাকার জন্য। আদনানকে বললাম, সবাইকে বল যে, আমি তোমাদের অত্যন্ত মধুর আতিথেয়তা এবং অমায়িক ব্যবহারে অসম্ভব রকম খুশি হয়েছি। আমার চিরদিন স্বরণ থাকবে। আমি আমার আব্বা আম্মাকে তোমাদের কথা লিখব। আদনান আমার আবেগভরা ৩/৪টি বাক্যকে এক বাক্যে সংক্ষিপ্ত করা পছন্দ করলাম না। আমার মনের আকুতি যেন প্রকাশিত হয়নি। আমি শব্দ প্রয়োগে পরিবর্তন এনে বাক্যের বৈচিত্র দিয়ে কথাগুলি আবার বললাম। আদনান এবার সম্ভবত আমার অনুভূতি বুঝতে পেরেছে। এবার সে কিছুটা আবেগভরা কণ্ঠে বেশ কয়েকটি বাক্য প্রয়োগে মিনিটখানেক কি কি বলল, প্রতি উত্তরে তার মা বাবা সেই একগাল হাসলেন এবং কি যেন বললেন। আদনান তরজমা করল যে, তারাও তোমার আগমন এবং আচরণে খুব খশি হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আদনানের আম্মা মাথার ওড়না হাতে জড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে হাত এগিয়ে দিলেন হাত মেলানোর জন্য। আমিও নিঃসংকোচে হাত এগিয়ে দিলাম। প্রসংগক্রমে বলা দরকার এদেশে কিন্তু নারী পুরুষ হাত মেলানো খুব বড় দোষণীয় নয়। বিশেষত বয়স্কা মুরব্বী মহিলাদের সাথে হাত মেলানো স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে একেবারে শহুরে অত্যাধুনিক পরিবার ছাড়া গ্রাম্য বা ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে যুবক যুবতীরা হাত মেলায় না। আমি আদনানের আব্বা, বড় ভাই, এবং ছোট ভাইদের সাথে হাত মেলালাম। তাকিয়ে দেখলাম সবার ছল ছল চোখ। কেউ কিছু বলছে না। এক ভাষাহীন অনুভূতি। ঘর থেকে বেরুলাম, আদনানের আম্মা এবং ভাই বোনেরা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। তাকিয়ে থাকল। মোটর সাইকেলে উঠতে যাব সে সময় সোহানা এগিয়ে এল, কি একটা বাক্য বলতে গিয়ে ভুলে গেল। আবার দৌড়ে গেল তার বড় বোনটির কাছে, তারপর এগিয়ে এসে বলল "Brother Mahfuz Come Again"

আমি মোটর সাইকেলের পেছনে বসে এ বাক্যটি অনেকবার মনে মনে আওড়ালাম। "Brother Mahfuz Come Again" মানুষের জীবনে তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাক্যই বলে এবং মানুষ শোনে। বিশেষত আমার মত যাদের বকবক করা অভ্যাস তাদের জীবনটাই তো কথামালা। কিন্তু আমার জীবনে এত সুন্দর বাক্য শুনেছি কিনা এখন মনে হচ্ছে না। Brother Mahfuz Come Again" তাছাড়া বাক্যটি কিন্তু শুধুমাত্র সোহানার মুখ থেকে নিঃসৃত নয়।আমার মত বয়সীর জন্য বিরাট অনুভূতি। পৃথিবীতে অনেকরকম মানুষ থাকে। কেউবা খুবই ভাবগম্ভীর কেউ বা একেবারে খোলামেলা, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে কেউ খুবই উদার

www.pathagar.com

কেউবা কঠোর। কিন্তু আমাকে কোনও মানুষ ভালবাসে আমার উপস্থিত কারো কাছে আনন্দময় এমন অনুভূতি যে কোনও প্রকৃতির মানুষের জন্য ভারি আনন্দের। মোটর সাইকেলের পেছনে যতক্ষণ বসেছিলাম আমার মধ্যে এক উষ্ণ অনুভূতি অব্যাহত ছিল।

হ্যাঁ আমাকে again যেতে হয়েছিল সোহানাদের বাড়িতে। আল্লাহ পাক কোন মানুষের মনের একান্ত ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। 'Brother Mahfuz Come Again" এ বাক্যটি হয়তো বা একান্ত হৃদয় নিঃসৃত ছিল। তাই সে রাতেই ২/৩ ঘন্টার ব্যবধানে আমাকে ফেরত যেতে হয়েছিল। না, ট্রেন ফেল করিনি। ব্যাপারটা এমন, কথা ছিল আদনানের বাড়ি থেকে ৮/১০ কিলোমিটার দূরবর্তী দক্ষিণ চীন সাগরের পাড়ের এক বন্ধুর বাড়িতে ১দিন ২ রাত থেকে সূর্যোদয় দেখব তারপর ১৬ মার্চ কুয়ালালামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। সব ঠিকঠাক। রওয়ানা দিলাম সাগর পাড়ের বন্ধুটির বাড়ি, কিন্তু গিয়ে দেখি সে বন্ধুটির বাড়ি মেহমান ভর্তি, ঈদ উপলক্ষে তার বোনেরা সকলে হুপতি বেড়াতে এসেছে বাপের বাড়ি।

রাত সাড়ে ১০টার দিকে আমরা আবার আদনানের বাড়ি ফিরে এলাম। যখন মৃদু মৃদু বৃষ্টি ঝরছিল। ঈষৎ শীত শীত আবহাওয়ায় সকলে বিছানায় চলে যাচ্ছিলভ সোহানা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। সে দেখেনি তার Brother Mahfuz তার কথা রেখে ফিরে এসে। আমরা বেশ ক্লান্ত ছিলাম বলে তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর রাতে ৫টার সময় উঠে আবার চলে গেলাম সাগর পাড়ে সূর্যোদয় দেখার জন্য, তাই সে রাতে সোহানা বা আমার অন্য কোনও ছোট্ট বন্ধুর সাথে দেখা হয়নি। তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম সকাল ১০টায় যখন সাগর পাড় থেকে ফিরে এলাম। সোহানা খুশি হয়েছে। সকাল ১০টায় যখন তার সাথে দেখা হলো তখন সে তার আনন্দ প্রকাশ করল তার সেই তরুণী বোনটির শেখানো মুখস্থ বাক্যটি দিয়ে "Brother Mahfuz Good Morning" সেদিন প্রায় সারাদিন বৃষ্টি ছিল, তাই আমরা কোথাও বাইরে বেড়াতে যাইনি। আমি সারাদিন আমার জন্য বরাদ্দকৃত রুমে বসে বসে বা শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছি। সোহানা তার কনিষ্ঠ ভাই আমিন এবং নাম না জানা তার এক বোন সারাদিন আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল। সোহানা এবং তার শিশু সঙ্গীরা কিছুক্ষণ পর পরই সেই মুখস্থ বাক্যটি প্রয়োগ করছিল 'Brother Mahfuz Good Morning" বেলা ২টা, বিকেল ৪টা, ৫টা সন্ধ্যা ৭টা সারাক্ষণ সেই একই Good Morning বাক্যটি প্রয়োগ করছিল। তার বোনটি হয়তো শুনতে পায়নি, শুনলে নিশ্চয়ই Good Morning কে Good Evining করে

www.pathagar.com

দিত। আমি একবারও তাদেরকে শুধরিয়ে দিতে চেষ্টা করিনি, চিন্তাও কিরিনি। কেন? কি দরকার? সুন্দরই তো শোনাচ্ছে। আমি তো বুঝতে পারছি তার হৃদয় কি বলতে চাইছে। ভাষা দিয়ে কি হবে? শুদ্ধ-অশুদ্ধে কি আসে যায়? হৃদয়ের অনুভূতিই তো কত। মাঝে মধ্যে মনে হতো সোহানা তুমি আমার পাশে বস তারপর একটানা এক নিঃশ্বাসে সারাক্ষণ বলতে থাক "Brother Mahfuz Good Morning" আর ক্যাম্পাসে হলে মাঝে মধ্যেই শুনতে পেতাম Brother Mahfuz Good Morning"

হঠাৎ মনে পড়ল, আজ ১৫ মার্চ। হ্যাঁ, তাইতো আগামীকাল ১৬ মার্চ আমি চলে যাচ্ছি এ বাড়ি ছেড়ে। পৃথিবীটা বড় কঠিন। পৃথিবীতে কেউ যেতে চায় না আবার কেউ যেতে দিতেও চায় না। কিন্তু তারপরও সকলেরই চলেই যেতে হয়। কোনই উপায় নেই যেতে সকলকে হবেই। পৃথিবীতে মানুষ রঙ্গরসে মেতে উঠে, পসরা বসায়, ভাবে হয়ত চিরদিন থাকবে। তখনই আজরাইল আসে। সময় দেয় না এক সেকেন্ডের জন্যও। দুদিনের এই মুসাফিরখানায় কেউ স্থায়ী নয়, অথচ মানুষ রেখে যায় কত আবেগ, অনুভূতি কত ভালবাসা কত স্মৃতি। ভাবতে ভাবতে আমার চোখের এক কোণে পানি এসে গেল, হৃদয়ের মণিকোঠায় অন্যরকম ব্যথা অনুভব করলাম। আমার বুকটা যেন হঠাৎ ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল। বসা অবস্থা থেকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম বালিশটা টেনে এনে বুকের নিচে রাখলাম। হায়, আজই এখানে আমার শেষদিন। জীবনে হয়তো আর কোনদিন আসব না এখানে। কোথায় বাংলাদেশ, কোথায় কুয়ালালামপুর কোথায় কেলানতান। আর কোনওদিন কি এখানে আসা আদৌ সম্ভব? এক বছর পরই পাশ করে যাচ্ছি। দেশে চলে গেলে তারপর ঢাকা - কুয়ালালামপুর বিমান ভাড়া ২০/২২ হাজার টাকা । ভিসা? থাকা কোনওদিন সম্ভব নয়। মনকে প্রশ্ন করলাম, কেন আসলাম?

সত্যি আমার জন্য কষ্টের ব্যাপার ছিল কোনও ভাষা ছাড়া, কোনও বাক্য ছাড়া এই ৫/৬ দিন একদল সহজ সরল নিষ্পাপ গ্রাম্য মানুষের সাথে যখন আমার শব্দহীন ভাষাহীন এক গভীর ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। ঠিক সে সময় সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে এই এক সপ্তাহের আদর ভালবাসাকে পায়ে দলিয়ে দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম। আমার টিকেট করা ছিল ২০ মার্চের। কিন্তু আমি ১৬ মার্চ ডঃ রশিদ মতিন স্যারের সাথে তার প্রাইভেট কারে করে এসেছিলাম। সামনে পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে ২০ তারিখের আগেই চলে আসতে মনস্থ করলাম। ডঃ রশিদ মতিন স্যার বললেন তিনি ভোর ৬ টায় কোটা বারু থেকে রওয়ানা করবেন।

www.pathagar.com

সুযোঁদয়ের ও এক দেড় ঘন্টা আগে। কোটা বারু থেকে আদনানের বাড়ি ৩০/৪০ কিলোমিটার সুতরাং ভোর রাত ৫ টায় আমাদের রওয়ানা দিতে হবে। ঘুম থেকে জাগলাম সাড়ে ৪ টায়। ৫টায়ই রওয়ানা দিলাম। তার মানে সূর্য উঠার আড়াই ঘন্টা আগে। কাউকে জাগালাম না। একে তো সময় নেই তাও এই ভোর রাত, আর তাছাড়া আবার গত দিন একবার বিদায় নিয়েও যেতে পারিনি। আজ যেতে পারব কিনা এজন্য কিছুটা লজ্জা পেয়েছিলাম আজ এই অন্ধকার রাতে কাউকে বললাম না, যদি আবার ফিরে যেতে হয়। সম্ভবনাও ছিল। ডঃ রশিদ মতিন স্যার যে বাড়ি থেকে রওয়ানা করবেন সে বাড়ি আদনান ভালভাবে চিনে না, কোনওদিন যায়নি। আদনানের আব্বা আম্মা জেগেছিলেন, তাদের কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। কিন্তু কাউকে বলে না আসলেও আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। আমার বারবার মনে হচ্ছে সকালে সোহানা যখনই সেই রুমের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে চাইবে " Brother Mahfuz Good Morning"আর দেখবে মাহফুজ নামের কোনও প্রাণী সে ঘরে নেই বরং এলোমেলো বিছানা, বালিশ, চাদর তাকে তিরস্কার করে বলবে, হিজল বনে পালিয়ে গেছে পাখি, যতই তারে করুণ সুরে ডাকি, দেয় না সাড়া নিরস গহীন বন, বাতাসে তার ব্যাথার গুঞ্জনরণ। সে সময় হয়ত সোহানা স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ভাববে

Brother Mahfuz তুমি রাতের আধারে পালিয়ে গেলে? কেন এসেছিল? কেন দিয়ে গেলে ক্ষণিকের ভালবাসা?

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

জনাব আবু সাঈদ মোঃ মাহ্‌ফুজ ১৯৮৭ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। ১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ পাশ করেন। এরপর ছাত্র বৃত্তি নিয়ে মালয়েশিয়া International Islamic University থেকে ইসলামী আইনে থিসিস'সহ এম.এ সম্পন্ন করেন। মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি'র ভ্রাম্যমান ইনস্টিটিউট থেকে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। সেখান থেকে ছাত্র বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে Computer Science এ ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করে একটি আমেরিকান Data Base এ ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছেন। এছাড়া নব প্রতিষ্ঠিত ইন্টারনেট ইসলামী ইউনিট ক্যারিকুলাম প্রণয়নে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

● সংগঠন ও নেতৃত্ব ঃ

জনাব সাঈদ মাহ্‌ফুজ ১৯৭৯ সনে অর্থাৎ ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়ণ কালেই নিজ গ্রামে তরুণ শ্রোতা সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীণ সময় প্রথম সাহিত্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে ১৯৯০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৯৩-৯৪ সালে মালয়েশিয়া ইসলামিক ফোরামের সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪-৯৫ সেশনে International Institute of Islamic Thought (IIIT) এর ছাত্র প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন।

● লেখালেখির হাতে খড়ি ঃ

১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাসিক শিশু পত্রিকা এবং রেডিও বাংলাদেশের লেখালেখির মাধ্যমে লেখালেখির হাতে খড়ি। তারপর দেশে এবং বিদেশে তাঁর লেখা দেড় শতাধিক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

● সাংবাদিকতা ঃ

এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের প্রথম শ্রেণীর বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেছেন। ৭টি প্রকাশনায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও ১৯৯৪ সালে মালয়েশিয়া International Islamic University এর জার্নাল সম্পাদনা করেছেন। ১৯৯৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের Detroit এর ইংরেজী পত্রিকা 'আল-বয়ান' এর সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিতব্য 'ডাইজেস্ট বিচিত্রা'র সম্পাদক এবং Al-Hikmah Multimedia এর প্রতিষ্ঠাতা এবং www.hikmah.org. এর নির্মাতা।

জনাব মাহ্‌ফুজ এ পর্যন্ত ২০টির ও বেশি এলাকা ও দেশ সফর করেন। এ সময় দেশ-বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। যা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। জনাব আবু সাঈদ মাহ্‌ফুজ নোয়াখালী জেলাস্থ বেগমগঞ্জ থানার বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেসীনের সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মাওলানা তোফায়েল আহ্‌মদের ৪র্থ পুত্র।

প্রাপ্তিস্থান

আল হেরা বুক সেন্টার	স্টুডেন্ট লাইব্রেরী	তাসনিয়া বই বিতান	কাঁটাবন বুক কর্ণার
ষ্টেশান রোড,	জামে মসজিদ মার্কেট	ওয়ারলেস রেলগেইট সংলগ্ন	কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
চৌমুহনী, নোয়াখালী	মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী	বড় মগবাজার, ঢাকা	শাহ্‌বাগ, ঢাকা।